

বার্ষিক সংকলন ১০৭০

এ
•
ক
•
ত

সম্পাদক—শিবশঙ্কর দত্ত
সহঃ সম্পাদক—শিবাজী গুপ্ত

— সত্য নবস্ত —

রম্ভা ঘোষ । অমিত রায়চৌধুরী । শ্রুমিতা মিত্র । অমর মাইতি ।
আত্মব্র আমসারি । কৃষ্ণা রায়চৌধুরী । ইন্দ্রকান্ত দা ।

ଅବସାନ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣ

ବାକସ୍ଥାପକ :-
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
୧୭-୫୨, ଗଜପତି ବଜାର ମେଳ

ହୁଏ-
୧୧-୫୩
୧୭, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳ
କଲିକତା-୧୨

ବିଶାଳ-ବାଣିଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ
୧୭-୫, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣିଜ୍ୟ
୧୧ । କଲି :- ୧୨

୧୭

ଅବସାନ
ଅବସାନ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣ

ଅବସାନ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣ
୧୧, ୧୨

କମିକାତା ବିହ୍ନିକାମ୍ୟାୟ ହାତ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି

ସତ୍ୟାବଦି—ଶ୍ରୀ ସ୍ବୀର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ମହ .. — , ଅମେଷ କୁନ୍ଦର ଘାଟିତି

ନାବାବଦି—ନିତାହି ନନ୍ଦୁ

ମହ ନନ୍ଦାବଦି—ନିତାହି ନନ୍ଦ (କାବକରୀ ନାବାବଦି ନନ୍ଦାବଦି

କୋଦାବଦି—ବେଦନ୍ତ ନିନ୍ଦା

ନନ୍ଦ-କୃତ—ଶ୍ରୀ ହୁସାର କାନ୍ତି ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ

.. ଅମିଳ ବିହାର

.. ହୁସାର କେତା

.. କୁନ୍ଦର ନନ୍ଦାବଦି

.. ନୁତାବଦି ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ

.. ଆମିଳ ବିହାର

.. ନନ୍ଦାବଦି ଗାନ୍ଧୀବଦି

.. ବିହାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

॥ सृष्टीसद्व ॥

संख्या १

[illegible]

भारत १

ସୁରୀଂ ଉଦ୍ଧବଂ କଳୋଂ ମିତ୍ରଂ କଂ ବସୁ ମୁକ୍ତଂ ଶାଂ
 ଉଦ୍ଧବଂ ଉଦ୍ଧବଂ ଉଦ୍ଧବଂ ଉଦ୍ଧବଂ ଉଦ୍ଧବଂ ଉଦ୍ଧବଂ

25

ଉତ୍ତର :—

ଦାସକବିତା ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗକବିତା :
 କବିତାର ଚିତ୍ରକଳା : କୌନ୍ତରୀୟକବିତା :
 କବିତା : ପ୍ରଥମୋପାଦାନ :
 କାବ୍ୟବିଶାଳ :
 କାବ୍ୟ କବିତାର ପଦ୍ୟ-ପ୍ରକାଶ :
 ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର : ପଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ :
 ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର : କାବ୍ୟ କବିତା ଓ
 କାବ୍ୟ ପାଠ୍ୟ : କାବ୍ୟବିଶାଳ
 ପ୍ରତିଶ୍ରବଣ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ କବିତା :
 ପ୍ରାକୃତିକ କବିତା : ୧୦ ପଦ୍ୟକବିତା
 ପ୍ରାକୃତିକ କବିତା : ୧୦ ପଦ୍ୟକବିତା
 ପ୍ରାକୃତିକ କବିତା : ୧୦ ପଦ୍ୟକବିତା :
 ପ୍ରାକୃତିକ କବିତା : ୧୦ ପଦ୍ୟକବିତା :

দেও ভট্টাচার্য হিন্দীশ বোম্ব মিলনী দ্বারা প্রিন্সেপ
সহকারী অধীক্ষক দ্বারা প্রস্তুত কৃত্যের জন্য বোম্ব
সোমের বোম্ব শীলন চট্টোপাধ্যায় অধিদপ্তর
দ্বারা প্রিন্সেপ

प्रश्नाधी वसुध 1

জোড়িয়ার ঘোষ শীলদত্ত বসু অধিক প্রসিদ্ধ

॥ সম্পাদকীয় ॥

এমনই বলে রাবি—সাহিত্যের দুই সাহিত্যের দুই নয়। এই বাস্তবতার দুই জগতের সাহিত্য-জগতের কথা, চিন্তা করে ছুঁতে পারার কোন কারণ নেই। একথা কুলসে চোখে নে, আত্ম আত্মা বিধ লভ্যতার এক চরম সফটের মুহূর্তে এসে পাড়িয়েছি। লভ্যতা পঃত্বি, গাভনীতি, অশ্বীর্ষিত হাত নতুন করে লভ্যতা হচ্ছে। আত্ম এই কালকোষেরীত কভুর অথবা পাড়িয়ে কিছু বলতে যাওয়া বেশ দরকার দরকার প্রয়োজন যা পত্র কোলাহলের মাঝে ও স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারবে। এককাতা বিবিসি-পত্র হাত লসন কতক প্রকাশিত একতার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সেইখানেই। লভ্যতার জাদিকে, খর আত্মত্ব, মণির অংকণ ওঠার জন্য অনেক পুঙ্খ নুল সেবা প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম না। তবুও বর্তমানে পেরিয়ে গেছে কুলসে বলতে হলেও ক্রটি করিনি বলেই বিদ্যায়।

সেহেতু 'একতা' জার্সির দুঃসম, শুধু সাহিত্যে পরিণত। একসে যায় পাওয়া কভুর বস্তার সূত্রে যে ওয়া হয়না—সেখানে আধুনিক কবিতা, পত্র, প্রসঙ্গ ও আলোচনার বহুমান জীবনের প্রসঙ্গ প্রকাশিত ঘটনাবলি সাহিত্যের মাধ্যমে একটি দৃষ্টি-নিরপেক্ষ বহুত্ব কবিতা প্রকাশ করার প্রবলতাকে বলায় সাধারণ মধ্যমাধ্যম জোঁ করেছি। কাজে কোন দরদ নেই হওয়ার সুযোগ করে দিইনি।

আধুনিক কবিতা এসেছে :—

আমাদের দেশে আত্ম পত্র-পত্রিকাও অভাব নেই। অবিকালে পত্রিকাটি আধুনিক কবিতার কলকাতা লিবিয়ালদের হারুনসন ও এ বছরও একটি কবি পত্রিকা মাধ্যমে আধুনিক কবিতা প্রীতির বিদগ্ধ বিবেচনায় 'কবি ও আধুনিক কবি' বলে ধাঁচা নাড়ের কথা কলসে চোলেম জিজ্ঞাসা এখনও উচ্চৈশ্বর্য পুরোচিত আবার ধাঁচা শোনারাত 'মাথা' বলে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়েন তাঁরা প্রেক্ষাগৃহে 'হাউস কুলেই একটাবিন' বলতে তবুও আধুনিকতা কে নিয়ে বহুজ্ঞার মাঝে কাহন আছে। কিন্তু লভ্যতাইতে মধ্যমত্ব কবি কয়েকজন সাহিত্যে প্রকাশিত। ইচ্ছা হতো শিল্প যোগ্যত্ব করে শুকনোর মত মেলাসে বলে যাচ্ছে ইচ্ছা প্রকাশ দিচ্ছেন। সাহিত্যিক কবিতার কাছে এইটুকুই বলায়, প্রত্যাক ও বাস্তব জীবন বহুমান অর্থাৎ বাস্তবতা, বিবাক্ত পরিবেশ, মণির অন্যান্য লভ্যকোষ কবি ও কবিতাকে চকল করবেই কিন্তু অহেতুক আত্মবৃত্তি আর বিলুপ্ত কবিতার মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যিকভাবে উচ্চতর মত হুঁস আবেগ হোটাছুটির পর এখন লভ্য কলকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এখন বিবেকের স্বাভা নুন হয়ে আসবে না ?

নাটক এসেছে :—

লিবিয়ালদের হাত লসন কতক প্রকাশিত নাটক প্রতিযোগিতা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একা কিত্তির বিজ্ঞানের হাত জাতীয়া বিশেষ নাট্য কুলসতার পরিচয় দিচ্ছেন।

স্বাভাবিক পান্য না পেয়ে ক্ষণে ক্ষণে
 যেহেতু সমস্ত জীব প্রভু জাতী—দুঃখ দুঃখ করে বিহীন—প্রবল
 পান্যের তৃষ্ণায় অসুখ নীলাকাশে প্রভু বিদ্যমান
 নীলাকাশের প্রভু জীবের প্রভু—দুঃখ
 স্বয়ং বিদিত ব্যাপ্তি প্রভু ও প্রবল

लब्धत्, लब्धत् !

कलौः ४५

আজকের লগে হলে
বৈহত্বে তা হয়ে গ্রাণ
আবারে গ্রাণ—
অন্যভাবে যাওয়া হলে
যে কোনো ঠিকানা, ভিহা
যদিও লগায়ে:

তেমনি তোমার নাম,
 সিঁদা, মজল,
 মোহু তা একই মাজ
 মাজ, অসীম—
 মসিউতা সেন সেন
 মালীমটে, মাজ
 মলমল মলমলমলমল
 মলমল মলমল
 মলমল মলমল
 মলমল মলমল

হাজার বছর

বিহর গান

বেশকি, বেশকিই কারা হোক আসে—হাজার বছর—
কল বাগানের গবে মূর্তি। ঘেঁষে ঘেঁষিষ্টি তাঁ
সামনেই—কলমে এসে—ততদিন কেঁচে থাকলে হিঁক
যাব বা আঁচি আছে—অভিযোগ—কে কার এসে
যাচি উপকৃ দিয়ে দেবে—কান-কাহানোর অধিকার
পাখির কুলের কারো আছে কিনা অথবা লপট
শাকল হুঁসোমে হাতা জুড়ে থাকলে একাকী নীর
অবশ্য জিরে হবে। হাত-অন্তে সঙ্গাপ্রদেই

বড় দিও কল। সৌত্রে পুঁজি-বাঁজাবীর বাস লাগে
জামবী-বিহার-বাঁ বাঁ জলুভে বা ওয়ার নিগ্রহ
বিহর কৌতুক মোলে মূর্তি। বেশ প্রসারিত কালে।
আজকে শরীর জাড়ে—যেন কুমে বা-কিছু কুলের
অভিযোগ প্রভাভ। নিজের বক্তৃত্ত্ব কুঁসব
কুঁসে দিও হাতী-কল চেঁচে বাঁজি হাজার সকাশে।
কিছুট ওনকন। কিছু পোনো-বোনো—মুঁচিও তোমাকে
গড়া জিঁসে করবে—যেন হার হোলে বা ওয়া আসে

এবার কুলমে এসেছে—ততদিন কেঁচে থাকলে টিক।
কুলমা-যানের গবে যাক মূর্তি আবাণী-কাজল
জমাশি নির্ভর কুলে নকর-নিখর হুঁয়ে হবে
যর থেকে লকুলের কলে—বেশ জলজ্বল কল
টোমে কলমে লোককরা। দলের সমাজ জালোবাসা
পনের পাশড়ির নও হুঁচিয়ে চিড়িয়ে—যেন একল আয়ালে
মুঁচি হার কুঁচ করছি—নিজের বক্তৃত্ত্ব কুঁসে

তুলে নিয়ে রাই—কল জেবে ব্যক্তি হাফাছুলকালে

৪

নেপথ্য থেকেই তারা হেঁকে কলসো—হাজার অশ্রুৎ,
অজান অলস রাতি, তখন প্রাণিত হৌত, দ্বিধা
জলের উপরে হুই এবার-বারের পরেহা
সেবে ছুঁনি, চুপে কলসে—এই-এবই হাজার শবীর
শাকাতের লক্ষণে রাই—হুতু বোকা বাখানের পাশে
সামনের কলসে যাবে সৈত নিয়ে হাজার লক্ষণে ।

দাবার ঢাল

১৯৮৮ সালের

দুখ এইবে চমকেত শিরহানে
কুক রে, হাজরেন পাড়া, উর্দুসন
পাখী ভাকুক আপন স্বয় স্বনিমানে
বোফ-বোফু-ফুকাকের, কতাল! হোলন ।
আর চলে যাই মাঠের লুপ্ত, জায়ে পল্লুক
পাকা ছুঁনি, কলসখানু ধুমির বাবা,
হাত তালি বিক কড়ের বাক, সেখের কুকর
নোড় পাওরাতের বিজলীখাকার অইখাবা

আমরা হাজা খেলারি চমকে, কল যাবীন
বত এখ হুতুরকেন তুলে নাচে
পাখার লক কলার তারিন হাক খিনা খিন
লাগের হাসান আলোর বিমিক উল্লন নাচে—
কুক রে, পাখ, যাইকও হা, অল্লত জোর
নাচে জানি একটু খেলায় ছুইখনি নাচে
জোর হাফে সি জয়ে পড়লে লম্বনে দেড়
দড়ি লিপি আওন হুঁড়ি করবে বেহাং ।

শ্রোম ও ভাস্কর্য্যের দুটি সনেট

স্বকবিতা

- ১) কি গান খোঁজাবে, অমর ঐশ্ব্যের ফুলে ঘর পাখি—
 তুমি তো ছোঁলো বড় আশার ফুলের আশ পূর্ণিত অমা :
 কি ছাবে হস্তিত হর অনন্তিত প্রবাহের হাখী
 পাখি জানে না : তুমি জানো : কুম্ভেরে এলিও অমা
 আর প্রেম ছিলে সুনির্মিত আলোর কুম্ভ :
 কৈম্বেরে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা শুনি আর লীপ নয়
 কোমল বিহর করে আসে, বসন্তে জারে, ঘন—
 হস্তে বিহরে অঙ্কন : করে রেখে অমাত বিহর :
 অমর আবেশ কিসের, খেল টেমের হিত ঘর :
 এজাবেই সামগ্রিক পরিশোধি হাফিরে কসেদি,—
 অমর এ মুক ছিল এক মুক নকুল আকাশ :
 বিহাসের উজ্জ্বলে লীপ এতদা উদার বেসেদি,—
 সে পাখি হানে না আর, সে পাখি ফুলেছে গ্রিহ বান :
 তুমি জা ছোঁলেনি : আর তুমি পাখি : হারি অতিমান
- ২) তোমাকে এতদা দেখি, মনে বাঙ মুহুরে
 ফুলে ফুলে ধাক্কা-পন পেয়িয়ে,— উদাস
 কাটি আর ফেঁকাকর উভল নুসুয়ে
 মুর মিসিরে খোঁজো এমাত আকাশ
 মিলেমিলে ঘর তোমার পটীরে মনে :
 ক্রমশ নির্মিত হলে অঙ্কতার রেখে এলে
 তুমি কিহর বাও উদার উজানে ট্রেসে
 লম্পার হয়ে খোঁজো তোমার স্বরূপ
 কলনী কর্তব্য মেগে আরে : অমর বিহে
 পলিত এ-সমগ্রজাঙ্কক্যার্ত মাজবানী
 অঙ্কতারে কিলে রেখ ফলের মোকানী :
 আমি লম্ব বেকারবিত : ইশ : কিলে :
 বার্ষিক্যের ফুল দিয়ে বিদায় কোলাই :
 এখন পৌষমে ছিলে তুমি, আর নাই

ହୁମି ତୋ ଗୋବରନ କଣି ନଃ

ପ୍ରାୟ: ୧୯୩୫

ଅଧର ତୋହାର ଡାହେ ଆମି କୋନସିନି କିନ୍ତୁ ଡାହିବନ, ତୋହାର ଅତ ଡର କେନ ;
ଅସିହାନ ମଧ୍ୟ ଆହାର କରନ୍ତଲେ, ମଧ୍ୟତଲେ ସ୍ଥିତିହୀନ ଲେ,
ସିକାହୀନ କୁଳ ମେଲେ ନିଜନାସିହାନ ବର୍ଣା କାହେ ହୁଏ ନିହେ ବସେ ମର୍ଡି
ହୁମି ତୋ ଅସିହାନ ବର୍ଣା ନଃ, ଡର ତୋହାର ଅତ ଡର କେନ ;
ଆହାର ଗରବ ତେଜନ ଯୋଗତାହି ନେହି ହୁଏତ ଡର କିନ୍ତୁ ଡାହିବାର ନଃ
ନାହି ହୁମିଓ ଅସୋହାର ଶ୍ରୀତି ସୋସ ଶିଳାସୀନ
କିନ୍ତୁ ଯୋଗତାହ ଶ୍ରୀତି କେନ ; ପୃଥିବୀରେ ଯୋଗତାହ କି କୋନୋ ନିହୁଳ
ନାମକାହି ଆହେ ! ତୋହାରେ ଯୋଗତାହ ବିଚାର ସହାସ ହାହେ କୋନସିନଓ !

ଈହାନୀ: ବିଧେର ଶ୍ରୀୟାସିତ ହୁଏ ହାତ ଡାହିରେ ଆହାର ବିଧେର କୁଳେ କାହେ
ମହମାସେ କାମ ମେତେ ଶ୍ରୀୟାସି ନିଧେର କୁଳେ ଶ୍ରୀୟା
କେନା, ଈହାନୀ: କୁଳେ ଶ୍ରୀୟା ହୁଏ ଯୋଗତାହି କୁଳ ସର୍ବ କେନ ମହମାସେ ମହମାସିନ
ଆସିବକ୍ ଅସିହାନୀ, ନିହୁଳେ କୁଳ ମହମାସିନ ଶ୍ରୀତି ସାହ ମହମାସ
ନିହୁଳେ କେନ ଶ୍ରୀତି ଅହମାସ
ସିହାନୀନ କଃତ ଆହାରୀ 'ଅଧୁ ଆହମାସେ କାହେ ଆହମାସ କୋନ ମହମାସ ନେହି
ଏବନ କି ମହମାସ ନେହି ଡାହ କାହେ ହ ହାତ କୁଳ ଡାହମାସ
ଅବନ ମହମାସେ କାହେ ହ ହାତେର ମହମାସେ ଶ୍ରୀତି ଆହମାସ
ଅହମାସେ ଯୋଗତାହମାସ କେନ ସେ ଆହମାସ ଶ୍ରୀତି ଶ୍ରୀତି, ମହମାସ
ହୁମି ତୋ ଅସିହାନ ଯୋଗତାହ ନଃ, ଡର ତୋହାର ଅତ ଡର କେନ !
ହୁମି କି ମହମାସ କରେନିଲେ ତୋହାକେ ଆସିନିଲେ, ସାହେ ନିହୁଳେ
ଆହମାସ ଏହି ଅହମାସେ ମହମାସ ମହମାସିନୀର ଅସିହାନେ !
ଅଧର, ତୋହାର ହୁଏ ଏକ ଅଧ, ତୋହାର କାହେ ଆମି କୋନସିନି କିନ୍ତୁ ଡାହିବ ନଃ

স্বপ্নচ্যুতি

ফাল্গুন ১৩৩৩

এমন কোরে না হাছালেও ছিল না কোন ভাতি
তবুও কেন হঠাৎ আমি হারিয়ে যেলাম গই,
কখনে প্রেম পতীরতন উজ্জলতার কুটি
বেশনা নীল আকাশে খুঁজি ঠিকানা তার কই ?
হারিয়ে দিবে এমন আমি নিবিড় অন্ধকারে
হারিয়ে গিয়াম যোথের কোনো পতীরতন নাম,
উজ্জলতা নিজেই নিয়ে কখন সাবানখারে
বিশুদ্ধতা তাকেই খুঁজি সেদিন যে তার নাম

এমন কোরে খোঁজার পরেও পুরানো কোনো গান
কেনন কোরে বাজাতে পারি এমন বিষাদে,
ধাকের ছুঁতোর রেখেছি ব্যাধো নবায়ের গান
কেনন কোনো পুঁদ্রিবাতে লক্ষ্যী খনি আছে ।

বিবিধ কণ্ঠে চাইলে

দাখল কর

বিবিধ কণ্ঠে চাইলে নারিক সব কিছুই পাওয়া যায় : বিবিধ কণ্ঠে চাইলেই পরভ্রমের
পৃথিবী ঘন হয়ে আসে : এম্! আমিও বিবিধ কণ্ঠেই পোত চাই : পোত চাই তোমার
গ্রেম উল্ল করতলে : যেখানে তুলির ঝানে জাহাজঘোর চিরু মাঝা থাকে :

অবত তোমার গ্রেম বেয়ে আসে না : না—আসেনা গ্রেম আমার করতলে :

তবেই, অলম্ব্যহীন বহু ঐষ অলম্ব্যহীন উপভাষ : আব—.....

আর বিবিধ চাওয়ার উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় ত্রুটি আসে, যেন ত্রুটি খাদ্য অবিভাগ, কণ্ঠে, খাণ্ডে
কণ্ঠে, যেখানে কুণ্ডলকণ্ডর বহু কুণ্ডলকণ্ডর ছিল অকণ্ডর বহু কুণ্ডলকণ্ডর তত্ব :

অবত তোমার গ্রেম বেয়ে আসে না : না—আসেনা গ্রেম আমার করতলে :

তবে কি আমার মনস্তাত্ত্বিক বহু পাণ ছিল, ততোধিক মাঝের অস্তাব : ছিল জ্ঞানি কিতা
লম্ব্যহীন বহুই ইশারা :

অবত আমি অবিভাগ ত্রুটিই আমি, যে পাণ দিলে আমনে

তোমার গ্রেম—গ্রেম কিতা কুণ্ডি :

কুণ্ডর জ্যাকোবিয়ানে খেলা করে আমার বিবৃত কণ্ডর : জ্যাকোবিয়ানের সঙ্গে অধিকল খেলা
হলে আমার কণ্ডর, বিবৃত কণ্ডর : তার বিসেক খেলার ব্যক্ত নিয়ন্ত্রণের মূহ :

এমন কোন নদী নেই যার ত্রিকানা আমার জব্বপূহ :

আমার কণ্ডরের কোন নদী নেই : একলা কেউই তার সৈন্য, কাউই সৈন্য : ৫৭ : ৫৭
জানি, আমার কাঁধেরা নিহিত অস্বাভাব নির্ভনে :

পৃথিবীর জ্যাকোবিয়ানে খাড়াইয়া খেলা করে : পল্লীসীম কেউ নয় তার : নতুন নদী

কুণ্ডরে বেয়ে বালিক, যবে কণ্ডর, বহু বহি কেউ কিন্নর, একা : মাঝে মাঝে,

এই কণ্ডরের ইচ্ছা আছে, জ্যাকোবিয়ানের কোলা জেও বেহিমে আসতে, নদী

কুণ্ডরে, আমি সে ইচ্ছাকে বাধা দিইনা : পান্ডর কহি করে : কিতা—কুণ্ডর বহু

খেলালে অধা পাণ—আমার কণ্ডর :

সারানো গল্প

কালকালী

৪২১৫ বুকের কাছে হাত দিয়ে লেখি
কী যেন লিখিতে যেতে অসামর্থ্যেই ।
না এতে সেবেছি লব কতক-টেকিল
যেহে এ কোণ থেকে ও কোণ অধি
কিছু সেই কোণে যানে । শুধু এই যানে
বুকে হাত দিয়ে লেখি বাহার হতন
পূর্নিষিদ্ধ অতীতি । কে কখন নিজে
চলে যেতো সে ভিখিরি নিয়ে চলে যেতো
কোন মকলরে ? নাহা শিল ফেলে চলি ।
ওই তো সবুজ মাঠে যাবের শরীর -
ওখানে কি কিছু ছিল ? আমার কৃষ্ণ
সেই ছাত্রানো গ্রন্থ ? বিকেলের রঙে
খুঁজি যিশে কোন্সেই ছাত্রানো নিবেশ ।
কী যেন লিখিতে যেতে অসামর্থ্যে আজ ।

କୁମାରୀ-ରାତ୍ରିର ସ୍ମୃତି

ଅସିତ ଦିବ

କୁମାରୀ-ରାତ୍ରିର ସେଇ ଅନ୍ଧାରାନ୍ଧା ନଦେ ନିତେ
ଧବଳାହାଟେରା ଶବିତେ ଚଳେ ଅନ୍ଧାର ନଦେ
ନିଶ୍ଚିତ ଅଭିଷେକର ନିତେ ।

କୁମାରୀ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାର—

ଅନେକ ମୁହାଁନେ ବନ୍ଦ, ଅନେକ ନିଷିଦ୍ଧ-ସତ
ସ୍ୱପ୍ନ ବାତାସ—ନିଃସ୍ୱାସ କେଳେ ।
ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁରୋଧର ଆନନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ବାଜ
ହିସାରି ହିସାରେ କନିଷ୍ଠ ହରେ ଧାବକ ।

ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାର—

ଓଢ଼ର ମୁହଁ ଯେତେ ବଢ଼ି ଡାଢ଼ ।
ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମତ ମୁହଁକରେ ନିତେ ଦେଖ
ନାବାଲିକା-ବିହାସ—
ଧବଳାହାଟେରା ଶବିତେ ଚଳେ

অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

কবিতা কবিতা

তোমার কলমে এসেছে কবে বাসাবকন ঘাবে
কোনদিন কবিতা রচনা করা হয়ে উঠলো না
কোন এক যথার্থের তুমি যুগ থেকে কেনে উঠেছিলে
তোমার বিদ্যনা দিয়ে ছিল যোগ্যতার পরাহার,
যুগের ভিতরে আমার কথা তোমার কোনদিনই মনে পড়েনি,
না কোন স্বপ্ন নয় ।

অথচ ঐ যথার্থ্যেই একটি কবিতাকে
তার জীব-জাতি-চিত্রকর দিয়ে কণ্ঠ করে কুটিলে কলমে চেয়েছি ।
যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তুমিই শুধু যুগে জিতে লেগা দিয়েছ,
কিন্তু কেন জানিনা তোমার কলমে এক শুধুই তোমার কলমে
কোন দিনও একটি কবিতা রচনা করলো না ।

কতদিন তোমার আবেগযুক্ত বরষা যুগের চার পাশে
আমার অস্বাভাবিক মোমবাতি জ্বলে রেখেছি,
তোমার এসেছেলো চুলের অবিকলতার কতদিন বলা পড়েছে
আমার মিলনের প্রকাশ, ভরসার মধ্যে তোমাকে
চোখের দিল না—আমি নিরবচর আবেগ দিয়ে
সেদিন শুধুমাত্র একটি তোমার শিরের কাছে ধরেছি ।
তোমার কপালের উপর ঝেঁপে পড়া কুহা চুলগুলির মধ্য দিয়ে
তোমার দিকে তাকিয়েছি, তোমাকে আদর করেছি
এক কেউ জানতেও পারেনি
আমি কত নিপুণ জাতি তোমার কথা দিয়ে গেছি ;
অথচ তুমি জানো মাঝে মাঝে আমার ব্যক্তিগত আশা
কত আশি দিয়ে কেনে করে একটি কবিতার মতো,
কেন জানিনা, তোমার কলমে কতটুকু করেও একটি কবিতা লেখা হলো

প্রথম ও ভেতরী

দ্বিতীয় অধ্যায়

টান, বাস করিবার, ঘোড়ার টার্কিন,
পথে উন্মিলিত জনতার ভল্লভ্রোত—পথ
দখলিছু ছেড়ে গিয়ে, টারাকটীর বিজয়তার
পলাতক ঘন। সেখানে বিদীর্ণ প্রান্তরে
হুড়ানো কাশানি ঘন, লঙ্ঘার কপালের মত
নূন ওঠে দরাস সেলাহ-জলের একাধীনের
মলত্র ঘোবনা।
অপরাধে পথ ভোবে পিছুনের পুণ্ডিত পজবে,
শালিষের মল্লার কুখন তেজ মাঝে
হাতির নিম্পল নীরবতা। যতের চুড়াশ কেই যায়,
মুন্ডাবি ভেসে ওঠে ঘরের নুতরে,—
টানের নিম্ন ঘনী, মিহিলের হত্যাশ প্রোথান,
ভেতরী হোমার নূন মনে পড়ে যায়,—
কদ্দুস্, ফিলাফিমান্, কালিফা, নবিশোবি—
ঘরখুদী অনেক কুনের বাসিচা পেরিয়ে
ভেতরী হোমাকে ওয়াই' ... ''।
তুমিই আমার জন্ত মাঝে প্রতীক্ষিতা !

কাঙ্ক্ষিত ধন

অনন্ত সত্যমণী

অনুভব করি আপন অনুভূতি
স্বীকৃতি-স্বাক্ষরতা । মনে হয় সফল স্বপ্ন
কাঙ্ক্ষিত ধন, পলে পলে তুমিই জীবিত
সামান্যমণী বিদ্যমান পৃথী হয়ে
তল-তল-বহু-বর্ষ বিয়ে সিদ্ধি কহে ।
অনন্ত নাহো কিছু আরো বিদ্যমান তন্তে ও মাঝে ।

নিরন্তর অস্বপ্নপ্রকাশী মানব সত্তা
স্বাভাবিক কল্পনাকালকে চিত্তে অর্জিত
সেদিন অবিদ্যায় স্বপ্ন-বহু-মাংস বলিলা
তুমি কল্পে প্রাণের স্বীকৃতি প্রদত্তে ।
যাত্রাকালে পেটের ব্যথা কষ্টের বাণ্ড
সত্যমণী তল-তল-অনন্তমণী বিদ্যমান ।
সে কি প্রতিশোধকারী ?

নয় সত্য ।

সত্যের জিহ্বা সত্য নামে লেহন করিত ।

সেদিনের সর্বস্বতা কাঙ্ক্ষিত

বুঝে নেবে

তল-তল করে

অনন্তমণী প্রদর্শিত ।

এই বাগানের নাম

জমিদার খোদা

চৌধুরী মল্লিক আশুতোষ কুমার মল্লিক কোম্পানী লিমিটেড
এই বাগানের সকল পত্রাদি আমারা চাতে লাগে

চলি পা: খেলেরী কুমার খোদা মল্লিকের কাছে কোম্পানীর চাকর
বিশ্বনাথ মল্লিক কোম্পানীর মালিক মল্লিকের কাছে
এই বাগানে আর কেউ নয়, এই বাগানে সোনা

‘জমিদার মল্লিক মল্লিক আশুতোষ’ এই বাগানের নাম

জমিদার মল্লিক এই বাগানে সোনা কোম্পানীর পত্রাদি
মল্লিকের কাছে নয়, মল্লিকের কাছে

মল্লিক মল্লিক মল্লিক কোম্পানীর কোম্পানীর
মল্লিক এই মল্লিক মল্লিক মল্লিক
মল্লিকের কাছে মল্লিক মল্লিক মল্লিকের কাছে

‘জমিদার মল্লিক মল্লিক আশুতোষ’ এই বাগানের নাম

পদ্ম —তোমাকে নিয়ে

অক্ষয়লাল বসু

—তোমার দিনের শুরু ? অকিঞ্চিৎ একটানা রৌদ্রমাথা ছরত হুশুঃ । নিমেষ জীবন
ছুড়ে পূর্বভাগ—‘কি’ ‘কি’ কাশ—উভয় ভরত । পারছি না । পারছি না ।
আর পারছি না, বিবাহের রাতে অভিন্ন করতে; মাঝে কৈশোর ছিল ।
বরেন্দ্র বন ছিল : রাজ্যধরের একতাকে উইণ্ডের পাড়ে মনের পিঠে
একানো চুলে বৃষ্ণ বাক্যে আমিও জালোবানতুন—তালোবানতুন
একানোর মতো বন চালের ও নিরে প্রাচীনতাকে হুই-ওশ বানাতো
কলতুন—হৃদি ব্যথা সেকেনে । হুই না কেন কোম্পি-র মতো হুইও মাটো
ধাঁটো । বাও না কেন বাগের বাক্য দিনেমাঝে; আমি হইলাম তোমার
নগ্ন-পাহাড় ।

হেলেনি কৈবলি ইন্দ্রাবতীর জিনারে । স্রোতের টানে কাহ্ন ভবেনি ।
তোমাকেই বাহ্যিকের নাড়কল-পাতার জায় ধীর্ঘস্থান । যদি পাবে, তাকে
কেকে তোমার মনের পদ্ম বোলে

জানাই ঘর

অধ্যাপক প্রমোদচন্দ্র বসু

*Two men tossing a coin, one keeping a castle,
One set on the highway to sing.
Provincia Puerto.*

চেয়ে দেখ, লম্বাঘের মন্দির সাঁওতাল,
খিন্ন চেয়ে, মাগ চেয়ে,
শেষ হল বিশার-আবর্তিত
প্রান্তের প্রান্তে পাল শেষ অগাধবোতী
পার হয়ে বেশ তলু
লবণের পৃথিবীর এই
বার পরিচয় :
সাজানো বসুধা কীরে : কুলকুলে শোভেই উদ্যম :
আমি হব বৃত্তরাষ্ট্র : চুঁচি আনে লজ্জা-সংকম :
লম্বের আশায় বেই :
পরামর-প্রতীকার-আমি যে: প্রবর তলু পনি :
কলকলুলবীন আমি কর্ণ অলম্বার :
হৃদয় প্রাণিকের বই :
তাঁই বেশ বসুধা মাগ ধানমর শিরের আশায়,
শিবপ্রীর হাতে তাঁই মাগীবীর পত্নী উদ্যম

(২)

মাগ হাতে বসি ঘুঁষে চেয়ে-মাগ, বসু.

বন্ধুর পরিচায়ে
 তখন হাওলীর হস্ততো কা গান কানবে,
 অনেক ঘূরের বিঘাও ফুল গান ।
 সে গান যে শোনে মুক্তি কা তার আসবে
 মরণেরও মাঝে, বন্ধু ।
 আমি তো সে গান শুনেছি গ্রাটিন ঘূরে
 অযোধ্যার ঘরে ।
 সুখিত চলেবে পলকানী বন্ধু ।

(৫)

বৃহৎস্বরূপের পার হয়ে এসেছো কি সূর্য্যের অস্তরের পথে ?
 যে সোজা আলোক হতে
 তেজ নেয় অন্ধকার পানে,
 মলিনতা,
 তোমার আঘাত কৃপা করে জেত খলস হানে । :
 গ্রাটিন মোটরী আলু প্রেয়ারবে উচ্চতা উন্নীতী ।
 আমায় খোঁজ কেনে রক্তবতী গ্রাটিন পৃথিবী ।
 তবু কেনো একদিন এক স্বপ্ন অন্ধতার বখাতি-- লীল
 কেনে ঘাবে আদিশ্বর উদ্যম জ্বালে ।
 তোমার আলার এই অন্ধকার মন
 মহামুক্তি পাবে কেবো লক্ষ্যক জ্বলের নিমেষ আকাশে ।

(৬)

তাই বলি শোনাও ডর পাও কেন তবে !
 জ্ব-জ্বটনে প্রতি শিখরী হবে
 যেখানে কেনে সেখানে কেনে ফতো :
 বাতুল না হয়ে অ্যাটুল হয়ে পড়ে !
 তবু ফলে কেবো এমন বিকল আদবে :
 যরা গাড়েতেই জরা নৌকাও আদবে ।

(দুই)

আজ্ঞে কেন ছাড়া গ্রামের বৈশাখী ,
তিন ঘেসে ছাড়া আসে : কোনো চিন্তা নাই ।
কো—কো চিন্তা নাই ।

কোলাহল চাই

হাস্যের বিধি

আসবে এমন আসে
কিহা এমনি আসে
এমন কোন আসান, ইতিহাস
বিশেষত বি'র্জিপোকার নকে
মিলে থাকবে আসে আসে ।
কোলাহল কখন আসতে পারি না
বিশেষত বি'র্জিপোকার নকে
এক যে কোনোকী, তোমরা ও,
আমাকে তো পার্থ করে লিখে চাই
বোনের নির্জন থেকে আসার নির্জনে
এখন আমার এই ইচ্ছাই
যেব প্রভাসের মতো
কুয়ে বেড়াই,
জার অন্তরীণ জিহবার
শোনা যায় :
"কোলাহল চাই" ।

উদ্ভরণ

সবর হাটের

তারপর পাক খেতে খেতে গল্পে যেলাম
মহাকার গুহার খাঁড় আলোর
ডেখাই-বাহে-একোতে এখোরে
এ অস্ত আলোর ডেখায় একটী
কাছার গুর ভেবে আসতে লাগল

পুত্রে হাততে ওলোই পালোই ভেবেও
কাছার হুটটাকে বামোতে পরলান না।
সবর মহাকার—নেই, নেই নেই তুমি
কোথাও নেই, বলে আনার
চেষ্টা করতে চাইল।

ওগো হামি আনার সবর আনক দিয়ে
কাছার উলটাকে খুঁজে ফিরলাম,—
..... সেতারের ক্রান্ত তালের বাজনা যেন
এসেই হল হল হল
এই বাজিরে উঠে সঙ্গ—
এই তো আবার-বাজার পথ।
বন্ধকারে গুনতে পেলাম
গাধরে আবার পূর্ণতার রথ।

হাটের নীচের তরতর,—
কখন সন্ধ্যার চূপ—জানি ফিরতল।

प्रत्यक्ष

इच्छीत लक्षण

ਪੰਨਾ ੫੫੩

কুল শাইখ আছলামী দ্বারের সেক্টালের কোণে ঘোঁরি । এতী বসন হল, লম্বা এঁপনছা-আনার
 পুরো চোরাগতি অবাধ এই কি না আবার মাঝ থেকে না অবধি কাঠানোই এনা গুজায়েলকা করিনি-
 এর কারণ নিশ্চয় জর , এতদিন এমানে হজরে, সেলুন পাঠি কানাতের গিরে চোপের নামের
 আছলাম শারে বেখতে এর নিজেব দুখী—এই জর চাপ কুল বসে ঘোঁরি । অবধি কখন কখন
 আছলামাবে লকা করা চেয়ে দুখীকে । এনা মাষ্টরকা দাবলে এই আমাকে দেখে, আমাকে
 কানাতের কেউই দেখে না আমাকে প্রভার এর দিক ।

কিন্তু এখন এই মୋশনে আমি নিজেকে একটু সচেতন উদ্ভা করছি।
 মাঝেই উঠি বিরোধে। একটা আদর্শের সম্মুখে এসেছি।
 পথই আমি এই আদর্শটিকে নিয়ে চলছি। একটা দল পাইনি এখন।
 একেবারেই নতুন।

এইরকম ইচ্ছাটা মনে
 চাকুরী বহালগে চাকরাদ
 মাঝেই সেই করছি

ଆନି କୋବର ଆହୁଳ ଟାଣିରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲେହେଲେ ମାଟିଟି ଟିକ କରେ ଓ ତାଙ୍କେ ଦିଲାଇ । ହୁଲେ ହାତ
ଦଳିବେ ଦିଲାଇ ଆସେ । ଦୁହଣି ଉଦ୍‌ଗେଳ ହେଉ ଦିଲାଇ ବାଟ ପାଞ୍ଜେକ ।

এরপরে লক্ষ্যের আঁচনার সাহায্যে ফিরে লাড়ালান। একবার তখন এক ধরে আসে আসে
খল: ৩ বকলান জোখের লাডা হুটি এব'

କ୍ରମ: ଉପସ୍ଥାପନା ସମାପ୍ତ ଏ ନାମକରଣ କରି ହାତରେ ଦେଖି ନେବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ।

বাঙ্গালির নবোদয় প্রাথমিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত লেখক। আর সেই লেখকের বিদ্যাবিস্তার আকারে আমি একাধিক পুস্তকগুলির লেখক পাইয়াছি। বাবা ও মাতার স্নেহভাজন আশ্রয়স্থল হইতে প্রাথমিক শিক্ষার নতুন নতুন আশ্রয়। তবে কি পিতামহ বা ঠাকুর পূর্ব পুস্তক কিংবা আদিপুস্তকের কোন আশ্রয় নও প্রেরণ করিয়াছিলেন? যেরূপভাবে ঠাকুর পূর্ব পুস্তকের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল এইটো প্রমাণ করা গেল না যে

জীবের একজনকেও আহার নয়, দেখতে ছিল। 'আজ', 'তুমি' যোগ করেই নিজের জোয়ারটাই করি
করা যায়? কেননা এর মেরে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত আর কি বা আছে?

হাফা দিয়ে যেতে যেতে দেখছি কোন কোনদুপুরে একটুকুর ভাতও কেও আহার প্রতি দৃষ্টি রাখে
না। আমি জো জোখই খাবার সময় আসে পাশে, বাড়ীর ব্যাঘাৎগুলোতে, হাতের খাতে বেশ বড়-
লছকারে লজা করে থাকি। অথচ কোন শিত বা বুঝ বা বুঝী বা বুঝা কেউ একজনও জোবের
লজা ক্রিমবের লজা আমার দিকে ফেয়ার না। এমন কি কোন কোনদিন হাফা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ
পছনে ফিরে তাকাই এদিকে ওদিকে—none! আমি কারো লজা করবার বিষয় হয়ে উঠতে পার-
ছিলাম। আমার ভিতরে একটা আক্রোশ লজা বেধে উঠতে থাকে। 'আমাকে আমি তো কোন পেরি
আমার এই বিকৃত কুস্মিত জোয়ার দৃষ্টত এতটী মাত্রের জোখক বহুলা সেহ। বরাবরই আমি একটা
একিশোধ প্যুহাই তাগিল অহুতব করি। বহুলা সেহ এসে। এই সব মর নারীসেহ। আমাকে
সেবার বহুলায় এসেহ এস্তোকে আহার করতে হবে। বলাই কেনম তার হয়ে আলোহ খেন
এস্তোপথে কাহা চাপতে ওটা করছি। বাহুবাৎ কীসেহ না কি চরানক কুস্মিত সেবার।

বিকের খুঁটার হবি মনে করে আমি কীসেহে পারছি না।

সতএহ, আমি ওঠে ঠাড়ালাম। আনাচটাকে লক্ষ্যে এলিয়ে বাইরে পা রাখলাম। এসোমেলো
ঠোটে লাগলাম। আশ্রয়! কাউকে আঘাত না করলেও ফিরে আঘাতই আসে। কিছু কিছু
বিভাকার ব্যাপার ভাকার ভাকারে আমাকে ভরত করতে থাকে। কেনন, আমি লজা করেছি
অকিসে নিয়ললু কর্তারীরা লকবার আহার জুতোর দিকে তাকিয়ে কথা বলে।

আবার উল্লসের অকিসারুকের দেখছি আমি লামনে থাকলে একটা হাতের আধু লগলো
হুইসোখের মাফখানে চেপে ধরে গ্রাফ না-সেবা অবস্থার কথা বলে থাকে। ওরা কেউই আমার
প্রতি দৃষ্টি রাখে না। তর পার? না কি ভুলা করে! আন হর সব কলমতে একলিন-নিজের অহিহ
লছতে লামেহ হজ্ঞে আককাল। আমি বেঁচে আছি। এমন লমে করতেও পারি না কেন! কুহতে
পারছি ক্রমশ অত্যন্ত বিষয় ও লুত হয়ে আসছি আমি। একটা কিছু করা বরকার। অহুত আমার
প্রতি আর পাচলনের এটলন আমার মিনিরে একটা কিছু—

একটা সিনেমা হলের লামনে গ্রুপ বাহুরের ভীক। আমি ঠাড়ালাম। সিনেমা হলের চক্রে
জোবের লামনে ল্যাডেটীর 'GENTS' ও 'LADIES' লাল আলোতে জল জল করছে। লজা
করলাম একজন বিবেদিনী বুঝী সেই লেডিজ-আলোর দিকে চলেছে। আজ্ঞা, ত্রিক এমন যদি।
বুঝটীর পছনে পছনে আমিও ল্যাডেটীর লেডিজ-বিভানেই ঢুকে পড়লাম। বিষয় করন, কোন
বিষয়ভার জুসে নয়, অহুত লজেন্ন সন নিয়ে বেস্কার এই ব্যাপারটা ঘটলাম। বুঝটীর পছনে
কিছুতেই ওর গায়ে হাত বুলিয়ে ফিলাম! আর লামে পাশে 'লেসল্, লেসল্' ভীক লিফারসহ সে
ছুটে বাইরে বেড়িয়ে গেল। তার সেই লিফার কেল কাছ ছিল। ইতস্তত ছড়ানো বাহুগুলো আমার
দিকে সবকো এলিয়ে এসে। তাদের খোঁজা হাত আমার জুহু, জুহু, পিঠে লজোরে নেমে আনতে
থাকল। অথচ কোন হুফাই আমার হজ্ঞে না।

—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—বল্লা করছি। তিন কতজনের দুই কত? তোমাকে আমার চেয়ারা ভীষণভাবে বহুবার কাতব করে দিচ্ছে। এমন কি সেই সুন্দরী মিসেসবীরকে মগ্নাক করে দললে যে আমার প্রতি—কেন্দ্র আমারই প্রতি এইমূল্য, এনে অসহায় হয়ে দেখে—খীনের এই প্রথম এমন কোন প্রতিশোধের আশা আমি শিহরিত হতে থাকলাম।

সেই ভিত্তি মনতঃ আমার চুলের দুটি বার হাতায় নিয়ে এসে।

—“আলার বা চেয়ারা এই লগ্নাকটরী আর বেঞ্জার বর হাজা কোয়ার বা বাবে”।—

এই মন্তব্যটি কে করল? সেই ব্যক্তিই তবে নিষ্ঠুরভাবে স্পর্শের আশা করে। তবে তো এই সোকটরী দল্লারে কেনী বহুলা পাচ্ছে। “আমর ইউ,” “সরি ব্যাকস্”—আমি মন্তব্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

“বটীকেলে আমার হাসছে রে,” “জাকা”—“পারল”—“পরভানের মর” বিভিন্ন মন্তব্য বা শুধু আনতে লগ্না করে যাওয়ায় করা হচ্ছে তা অস্বস্তি করে আমার গোমাক হতে থাকল।

—এই পরে হাতাক। “সরি তো একবার বাহাখনটরীকে”—পুলিশের লোক এসেই আমার হাত চেপে ধরল। আমি হাসছি: প্রতিটি মানুষকে স্পর্শি। আমার দিকে তাকিয়ে থাকো তোমার চুঁচুর মাথো, কেউ যু ধু ফেলছে, কেউ যু ফুধ দিচ্ছি করছে। এসে বহুলা সোমো—আমি ত্রোত ছিলে হাতীর হালি হালি: এসে প্রত্যেককে আমার প্রতি, মনোযোগী করাত পেয়ে আমি নিজেকেও বহুলায় জানালাম।

পুলিশ-ভানের দিকে নিয়ে আমার দমর জুবরতী একটি বাজা মেডেতে: সোমো অগাং হয়ে সেলাম। আমার সুমের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ছোট্টরী দুই ত্রোথ বলে তবে উঠেছে। আমি আর হাসতে পারছি না। সাথে সাথে এইমর মনতার প্রতি আমি অসহবরণের কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম কেননা এরা এইভাবে অসহায়তা না করলে কি কোনদিনও তখন ই মরম ফুলালে নেয়তী আমার দিকে কিরেও তাকাতো? আমার দুই সোমো হল—আহা!

কিন্তু ভগনের পরকা বর হতেই—অসহায়: পুলিশগুলো আমাক বেহাভেলে। আরো কিছু দমর হাজার মনতার হাতে আমাক রেখে দিতে পারতেন!—আরো: কিছুই ত্রোথ বহুলা পেত বা সোমের বল আমার জত”।

পুলিশ ভানটী চলতে শুরু করলে এই প্রথম আমি সুম, সোমো দ্যাক সেমো: অসহব বহুলা উপলব্ধি করতে পারলাম। হস্তের দাম সেমো জানাটরী এখানে: ওখানে। সোমো: টী সত্যাক জালা করছে। একটি জল খেতে ইচ্ছে করছে। কেননা দলার ভিতরে কিছু একটি তাতী হয়ে উঠছে। কাতা চাপতে আমি সেই উত্তেজিত মনতার সোমের বহুলা মরম করতে চাইছি।

বাক্য কেবলর সোমের জল মনে আনতে ত্রোতী করছি

“অনজার সোম” সোমের জল—লগ্নাকটরী—পুলিশ—দম কেননা এসোমো: সোমো: অসহব হতে হতে সোমের সামনে ত্রোথ আমার বহুলা: ফুল সাইল আনমনা স্পর্শ হয়ে উঠল। বীদলে দ্যাক মানুষকে অসহায় বিকৃত দেখার। কিন্তু খীনের এই প্রথম নিজেকে: বিকৃত হয়ে আমি এতও দ্যাক কেঁদে উঠলাম।

দিবা স্রাবির কাব্য

অশোক গিরি

। ৪৬ ।

আর, কোনদিন কুণ্ডিত হাজে

হাওয়ার হাওয়ার পুঙ্খভর যৌন মন অপেক্ষিত,

কুণ্ডিত করে অন্ধকারে বসিতে যাবে

সমস্ত পুঙ্খভর মনে হুতুল দাধাকার :

উজ্জ্বলিত উজ্জ্বলিত কোথায় হুনি ?

। ৪৭ ।

কেনই হউক: খাওয়ার সময় আসিবে কেউ কেউ করে মাথুসে মাথা শিরে বোঝুতে করে
লড়ল—হুত্বিতে মাওয়ার উল—মাও, উজ্জ্বলিত হুনি থাকে হাওয়াটোও একটি যেন কেলে উল।

মাঝে বসিবে কোথায় হুনি হুসে এবং উজ্জ্বলিত অধীরের দিকে তাকায়, “মাঝের মধ্যে হুনি
ভেদে। ” এর মধ্যে যেন অনেক পাওয়ার পর একটি পরিণত সৌন্দর্য “হুনি সেবে নিও, আমায়ের
কোন মুখের হবে, তোমার পায়ে সেই সবীভূতই তো—” কথাটা সেব না করেই যাবে।

“কিছু—হুনি, মনে মনে তো আমায়ের স্টাইক মাঝের ওয়া লব আউটও করবে, কি হুনি
সেবে তো—”

“হুনি ! কেন !—একটা সবিকার আমায় করতে যেনে তো এইভাবে লড়তে হয়—”

“সে তো মুকলান—কিছু দাবী তো যখন একদিনে দিটেনা; তখন—”

“সে তো হুনিই করতে একদিন যেনে সেই—”উজ্জ্বলিত অধীরের কথার মাঝে যাবে, “কমতে
না ! ” হাড় প্রাণ্যের মত বসীর ভিত্তি উজ্জ্বলিত করে “না, না হুনি আমায়ের থেকে মরে এসোনা।
—তোমার—তোমার কোন ভিত্তি করতে হবে না—আমি তো তোমার পাশে—”হুত্বিতে উজ্জ্বল
বোঝুতে উজ্জ্বলিত মাঝে লাল রঙ সেবে: সুত বিস্তার সেই মত মত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে
অবশ্য মুখের অধীর—উজ্জ্বলিত ওর স্ত্রী—সবক অজান অভিযোগ করা কীভাবে এক অনিচ্ছা-মুখের
লাগনা : অধীর বিবর্তিত মাঝে লড়ায় দিকে এসে “নাও, দরজা দিয়ে হুনি এবার বেতে বস তো
—আমায়ের মত হোথ তোমার বসী—”

“না, না ওসব তোমার সেক্ষেত্রে হবেনা—” শব্দটা বয়ে এগার পাড়ার উজ্জ্বলিনী :

পলিও মোটে বেঁচে থাকার সুস্থেরে একবার পোনে কেঁপে অধীর—উজ্জ্বলিনী তখনও শব্দটা বয়ে লাড়িয়ে আছে। পলি পেরিয়ে বড় হাওয়ার বেয়ে ও প্রত্যয়ের মত সামনের বিভিন্ন শোভানের ঘড়িটা দেখে—“ঐ! ছোট্ট বেঁচে গেছে। বড় পেঁচা হয়ে বেল তো আছে।” খুব জোরে এগার পাড়ার অধীর। তেরটা বরটা আবার আতঙ্কিত একটা ছিলে রয়েছে। গিয়েই মেলিন কমে পৌঁছে আসে তেরটা বিরে হবে। তারপর ত্রিউজ রিলটা আবার একবার পরীক্ষা করতে হবে—কাল লাগে শো’তে কেমন বেঁচে সেখানে বলে শব্দটা চীৎকার করছিল।

অধীর বরটা শব্দ ব্রত পাড়ার। কপালে ঘাবের কোঁটা গুলো কাপতে। উজ্জ্বলিনী পলি মুকর। কপালে একটা ঘাবের কোঁটা মুক কিম্বদন্ত মত করে পড়ে। ওর এই পলিটা চোখ.....মত মুকর কথা আর পরিত্যক্ত করিবে। অধীর মাঝে মাঝে ভাবে হয়ত ওর মত এত মুকর স্ট্রী কেটে পার না। এত আতঙ্কিত এত কাঁদতে। মাঝে মাঝে মনে হয়—উজ্জ্বলিনী ওর এত কাঁদে যে ও ইচ্ছে করলে ওর মুকর উজ্জ্বলগুণে পলিও পলিও তনতে পারে। কিন্তু.....ও’ শিক বড় বিজাটার মাঝার একমত দেখে বেঁচে। স্ট্রাইক! সামনের পলিও বেঁচে মক আইট। হাউলার লবাই কলে এ সাংগ্রাম নাহা অধি-কারের মত। বাঁচবার মত। কিন্তু স্বার্থসেবী পুঁজীবাণী মানুষের বিরুদ্ধে লঃগ্রামী কেহনা। কিন্তু মনে মনে ভাবে অধীর, “সকল কি হয় আমরা.....ওসব হাতে তো সব কমতা। ওরা তো যে কোন সুস্থেরে আনাচেও আমলান বানচাল করে দিতে পারে.....যে কোন সুস্থেরে হাউটাই এর অর্ডারে দিতে পারে.....ভাঙলে—”

পারিষাত মত নাইক লাগানর হোড় জোড় করছিল। অধীর লই করে বন্ধ জ্ঞত পারে বেলিন ঘরে এল তখন ও’ রীতিমত হাঁপাতে। “কি, এত পেঁচা যে, তেরমপারেইটবোহু?” বৌটাল বর এ কার্লি কুসি মাথা জাকড়া গুলো হাওয়াত হাওয়াত হাসে দুইজোঁধুরী।

“আর কল কেন তাই—বাড়ী পাই না’ কেটে আসতে হল—” ও যে ইচ্ছে করেই পাড়িতে চলেছিল তা চলে যায়। ও’ মেলিনের আশার পাট্টা জ্ঞত হাতে বুলে কেনে। প্রোজেকটর, লাউওয়েল, মার্ক ম্যাম্পটা দুইয়ে দুইয়ে নোহে। তারপর পারিষাতকে বলে “ওর মত নাইক লাগিয়ে নাও—এই বখিয়ারের পানটাই আদ লাও—” তারপর খুব জোঁধুরী শিকে তাকিয়ে বলে, “সুখল, কুসি কল সেকেক মেলিনটা বেঁচে কর—আর ইগ প্রোজেকটর টা একবার পরীক্ষা করে দেখোতা—”

“হায়েন অধীরনা মালিক লক কি কলছে—” পলিও রোলটা পরীক্ষা করতে করতে বলে খুব জোঁধুরী।

“হাঃ এমন ও’ কথা থাক, কলার কথা বাড়াবে—” অধীর ওকে খুব বমক দেয়।

শো’ আতঙ্ক হতে বেঁচে। কালকনির সিটলেক্টর সুস্থের বোম এসে বাড়ায়। অধীরনা ও’ হবে নাকি? “ইগ হবে বৈকি—” কপাল দিতে ঘাবের মত মনে জ্ঞতি মুহুরে মুহুরে হাঃ অধীর “কেমন জিক হকয়ে? আপনি চলে এসেন যে?”

হায়েন হকয়ে—জীও এই এক বকম হুইইক লল, এই সে—”

“ভাঙ্গার লক খাউটের কি হবে ?—” অধীর এবার হেসে প্রশ্ন করে ।

“দবর মানে ওটা করবে তাই, আর নামটা আরো প্রত্যাক ভাবে আন্দোলনে তড়িৎ পড়বে—”
পারিজাত বলে ।

“কিন্তু একবার তেবে দেখেই এইভাবে নামাকারে—”

“হ্যাঁ এইভাবে আর কোন পর নেই—” লুই কণ্ঠে উত্তর দেয় নূর ।

“তিন সো পেটী বা মাইনে পাই তাতে না বোনের মূখ হুঁটৌ পেটী ভয়ানক ছাত্ত ও হুঁলে দিতে পারি না—আর এখনই কোন্টা টাইম যে পাটী টাইমও কিছু করবার উপায় নেই—”

“তুমি কি করে একথা বললে অধীর না—” মেলিনের পানের চিলটায় পা মুক্ত বলে জানেন
“একই থাকেই মানুষ হয়ে—”

“না, না—” অধীর খেদ প্রদানপূর্ণ নিম্নেতে সাধোদন করতে চায় “আমাকে তোমরা কেউ ফুল বুঝা না—সংগ্রাম নামাকার নিষ্পন্ন করতে হবে—যে কটা পলস পাই তাতে রাখান এনে আর কিছু থাকে না—”

“সে হাবী তো আরোই—” পারিজাত অনেককাল পরে কথা বলে “কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল এ সংগ্রাম নামাকার রাজনৈতিক—তু হাবী নামাকারটাই বড় কথা নয় ।”

“কিন্তু ওঁদের হাতে তো সব ক্ষমতা—যে কোন মুহুর্তে তো হাবীই করতে পারে—”

“অবিশেষ । তা বলে তুল করে থাকব নাকি ?” লুই কণ্ঠে কটোয়তা, “বেঙ্কাজারীনা বা ইন্ডে করলে আর আমরা বেহেতু মেহনতী মানুষ মতএম লজ্জা করবে ।— কিন্তু ইতিহাস এ কথা বলেন অধীরতা—ইতিহাস করা বলে বেঙ্কাজারী এইসব লজ্জার ঠোঁট। নামাকারই একদিন চুবনার করে দিতে হবে—” লুইর জোড়াল লুটী লজ্জা হয়ে ওঠে । বিম্বরে সেটিকে চেয়ে থাকে জানেন ।

“এত লজ্জা এত বিষাদ ওটা সেল কোথা থেকে—” লুইত মেলিনটা বেতি করতে করতে মনে মনে ভাবে অধীর ।

সন্ধ্যার পর এক পলস লুটী হয়ে গেছে । অধীর মনে করতে পারে আসতে আসতে যে যেটা দেখেছিল এখন তার থেকেই লুটী এসে । মেলিন ঘরের বাঁধকের জানলার কাছে ও বাঁধিয়ে দ্বন্দেবে । বাইট সো আরহু হয়ে । নূর, পারিজাত পানের “ভয়কালী জেঁটুজেন্টে” চা খেতে চেয়ে । বই আরহু হতে এখন একটু পেটী । অধীর ভাবে—কিন্তু তেবে পাথ না কেন ওর এত লেশ । তবে দ্বিঃ সংগ্রাম বিলু হয়ে পড়ছে ! জীন্স মত আন্দোলন থেকে পালিয়ে চাইয়ে ? অধীরের মুখের মধ্যে সেই মুহুর্তে একটা বস্তুকে মনে আর কখনো কখনো আন্দোলিত হয়ে ওঠে । কেন, কেন ওর মধ্যে এই কণ্ঠ ? এই লেশ ? অথচ ও অধীরের এই সমস্ত বেনার লিনগুলকে তো ফুলতে পারে না—সোফনের নির্ভর আলোত তো অজবোই মত লজ্জেন । কিন্তু উজ্জ্বলী ! সেই অলঙ্কার শান্তি আর জেনের উজ্জ্বল লুইর সেইবারটিও তার মধ্যে এক সংগ্রামী বিবেকের অজিৎ লুইতে চেয়েছে । ওর লীমনে এত বড় সৌন্দর্য এত বড় প্রেলা—লীমকে পরিচ করতে লুইর করতে সংগ্রামে লীমিত করতে এত লুইর পটী লুইর ক কনের জায়েই বা থটে ।

নাইটীশা আরম্ভ হয়ে গেল। শারিফাত, শূর দিয়ে এসে। অধীর্ষি সারাদিনের পর নিজেকে তখন জীবন হ্রাস অনুভব করে।

ভাঙ্গলর এক সময়ে সে আকাশ। মেসিনটা টীক ঠাক করে নীচে দিয়ে কোনেইয়ে কনভার্টারটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে ভিনতলায় অতিসে চাষি করে দিয়ে ও যখন হাত্যার পা দিল তখন হ্রাস হঠাৎ চারদিকে কেমন থমকন করলে। বাস, ট্রাব বন্ধ। জনকোলাহলের মধ্যে কেমন প্রাণৈতিহাসিক বহুতর(?)। বাতী বায়ালার কুঁচাথে শুধু বাতীরা পেতে একলা কলস ফেললে আর একলা শূন্য—এক পায়ে ফুটুরপেটা এখন ফুটে বেড়াচ্ছে। অধীর্ষি নিজেকে আরো হ্রাস বিধর মনে করে। হ্রাসের স্থানে স্থানে হঠাৎ জল ফেলে। হ্রাসের কেমন হঠাৎ ভেলক হয়। হেঁদা হাঁদুর নীচে একলা ট্রাব কি জাপলা আসটে শিলি টে পেতে ধাঁধে। সেইবিকে বেলাস নেই ওর। হ্রাসের হ্রাস আর কেমন শিলি চেতনার ও হ্রাসের লিকে এদিকে চলে। ওর মনে হয় ওকে যেন এমন করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে আর, তখনই ওর সারাদিনের শূতি ভেলা যেন কোনে শূর বিধর জলফিরে হ্রাস মনের মধ্যে বিকিরণ হ্রাসে জল হয়।

প্তাটীক। আনালের হ্রাসের শব্দে শব্দে শব্দে—“কিছু, কতদিন এখানে হ্রাসের শব্দে একদিনে বেইম—হ্রাসের শব্দে কনভার্টারের শব্দে শব্দে—“কিছু... না, না হুনি এ আশেপাশে থেকে করে এখানে—“উজ্জ্বলী, হুনি—“আর উজ্জ্বলীর কল মনে হতে ওর নিজেকে আরো শক্তির, কলকাতা, বিধর মনে হয়। তাই ভাঙ্গলর যখন এই জীবন শব্দে আর জলফিরে একটা আশ্রয়ের মত মনের মধ্যে ও উজ্জ্বলী কে হুঁতে চাইল—ওর তখনই মনে হল উজ্জ্বলী জন্মগতঃ হুতে কলফিরে মনে থাকে। ভাঙ্গলর অধীর্ষি কতই হ্রাসের কাহাকাহি আসতে লাগল ও তখনই যেন উপলব্ধি করে উজ্জ্বলী জন্মগতঃ যেন কল ফোমন হুতে মনে থাকে—যেখানে আর কোনদিন ওর জালোবাসা পৌঁছতে পারবে না। আর, এই জালে জন্মগতঃ হুতে মনে হতে হতে উজ্জ্বলী যেন হঠাৎ এক সময়ে কি করে একটা হ্রাস হতে গেল। অধীর্ষির মনে হল যেন বিরাট পরিধিকল একটা জলফিরে পেজাভূয়ের অনায়াসে কলফিরে মনে মনে শব্দে ওর একটা উজ্জ্বলী শুধু একটা হ্রাস।

“না... না... না—“ আর সেই হুতেই হ্রাসের হুতে হুতে যেন কলফিরে হঠাৎ হ্রাসের শব্দে শব্দে শব্দে।

এতকনের একটা অনায়াসে বিকল হ্রাস যেন এইবার এক বিশেষ আশ্রয়ের পরিধিতে শক্তির নিজের শক্তি আর আশ্রয়তার প্রাপণে আশ্রয় হুতে চলে—আশ্রয়ীর মতকার নির্ভরতা হতে কোনে আশ্রয়—কলফিরে দিকে—উজ্জ্বলী, হুনি কোনে শিলি হ্রাসে না। হুনি বহা অনেক কালের একটা বিশেষ এইশের বিকল আশ্রয় জলে জল আশ্রয়ের আকর্ষন উজ্জ্বলী,—যে আশ্রয়ে আমার জীবন শব্দে শব্দে হুতে পায়ে তার বিকল শারিফতা।

॥ নিসূর্য্যাতার প্রেম ॥

অন্য পৃঃ

দুর্লভী নদীর পারে তাক বাগেলের শিন্ধুলো ঘন কাটছিল না। ঠাঁই একটা টিলার ওপরে ঘাটীটা। সমানেই লোক। পেছনে নদী। আর ঘানিকটা বুয়েই যে পাহাড়টা মাথা তুলে শাড়িয়েছে তাই নীচে রেলওয়ে ট্রেন। বাগেলের রেলিং ধরে শাড়ালে আর একটি জিনিস চোখে পড়ে— পাহাড়ের গায়ে ঘোট একটা জানাটোরিডান। গার বা ঘেঁবে বেমেয়ে কুনা অঙ্কিত, ঘানি প্রাণট।

ট্রেনে বন্ধন ট্রেনের বাণী বাজে, তখন মন কেমন করে। তখন পরই তো চলে যেতে হবে। বাবার ছুটি কুরিয়ার এসে প্রার। আর কেনে ঘানি না দিলেবাটা প্রাপণ্যাদের জন্তে মন আকুল হয়ে ওঠে আবার কিংক বগাধার। ওই জানাটোরিডানেরই নান' সে

এই পাহাড়ি পাহাড়ের গায়ে ঘানি পদী। দুর্লভী আমার অনেক শিরেছে। এখানে হাওয়া বহন করতে এসেই তো তার গায়ে আমার পরিচর। খানিবা মেয়ে, কলমাসেনুর বত গালছোটো ফোলা। তেমনি হাওয়ার তা। মাল টুকটুক ট্রোটের ঘোষের হানি নিয়ে সে বন্ধন চোখে ভটাক করে, তখন আমার কুকর মধ্যে মোড়ক ঘিরে ওঠে।

ওর কোয়ার্টারের মনে কোয়ার পেতে আবার কতায় হুকনে। তখন হয়ে লেখতাম দু পাহাড়ের দুসরতা। দুর্লভী নদীর কুক ডেউয়ের মাধ্যক। অনেক স্কুল ঘরিয়া।

আমরা হুকনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ভাষি। শুধু অহুতন কইতে পায়তায় প্রকৃতির বদীরতা। ঐ আশ্রয় রূপের বৃদ্ধতা আনালের মনে আঘাত করত। উনিশ বছরের অলংকর আর সাতাশের নিসূর্য্যাতার মধ্যে বরষের দুইর হয়ে গিয়ে হুটি ছবর যেন এক করে দিত।

পাহাড়ি পাহাড়ের কুক লজা বেনে আসত। নির্জন হয়ে যেত চারপাশ। শুধু গি'রি'র তাক। কোনোকীর আলো। নিসূর্য্যাতার ওড়নার প্রান্ত আমার শরীর ঝুঁতে যেত। আমার গিরের গিরের অলংকর বৃদ্ধতা। কিন্তু ওর মধ্যে কোন ভাষাত্তর দেখতে পেতাম না।

ওকে ঘানি কঃ নিসূর্য্যাতা কলতাম। রূপের আঘাত 'ক' ঘানে দিদি। দ্বন্দ্বী নির্শিতে ছাঃ। তাঃ। বঃআর প্রায়ই সে আমার সোনাতে তার প্রেমিকের কথা। কলতঃ—

হামার কালকাসার হামুর এঁকুটো কেলী আছে। লেজিন সে আমার বনের কথা ঘানে না।

নিসূর্য্যাতার কটে মাঝে দুই ঊঁঠত।

আমি ছানি, ও তার কথা কলত, সে আমি নই। সে কলনাও অলংকর। শুধু ঘানে হতো ঘনি ঘানি হবার।

অসীম আগ্রহে ব্যক্তিগত জগত, দু'টি কেন তাকে জানতে না? ওর মিল ত্রাণ নেচে উঠত নিম্নরে : কলহতা,

হামি জানামে? কেনা? হামি কো জানে না সে হামাকে শব্দক করে কি না?

তোমার নিয়ে একটি গল্প লিখবে না? সে বহু আর কেউ জানবে না। তুমি এ বাঙালী ছেলের ত্রাণে শব্দক করে?

হামি যে কত কষ্টে এই আত্মত্যাগের কথাটুকু করতে পারতাম, সে আমিই জানি। সিন্ধু মাতার চোখদুটো ঠাপে। ও বিগল উলোহে শোনাও ওর পূর্বস্বপ্নের কাহিনী।

তার কথা কলহ বরণে আমার মনে হতো ছেলেরি হরত ওর জানাতোহিরামেই কোন তাকার। তার মতে ওর প্রতিদিন বেধা হয়। শাশাশাশি ব্যক্তিগত হুতনে গর করে দু'হুতবে। অকত দুটি হুতর বীশের মত আদ্য। হয়ে থাকে। ছেলেরি মতো কি কোন পৌত্ব মেই? ওকি কুতবে পারে না, অভিনায়ী এই বিগি মেয়েকে?

সিন্ধু মাতা আমার বা বলতো, আমি তাই গল্পের ছেঁড় করে চলতাম। অতঃপর আমার গল্প, কবিতা লেখার অভ্যাস পুজোব। মনের প্রায়শ্চিত্ত হলে গাছিয়ে সিন্ধু মাতার অসীম তাকারকে নিয়ে তার পূর্বস্বপ্ন, অশ্রুত করে তুলতাম। তারপর সমস্ত আবেগ উন্মুক্ত করে তাকে পড়ে শোনাতাম। সে কি কুতব? আমি না। গোল গোল ত্রাণে নিম্নরে নিয়ে তাকাত। কলহতা,—

দু'টি এখন কবেও লিখতে জানো?

ওর দু'খের এই প্রশ্নে ওর অস্বস্তি চাইনি আমার দু'তে বড় তুলতো। মনে মনে কেন মনে হিন্দে হত, এ তাকারের ওপর। ওর বেগমের হাতা মরম তুলতলো উড়ত হাওরার। আমার পামল করত সিন্ধু মাতা। তুমি নিজেকে সবত রাখতে হতো। আগ্রাণ চোঁড়া করতাম বহু হিন্দে ওকে লক সিন্ধে।

আমরা চলে আসবার আগের দিনের বইনা। অশ্রুতর জুঝার বেগিন। হাতাশ ছেঁড় দুটি নামলো। পামনের পাঠক, বাহ পামাকে ছাপিয়ে। দু'খেরি নইতে তুমি মনের কাটা, মনের মরম। আর মারামিন আমি ওয়ে তরে জাকলান, সিন্ধু মাতাকে। ওকে বসি একান্ত করে কাছে শেতাম। ও যদি আমার হাতা তুমি। নিবে। কথা বল না, বহু সোজা হুজিল, ওকে নিয়ে আর একটি গল্প লেখার। যে গল্পের মারক হবে, ওই তাকার বহু, বহু: আমি।

জানাতোহিরামের এক কলী হয়ে থাক। মার সিন্ধু মাতা হাপাশাশ আমার কপালে হাত বুলিয়ে দেবে। ওর হাতের ল্পর্শ অশ্রুতর করছিল। সিন্ধুরে উঠছিল সমস্ত মন। মনে হুজিল, হঠাৎ যদি আমার কঠিন অশ্রুতর হয়ে যায়। আর বাহা হয়েই থাকার আয়োজন বহু করে বাহা আমার ওই জানাতোহিরামে ভক্তি করেন। কিংবা ওই পাঠকিতা পদে কি কোন কল্ ত নামতে পারে না আত্মকোর মতো? অশ্রুত: কিছু দিনের মত স্থগিত থাকতো আমাদের বাওরা।

লিখ তা কো ব'ল না।

আমার কঠিন অনুশ হল না। শাস্তাধিনের সঙ্গে। এম্‌ জন্‌ যেহে হাফা। বহু হবার পর কোন
বসর ও পাড়রা খেল না।

হবার দিন। পুর তাকাতাকিই নফে নেবে এসে।

সিন্‌ মাতা। নিম্বর এতকল কিয়রে কোরাটোরে। হাস খেঃ আমি একটী মারও হাইনি
ভার করে। কি বহুকাব নিখো মাকা ব্যক্তিঃ? কিছু হন কাকুলও হয়ে উঠল আবার। ডাকে
আর একটী বার দেখবার ছুতর দোকে আমি না বড়ালার।

ও কোরাটোবের অধিকের না খেত ভাল পড়ছিল। উন্‌ উন্‌ করে ভাল বড়ছিল কুনের
কোরাটীর গারে গারে।

সিন্‌ মাতা! কঃ!

হামি ভাকল্যাম।

বেহিরে এসে। সিন্‌মাতা। কোথটো কাহার ভিতঃ? তবে কি আম ভাকল্যামের সঙ্গে
কিছু হয়েছে?

কোমার গ্রেমিক কিছু বলছে। কঃ!

উমার ফলা মাক্‌।

অমাতোই বুকাই বড়ান করে উঠল। বুপিই কলাম বোঃ এর ওর সর্বমানে।

সিন্‌ মাতা আমার হাত ধরে নামতে লাগল পাখর ঘের ঘেতঃ। চালপল আর নামবার উপাঃ
সেই। নীচ ছরত নদীর বর্জন। কল,

তোমাকে এক টো আশ্বস জিনিস দেখাবে হামি।

কি এমন আশ্বস জিনিস? কৌতুকল। উত্তমবার আমি কাশছিলাম প্রতি পরাম্‌নে। ও
খোলাশ নরম হাতের কুঠাঃ আমার হাত। মিষ্টী চেনা বহু তেলে আমবে ওর হাফা শরীর থেকে।

সিন্‌ মাতার নীল কোষ আবার করে উঠল কলে। কল, তোমাকে হামি যে হাফাপুঞ্জের পর
ভুক্তিচ্ছে। ঐ ফেব্‌ সেই ভালবাসার হাতুঘের পরিণতি।

ভাকিরে বেশি নদীর গারে কলমসাহের নীচে তাকাতাকি কাছকেব বেড়া টকরে। কুঠিতে
জিলে হুসনে ঘেয়ে লেগা গুলো। তন্‌ জিনতে কই হয়েছে না, ওগুলো আবারই খেলে পাণ্ডুসিপি।

সিন্‌ মাতা বহু বহু কোকের জিনে পাডা কুলে কল। হামি নদীক বিরে বিরোধি। হামার
সেই ভালবাসার হাতুঘ এক টো কাশুল্য! অস্তের প্রেমের পর সে লিখতে আনে, সেদিন নিজের
হুকের পিয়ার্‌ সে কুর না।

१॥ वाञ्छावश्या ॥

কৃষ্ণ-ব্রহ্মাণ্ড

জেলখানার পেটী-খড়িটা লম্বা। সাতটুকু বকী বাঁকিয়ে আনায়ে লম্বা ফিরিয়ে নিলে। কি রকম
আমোদ-ভাবোদ সব জাবছিন্নাম। চারলিখ যে নিবুন হয়ে আসছে দেখলে করি মি। এককণে মনে
হল, ইছামতী নদীটা আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কিছু বলতে চাইবে। তাড়াতাড়ি তার দিকে।
নদীর তীরে জেল-বন্দী আবধা অত্যাচারকে ঘেঁষে করেগটা আলোর ঝুঁকুটা ঝাঁক দাকার চেষ্টা করবে—
কীভাবে বল বড় করে। ওশাল থেকে হঠাৎ একটা টীমার চৌ। চৌ। কত লক কত উল্ল—যেন
আমার সন্ধি ফিরে পাওয়ার কথাটা মকল কে জানিয়ে নিলে নাহলেও তার সেই ভালো মজার
থেকে বেহিমে এসে অজ্ঞান-মরাব আমার নামনে আছড়াতে লাগল হোঁট হোঁট চেঁচকে। তারপর
এক ভল্ল—এক ডাকা—এল ডলাং হল হলাং।

হুবেয়া সে জায। তাই যিসেই রহমাতের আশ্রয়েই রইলাম। উনি এসব খুব ভাল বোঝেন।
 বজাবে কবি, প্রকৃতি প্রেমিক। ওনার কাছে প্রকৃতি যেমন জীবন্ত, স্তম্ভিত তার জায।

—আবার আবার কিংবা বেরী নেই। সাতটা বাজার পরই উনি আসেন। কখন এই বেকিটীতে —আবার পালশে। সত্যি বলতে কি, জয়মলিয়ার প্রতি আমি একটু দুইই। অমন মিষ্টিমুখ বাক্যের আমি খুব কম জনের কাছেই পেরেছি। ওনার সঙ্গে আমার আলাপ দিন করুক। কিন্তু আমাকে উনি অভয়ল করে নিরেহিসেন পাঁচ দিনেইটা ধরাই। আমি কিছু, কিন্তু তার ভয়ে ওনার কোন দাব্যও না করত। ওই। তারই উদার স্পর্শকাতর আর কখন একে মন।

আম খেন আসতে একটু বেগী হয়ে। বেবেহে হাজার কাজ তাকাতাচ্ছি হয়ে ওঠে নি। উনি জ্বাকের হাজার সেবেই আসেন বেজাতে। এবনে এসে অন্যতকে বিড়িয়ে ফেন ইখামতীর গুণ। অন্যত তার একটা খুঁটি বাধা থাকে সামনের এই খেলি-খেয়া আসে-তাকা লম্বাচিড়িতে। একটা কৈলিমি প্রিয় কাজ ওনার আছে অন্যত। খেলিয়ে জড়ানো হানজুরেনা বাহটী থেকে ফুল ফুলে থাকেন। তারপর সডো গড়িয়ে হাতির হতে থাকেন। বাহীর বকন কোরাটারে ফেরার সময়, তখন পাখা বালাটী নবাবির গুণ। সাজিয়ে দিয়ে আসে আসে করে বান। তার এই কাজটাই আদ্যকে বিশেষভাবে নাক্তা বিড়িয়ে। কৌতুকগুণ হুজুরে দাশ। এই নবাবিটার সঙ্গে ওনারও কি কোন লহজ আছে? কব্বাটী কামিন করে জিন্দোদ কব্ব-কব্ব করেও করা হয় নি। মাগ টিক করেছি, উনি এসে গ্রন্থটা পাড়তে হবে। কি—

কম্বু, কম্বু, শব্দে চমক জাগিল। তাকে কিভাবে বুঝ হোলো এর কলহায়—

আইকে ঘিরেছিলেন কুঁচি ?

মিষ্টি উত্তর এস—ইগা-ও হটে, আবার না-ও হটে।

—কি হতে ?

—মানে, আমার 'উনি' আজ বলেছিলেন আসবেন এখানে, আপনার সঙ্গে আসার করতে।

লাফটী পবিত্র অপেক্ষা করতে বলেছিল—আমি আরো একটু বেটী করলাম।

কে জানে, বোধহয় লফটী কোন কাকে আইকে ঘেঁষে।

—আমার কথা ভাবলে বলেছিলেন মিঃ রহমানকে ?

—ইগা, খুব খুশি জেনে। একদিন নিমন্ত্রণ করে কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে বললে।

কেন, যাওয়া হবে একদিন।

মিসেস রহমান বললেন। আমি কৌতুহলী হাসছেনাকুলো এঘিরে বিলাম। শুকলো আমি এসেই হুলে ঘেঁষেছিলাম। তখনও টাইকা বড় জায়গাটিকে ভরিয়ে ঘেঁষেছিল। মিসেস রহমান কুলগুলো নিলে আমি বললাম—

আজ আপনাকে একটা এত করব, অল্প উত্তর দেওয়াটা আপনার ঘনি—'

মিসেস রহমান একবার অস্বাভাবিক ভাবে জাকিরে লুই মেসে বললেন—কেন তো, এতটা তো আমে তুমি। কবরটা দেখিয়ে বললাম—'রোজ এখানে দাঁড়া কেন কেন ?

মিসেস রহমান ধানিকতন হুল করে থেকে কবরটার দিকে চেয়ে বললেন—ওর আবার শান্তি কামনা করে দিই।

ছুটী টক টাপাল আমার। উনি কি কুর কেনেছেন আমার ? কথাগুলো কি আমার লক্ষ্য করে বললেন ? ভাল করে দেখলাম ওনাকে। না, কথাগুলো দললই মনে হল। আবার ছুট ছুট বললাম—কিন্তু সে শান্তি পাচ্ছে কিনা তা আপনি জানছেন কি করে ? বলন, এমনও তো হতে পারে যে সে হরত আসেই শান্তি পাচ্ছে না—'

—হতে পারে তা, অস্বীকার করছি না। কিন্তু তা না-ও তো হতে পারে ? এই আমি যে রোজ তার শান্তি ইচ্ছে করে প্রার্থনা করছি, তার কি কোন ফল নেই বা হবে বা বলতে চান ? ইচ্ছাশক্তির প্রভাব তো আপনারাের পাশেও খাঁটিত।

আমি অস্বাভাবিক বিলাব বা। কিন্তু মনে মনে চাইলাম যে ঐর লুই হুল লক্ষন পলুক। প্রার্থনা করলাম কেন ঐর ইচ্ছাশক্তিরই হয় হয়। ধানিক হুল থেকে আবার বললাম—আচ্ছা মিসেস রহমান, আর একটা কথা—'

যদি নিয়ে উনি বললেন—তার আমে আবার একটা কথা। আপনার সঙ্গে তো পড়ির ভালভাবেই হয়েছে। এখন আমাকে যদি আমার নাম করে ডাকেন তো খুশী হই। 'মিসেস রহমান' নামটা বড় সফিসিয়াল—কারণে কেন হাতুড়ি পেটায়।

লুই মেসে বললাম—কেন তো, কি হল ডাকন কলন ?

—দাঁদেই কেন।

—‘হাস্তে কেন ? —যেন প্রায় চীৎকার করে উঠলার মতো করে। আমার বিকারিত
পুষ্টির ফলে তবে তিনিও হতবাক। কয়েকমুহুর পরে বললেন—কি হল ?

এবার অপ্রত্যাশিত বলার আমি। হাতুড়াতাড়ি ব্যাপারটা চাপতে চাইলাম—

না—না, যানে, ও কিছু না। একটা অস্ত কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আর কি :

যতাবতই ও উজ্জ্বল মিলে, হাসতু কেনে সস্তর বলেন না। বললেন—কী শব্দ কথা মনে
পড়ল পুনঃ ? আমার ওনেতে তীব্র কৌতুহল হচ্ছে।

কুলদাম হাতুড়ার পাঠ নয়। কলকতাই হবে যা কখনও কারো কাছে বলি নি। বাস্তবিক-
তুল থেকে কবরটার ফিকে আলুসে সেখানে গাড় দলার কলদাম—ওখানে গুয়ে আছে আর এক রাসত :
আর পাশের ঐ রাসতুওনা। সাহসি আমিই লাগিয়েছিলাম যাতে রোজ এর মুকুৎ করে পড়ে ওর প্রিয়
তুল রাসতুওনা। ওর মতো সার্থকতার লাখী রাসতুওনা।

আমার কথাগুলো সত্যক বিশ্বাসে মিলেছিল মিলে, হাসতু কেনে। বাস্তবিকপরে আমার আগে
আগে এসে করলেন—

ও তাহলে আপনার পরিচিত ?

—সে আমার ভাস্কর্যসত।

ইদামতী কীভাবে। কবরে গুয়ে, ফুল ফুলে। তার চাপা কাছের গোহানি কনশ পুরে
মিলিয়ে থাকে সম্প্রতি হয়ে। যতাবতই কেনে যেন একটা কীর্ষ্যাসের চাপে তার হয়ে আছে। কে
জানে কি তার ফুলে। বোধহয় ওর উজ্জ্বল অর্থ হয়ে গেছে। নাকি আমার হাসতুই আপন কেনে
কে বিশ্বাস্যতির মধ্যে হুঁতুরে দিয়েছে এনি করে ?

কেনে হাসতু তাহলে আমার হাতের ওপর নিজের হাত রাখলেন। বললেন—জাইলান,
আমার হাসতুওনের অস্ত পোনাও।

সত্য কলদাম, সস্তর পরীর মিলে, কেনে আমার মনে শব্দ দামার দামাস পেয়ে কলদাম
হলে সেফেন। তাই একটারে ‘আপনি’-র জুহু ‘হুঁহি’-তে রাখিয়ে আমাকে কলকতের কাছে টেনে
নিতেছেন। আমিও সস্তর তাহলে কলদাম—সে হাসতুও শেষ। আছে ওর ঐ
হাসতুওনা।

—কিন্তু তার শেষ থাকে তার আদিও তো একদিন ছিলই ?

—তা ছিল।

—জাই-ই পোনাও।

—কিন্তু সে তো অনাবিক্যলের ‘আদি’—যেকন্ডী সেবে আপনো, ঠিক জেনেই। নতুনম তো
কিন্তু শেষ।

—আরো একটু স্পষ্ট করে।

এবার একটু জান মেয়ে কলদাম—কালিদাসের যেমতু পড়ে ?

—ঐ, বাংলায়।

—তার প্রধান খুঁজ কি বল তো ?

কেহ একটু ভেবে নিঃশব্দে—বিলম্ব ।

কল্যাণ—এটাই আমার আদি ।

কেহ আমার সিক্‌ চাইল ? কেহলাম, ওর চোখের মুখে অনেক কিছু জানার আশ্রয় । তাই বানিকটী স্মৃতি করে কল্যাণ—হাসন্তর বাণ-না ছিলেন উলার দুঃসময় । কিন্তু আমি ছিলাম তাঁর কাছে সত্য পথিকের হোসে । অতএব বুঝতেই পারব অশ্রুতটী । বিবর্তী বাণের মত শুধু ব্যক্তিই পাড়িয়েছি মেঘের দূত করে ।

—সে কি ! একদিনও ছিল—

এক শিরে কল্যাণ—বুঝে । শতবিন্দীরে বানিকটীর গোহিও-জুলিয়েটের অভিনয় এই ইয়ামতীর তীরেই হয়েছে ।

—কাল্পনিক ?

—তারপর ? তারপর এই ইয়ামতীর চেউ—এক বস, এক ফল, এক ভাষা, নতুন কিছু নেই । বাক্য কেমন লাগতো বল তো হাসন্তরকারিনী ? শিরে নেতৃত্ব, গায়ে গোহিও-জুলিয়েট—সারী ফুল, না ?

নিজের বানিকটীর নিজের বানিকটী কল্যাণ । কিন্তু বেহা হাঙ্গতে পারলে না, বোধহয় মানব হোসিত ও কাল্পনিক বোধে অকরে । একটু ফল থেকে ও বললে—সেইটাই ও কি জানে ?

কল্যাণ—না । শেখের সেদিন ভরসার । আমার ভরসার নতুনও । কখনো কখনো পার তা কেমন ?

—কী ।

—তারসে সেদিন । সেদিন ছিল পৃথিবীর বাড়ী চিড়ে ওর মহাপুত্রের মত বেহা বিন । ওর যোগে বাঁকা পথে চলে আসেছিল । চিকিৎসার বাইরে । আমি সেদিন ট্রাক মনোরে হাসন্তর অত্যন্ত প্রিয় হাসন্তরেনা পথের করে দৃষ্টিতে ওর বাঁহকে চুকেছি । ওর বাঁহ পাকুর বক্তির মত বেজিয়ে গেলেন । ওর বা পাকুর বেজিয়ে মাথা কুটিলেন । আমি শু শুভল-আর । ও অনেক কয়েক দুই হাসার ছোটা করে কলে—‘আমি বোধহয় বাজি । ওই ফুলটা আমার পাও ।’ আমি হাত বাড়িয়ে ফুল দিয়ে সেলে ও আমার হাতটী চেপে ফুল নিজের হাতের ওপর । কল—‘এই আমারে নিঃ, আর এই ফুল তার পাণী ।’ তারপর বানিকটী ফুলচাপ থেকে ও কল—‘কিন্তু আমার ছোটো শেখ অনুহা—এ ছিদের কথা আমারে জানানোনা কাউকে কলতে পারবে না, আর, তোমার আমার বিয়ে করতে হবে ।’ আমি একল আপত্তি জানিয়ে কললাম যে দ্বিতীয় অনুহাের রাখা বোটেই নয় । কিন্তু সেও নাহোফলাফল—বাত করে কাল্পনিক করতে লাগল । সেবে যোগালে—‘সেখো, এ ছিদের তোমার আমি পেলাম না কিন্তু মনের মধ্যে রইল তোমার কথা আসা বাওরা । কাল্পনিক না হয় পথের আমি তোমার ছেকে ছেকে পারব না । কিন্তু আমার মাঝে নিম্নে কি করে যদি না ছিদি বিয়ে কর ? আর এককনের মতো বিয়ে তো আমি ফিল তোমার নয়—আমার সে দুখোয়ইছ

সেই না ? আমি আর আশঙ্কি করি নি। কথা দিয়েছিলুম।

এই পর্বত মনে চুপ করলাম। কেন হা করে সব ফুরছিল। আমারই কলমে—তারপর। অজস্রোহ চাখলে তো।

আমি সোজাখুঁচি উঠর না দিয়ে বললাম—এ মতেই তো একটু আগে এসে ফুরছিলো, তার শান্তি কামনা করে চুপ লিখ যে কি শান্তি পাচ্ছে ?

কেনে বুঝিমতী, আমার কথার মানে বুঝে চুপ করে গেল। একটু চুপ করে থেকে কলমে—কিছু কথা দিয়েও কেন কলমে না বির ?

এবার আর উঠর দিলাম না। কারণ, দেখলাম বিষমের শেষ বেশিগুন টানতে পারব না। আমি বির করিনি কথায় দিয়ে। কিছু কেনকে তাই বলতে হল। আসলে বির আমি করেছি। মেনেছে। ও মতের হুঁমাস দাশেই। তাকে বির পরও দেখছি কলকাতায়—আমার অগত্যা। মেরেই ভালোই-সব দিক থেকে। কেন একটু লক্ষ্যে ব্যতিক্রম করে। অল্প সৌ। আমার মতেই হয়েছে কি না আমি না। কিন্তু তার এই লক্ষ্যব্যতিক্রম মানে মানে আমাকে জীবন বিহীন ও বিরক্ত করে তোলে এবং কলমে তার সঙ্গে প্রায়ই লক্ষ্যে ব্যতিক্রম। আমার মনে তাই শান্তি নেই। রক্ত না তাইও। কিছুদিন আগে একদিন মধ্যাহ্নে কেনে রঙাং চলে উঠে গেল।

সেদিন অফিসে লাক্ষ্যে হাসপাতাল কথা মনে পড়েছে—ওকে আমি একদলই ফুলতে পারি নি। জোয়ারে গৌরও অল্প করি নি। লক্ষ্যের পর ব্যক্তি বির দেখলাম মেনে কলম করছে। সেখান থেকে গেল। সে একটু লক্ষ্যে করছে—ভালোই দেখাচ্ছে। আমি দুখ চোখে তাকে দেখছি বুঝে লক্ষ্যে শেষে রঙাং সে হেসে কলমে—আমাকে সব করে চোখে একটু লক্ষ্যে টেনেছি। কেনে সেখানে লক্ষ্যে যে, সেটার মত ?

কেনে উঠলাম। আগে লক্ষ্য করি নি। এবার দেখলাম ভাল করে। পুরী টানা কালো কালো টানা চোখে। রঙাং মনে হল, প্রথম লক্ষ্যে হাসপাতাল। আরো লক্ষ্য করলাম, মেনে হাসপাতাল মত করে কিছুই কলমে কোথেকে একটা হাসপাতালে কলম খোদাই করে তাতে গুঁজেছে। কী কী করে উঠল আমার দাঁড়াই। আমার আর লক্ষ্যে রইল না যে হাসপাতাল সেখানে এর মধ্যে। আমি মনে আমাকে বুঝে টেনে নিলাম। দুখ অল্প করে ব্যতিক্রম করলাম হাসপাতাল।

কী করে পরে গেল মেনে আমার কাছ থেকে। গীত কলমে লক্ষ্যে এসে কলমে—কি কলমে ?

আমি এবার আশঙ্কি হলো। কিছু এখন না হবার তা মনে থেকে। তাই হাওয়াটা লক্ষ্যে করার জন্যে দুখ হাসপাতাল গৌরও করে বললাম—মেনে-কলমিলাম সে তোমাকে, হাসপাতাল কলম কলমিলাম একটা মেরেই মত দেখতে লাগবে। এই আর কি।

মেনে কলমে দেখে পর থেকে বিরিয়ে বাধ্যকলমে চুপে পরজাটী লক্ষ্যে করে কলম করে গেল। আমি শান্তি পরে মেনে বির দাঁড়ালাম। তেতরে করার মত। জাতলায় করেকবার দাঁড়া নেই। কলমে দাঁড়া দেখে না। অগত্যা আমিই বিরিয়ে মেনে ব্যক্তি বাইরে। থাকে, দাঁড়াই ফুরে দাঁড়া বারোটার পর এখন ব্যক্তি কলমিলাম, তখন মেনে ব্যক্তি নেই। টেনিস একটা চিত্রকূট। ফুলে দেখলাম মেনে হয়েছে—তোমার লক্ষ্যে বা গুণেছিলো, তা দেখছি সত্যি। কিন্তু এক মাঝামাঝি

একই সময়ে কি দুই চক্রে থাকে ? তাই—হয় হাসন্ত, নয় হেনা । বখনি না হাসন্তকে তুলতে পারবে তব্বি আমি দুইই থাকছি—বাপের বাড়ী । তার আবে আমার দকে দেখা করার চেষ্টা কোর না, দকে হবে না । ইতি—সেবা ।”

পারিনাই তোর কোয়ার সঙ্গে এসেছি বলিরহাটে, সেখের বাড়ীতে । অশান্তির বক মুক দিয়ে । হোজই আমি এখনটায়—যি তি, ত-র হাসোয় মাঝনে ইছামতীর বাঘানো পাড়টায় । ফরটায় লাবনে বলে এত কবি হাসন্তক, সে কি শান্তি পাচ্ছে ? নাকি বেয়ার অশান্তিটা তার অশান্তিরই বহিঃপ্রকাশ ? কি করলে সে শান্তি পাবে, দিলকে পাড়বে আবার দকে ? আমিই না শান্তি কি করে পাব ? —এইসব । এমন একটা দিনে দিলে হাসন্ত বেদমতে দকে আলাপ হল ।

হাসন্ত বেদম আবার জিজ্ঞাস করলে—কি হল ? করলে না ?

চমক ভেঙে এক করলার—কি :

—কেন দিলে করলে না আবার ?

হাসন্তের উত্তর দিতে বাধল । কেনন লজ্জা হল । মনে হল, বেদমের কাছে আমি হেরে গেছি । দাঁড়া এখানটা করলে হয়ত ও বিচার বেদে আমাকে । কারণ, বেদমের জীকটাত্ত অনেকটা আমারই মত । সে কথা একদিন বলেছেও । এখন জীকটে ভালবেসেছে একজনকে । কিন্তু সে ব্যার আলোচনের সময় নাকচ যায় । তারপর বেদম আবার একজনকে ভালবেসেছে এক তাকেই নিয়ে করেছে সেব লম্ব । অত সে আবার মত অশান্তিতে নেই, বেশ সুখেই আছে ।

—তাই বেদমের প্ররটা এলির দিয়ে পাশটা এর করলাম তাকে—সাক্ষা দু'বি দু'বে আর ? দাঁড়া করে বল তো !

বেদম আমার দিকে ছেরে তারপর করলে—তোমার মনে একটুও সন্দেহ আছে নাকি ? তাহলে এই তোমার গা দু'বে জালি, আমার মত দু'বি আর কেউ নেই ।

—এখন ব্যংক ভালবেসেছিলে তাকে মনে দকে না তোমার ? কষ্ট হয় না তার জন্তে । তোমার শান্তিতে সে বাধ্যত করে না ?

—সে আমার শান্তিকে আরো বাড়ির রেলে । রহস্যের মত সেও একনো সমান ধীরিতে গল্প গল্প করছে আমার মনে । কিন্তু তা হলে রহস্যের প্রতি ভালবাসার আমার একটুই ঘাইতি নেই !

—সাক্ষা ! এত কি লম্ব ?

দু'বেত না গেলে কিছু কিছু করে কল্যায় আমি । ত কল্প হেসে সাক্ষানের দিকে তারিখে ঠাঁল দানিকল্প । তারপর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে ঠাঁল আপন মনে-বারে কাছে তো ইলেক্ট্রিক হাসন্ত নেই—এতো আলো কেন ?

ওর মনন লক্ষ-তোলা কোলী মন বেধে না হেসে পাড়লার না । কল্যায় গাঁয়ের আলো ।

এবার হঠাৎ আমার দিকে দু'র গভীরভাবে করলে সে—কে করলে তুমি গাঁয়ের আলো ? বিজ্ঞান পড়ল নি । আরো না দু'বার আলোই চক্রে প্রতিফলিত হয় ?

আমি অস্বাভাবিক ভাবে যোষবার ওঠা কল্যাণ ওর কথা। ও আমার খুঁজে দেখে গিয়ে বলে
ইদামতীর বিকে ভাঙিয়ে কল্যাণ লাগল—

লাগেছে খুঁজি দেখা। কিন্তু তবু, যখন 'গিলের' আলো' কল্যাণ, তখন হোমার মোটেই মনে হয়
নি যে ওটা গিলের আলো নয়। তাহলেই দেখে, একই পূর্বের ভিতরে 'পূর্বের' বেলা হয়েছে, 'উত্তর' ও
গ্রিক ভেনেরি আছে, তাই নয়? ওটাই পূর্বের দাঁতি—কোন দাঁতি, কোন কল্যাণ ওর মধ্যে নেই।
যদি কেউ বুঝি গিলের এই মতো কল্যাণ খোঁজেই তো জানবে সেটা তারই মনের পোষ তার মনে
উদারতার অভাব, অস্বাভাবিক পুষ্টি তার নেই। বুঝি গিলের বুঝিই নয়। বায়, কল্যাণকে নয়।

আবার আবার বিকে দেখে দেখে কল্যাণ—আবার প্রথম জন সেই পূর্বের আলো, তাই জান।
আর রহমান চলছে আলো—..... হঠাৎ আমরা সচলিত হয়ে উঠলাম পশ্চিমী বাজার বন্ধী গুলে।
হাসলু বেলা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কল্যাণ—চলি, অনেক দাঁড়িয়ে হয়ে গেছে।

আমি লাড়া নিলাম না। সে চলে গেল হন হন করে।

আমি উঠলাম না। ওটা কিভাবে হঠাৎ নেই। কারণ, আমার অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক হঠাৎ
পন্থাখন বুঝে গেছে। কেবলই পূর্বের পশ্চিমী হঠাৎ হঠাৎ ফলে সে আলোর রেখা।

হবে হবে হেনার উদ্দেশ্যে কল্যাণ—চলি কল্যাণ, এক আকাশে একই সময়ে দুই চলে থাকতে
পারে না। গ্রিক কথা। কিন্তু এক আকাশে দুই সময়ে দুই আবার চলে তো থাকতে পারে? যখন
আমার কল্যাণকালে হাসলু ছিল, তখন সে-ই ছিল পড়া। আজ আর তুমি—তুমিও পড়া। হাসলু
হেনারি হোমার হবেন—তবু তা কেমন হোমারই, একাধিক হোমার নিজস্ব। চলছে আলো পূর্বের
হয়েও তা চলছেই—চলছে একাধিক পূর্বের—তারে কোন কল্যাণ নেই। আমিও আর সে কল্যাণ নয়।
আমার মোর ফেটেছে এবার হেনা।

উঠে লাড়ালাম। তাড়াহাড়ি হয়ে গিলের অস্বাভাবিক গিলের কল্যাণ হবেন—আজই কল্যাণ
হবেন হবেন। না, নিজের বাড়া নয়, বায় হেনারের বাড়াই—আমি জানি ও আমার এবার তেজ
হবেন।

একত দিতে চোখ পড়ল হাঠাৎ—কল্যাণের পূর্ণা হাঠাৎ পড়া। আজ তাড়াহাড়িতে কল্যাণ
হবেন ওটার কথা। আমি কল্যাণ নিলাম সেটাও। কল্যাণের পূর্ণা গিলের হঠাৎ মনে হল আমার
হাসলুই বুঝি হাসলু কল্যাণের কল্যাণ এলেন। সেখানে গিলের হলে আমার পূর্ণতার পূর্ণাখনের
পূর্ণ। কল্যাণের ওপর আমার কাছে হাঠাৎ বিজিয়ে গিলের মনে মনে কল্যাণ—তারে তাই হোমার
হাসলু। হোমার দেখানো পূর্ণা আমার পূর্ণ। আর হোমার আলাদাভাবে বুঝি না—হেনার হবেন
হাঠাৎ তুমি। আজ থেকে আর তবু হাসলু নয়—হাসলু হেনা।

তাড়াহাড়ি পা লাগলো—হাঠাৎ শেষ ট্রেনের আর কেউ নেই নেই।

॥ রামসেবক ॥

নিব নমঃ ১৩

—প্রাণ মোক্ষের হাতেরী তা কলে বনিম্বকে দিতে এসে তো ? আমি হলে ওর ঐ লাগ তোম
হাতী ভালো পাশর বদিয়ে দিতে কবে—....

রামসেবক মনে মনে যেন একটি হাসল ।

।

আপনি কি ভাবছেন ? না- পুয়ের বাপায়ে নাক পলাসের অন্ত্যাস আমার নেই । আর
সবরই বা কোথায় কলু ? সকালে উঠে বেশনে লাইন দিতে রহ, শস্তার জিনিস কেনার ভক্তে লাজারটী
কোমলার করত হই । সকল দ্বন্দ্বো হ্রাসে বাসে কথাকী নাইই বা তুলি । হাতে থাকে রমিয়ারটী
জামকের আবার বকি-সোম চমিছুকোর আবার জিত । কতুয়ার আবার সোনার বোভাম ! বোবের
তো নই —এক আবার চিনে বাবাম বাড়ির ভঁগড়ে এক সোম তা সতে একটি কাঁকা হাতুড়া এই পেলসই
হয়ে । আর কি সেই আপনাদের দিন আরে লাঙ্-লাঙ্ একটি বরা হাপি হানসেন । এ যেন কলনেই
কলহোজার হোবাল বেশে হুসবে । এখন তুলি হুসুর শিলকোটীও আর 'কাখোখ' নিবেক একটি ডাক
কেনর যেন কানে বড় লাগে । আরে ছেজা আপনরলা চাখর খুন ছড়ানো আলসে বরা বের, খুন আসে
খুন আসে—এ অবসার লাঙ্ আমার সনর কাটানো হাজার পুটার মডেল । কিন্তু সেই শত আর
কেনর যেন কলু হার যেন । পরবরাটার নলটী যেন অলস ট্রোটের বোকা :

বাপারটী কি তা হলে রামসেবক ? না প্রানমোক্ষ ? বলা যায় না শাহ বালা সেজেই ।
একবার জেবে দিলার এ কলনের বটনা লাঙ্র হাজার পুটার আরে কিনা । একবার মিলিয়ে কোথাক
সবটী মনে সেই টিক কবে বেটুকু মনে আরে সেইটুকু হলে এই—

রমিয়ার সকলে । খুন জেজেরে সেরিতে : একটি ট্যানর ট্যানর শব জান এসে । তিলি
গলায় আগুয়াৎ এসে—সেপ তোবুক বালিল । সোনারমাত্র বাবে ছেজা নরীরাটী বিন্ বিন্ করে
উঠিলে । ক্যানের সুইচটী শিলাব করে খুজির । শরীরটী ঠাণ্ডা হয়ে যেন । বরাং বা খরে চুকে
আবার জেলজিটে বালিলটী লাঙ্ বেক হাতুড়া টান দিতে লজিরে মিলেন—হলেন যেন বস্তির জেল একটি

কেনা বলে তোর কিছু নেই ?— তাক শিখেন এই 'সেল' এলিকে এসো জো- জুটী বাগিচা করে দিও।
 নামাকে থাকেন করলেন নিজে এসে খেতে বসিয়ে নিতে। সকাল বেলা এ কি বাবেলার পড়া বেল।
 ওকেই জ্ঞান তোমার কি ঘরে ঘরে কাজ নেই ?— এতটুকু নিম্ন ঘরে বলে থাকলাম।

— বাবু কি করবে ?— বলল তো চলে যাই কাজের অন্বেষে নেই।

— পেটে নেই জ্ঞাত হয়েচেড়োর নাম- তেজ মাতে যোল মানা ; কিছু মাগের হয়ে ওকে
 নিয়ে এসাম আমাশের বাগানে কাজে লাগতে জ্ঞান। এতটা বেশির ওপরে মানি বলে
 হইলাম জন্ম হয়ে। সেও একটা দরজিকি পেতে খুঁতে লাগল

সোকটা কেমন ঘের সোফাটা। বিড়ক হয়ে জিহ্বাস কলোম

— কোমার থাক ?—

— ঐ দিকেরি থাকি—

— আরে- আর কে আরে তোমার ?

— থাকবে আমার কে ?

কথাও করতে জানেনা ? জ্বরলোকের লসে কেমন করে চলতে হয় নেই। আরি শিখিয়ে দেব।
 বন্দন পরমা চাইবে আমার সময় তখন বেশে থাকে। সে হঠাৎ বলে উঠল— বাবু আজ্ঞা আরে ?

— বিড়ি পাও কাছে আজ্ঞা রাখো না কেন ?— বললি নিজেই পকেট থেকে সেলাইটা বের করে
 নিজে একটা চারকিলার বগালাম। সে বিড়িটা বসিয়ে নিল। খুব জোরে একটা টান দিয়ে বলে
 উঠল—

বাবু এ জলীপুয়ের বিড়ি— এ ছাড়া আমাশের বেলা হয় না। আপনাদের ঐ লাগা টেনে কিছু
 হয় না—

এইও খুব কড়া- একটা ঘেরে দেখবে নাকি ?

— ঠিক আছে- আপনি আমার একটা জলীপুয়ী খান—আনিও আপনাদের টেনে দেখি—আনি
 বেশি থেকে নেমে জ্ঞান ওর দরজিকিতে। কলার মুখোমুখি। ওর বিভিন্ন খানা আমার দিগায়েটের
 বুয়ে- একমতে হিলে বেল। ওর বাগি আমার বাগি এক হয়ে বেল। ওর কয়েক আমার কলনের
 কোনা তকায় নেই—

জ্ঞান- বিয়ে বা কয়েক নাকি ?

— না বাবু হামনি- এইতো বেশ আছি।

তার আরও কোল খিঁচে কলহাট—শিখ কত হয় ? মনে খিন চলে যায় তো ?

—এ! বাবু চলে যায় আঁঠু থাকে . তবে আমার সঙ্গীরা ভাল নয় তো—ওরা বেশ করে আঁধার।

জাম ও সব বেশা ছেড়ে দিতে পার—ইচ্ছা করলেই তো তুমি পার। এবার সে কোরে ছেলে উঠলো ! মনে মেনে তো তার মন চাপ : একটা পাখর ঘড়নত করে নীচে নেমে এসে। ক্ষয়ক্ষয় ঘনঘন টান টান করল। হিটকে বাওয়া হলো ওসো ঘর্ষিয়ে গারে নিল। তারপর ঘাড় নীচু করে হল—

—বাবু—শিখ এই চার পাঁচটাটা হয়। তু তিন টাটা বরজা হয়। বাকীটা ভালো লাগে। একটা ব্যক্তিগত দৃষ্টি তার একটা পাউলুন করে রেখেছি। একটা কালো কাঁচের চশমা কিনেছি দিদির।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হল— কি হাসছেন ? আমি এই ব্যক্তি পাউ পাউ লেগে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন দেখে যাব তখন ওরা তাকিয়ে দেখবে। কাছে দাঁড়িয়ে পাড়বে না। মোল জ্বরত লামা কাপড় লেগেলে ঘন ঘন পাড়ার ধীরে লোক তো বুঝে কথা। দেখলাম দোকানী বেশ থাকা থাকা কথা বলেছে—কিছল করলাম

—তোমার বেশ কোথায় ?

—আমার বেশ ঐ মতিপুরে। হয়ে কেই কথা হয় এমন পা আশনি থাকেন না। ছোট মোড়ে নবীটা মে টল টল করে। কাঁচপানা হল। হু দিকে বাতির চর আর তার ওপরে হাই লম্বের হুই, আশ ও হয় খুব—আর বান তো নয় যেন সোনা হলো। আর লম্বা বেলা ঐ বটা চাকাল নবীর ওপর ফেলা করে। তারপর করে তার নৌকা ছেলে চলে আর বাকী বাকায়। বাবু জাউলো টান হাই লম্বের মন দিবে ঘন কানে মাগে তখন মনটা কেমন খেঁ হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রেই কে বটলমার কেইবাটার ওর কত কর। তবে নবীটার ঘোষ ও আছে—ঐ বাবুদের খাই ওটা চাকলে খাই। হল যেন পাঁকির পাঁকিরে তখন ওরে। কত লোক যে ত বেছেছে...। উঃ আমি না থাকলে বনিয়ারকে উঠেছিল। পা হুককে...। ধীরে ধীরে হাই তো দেখেননি—কি বাওয়া—কলিয়ারে চারপাশের নাম বনি দেখেন। তার মধ্যে দিগে বনিয়ার মাঝার সোকা দাঁড়ির মত একটা নক হাক্স আছে ঐ বেশ দুইদনি বোঁটের মাঝার। ও বা মেচে বান করে বাবু। সকালে কলক কেটে—বশ বশ কাপড় পড়ে বনিয়ারে মালা নিয়ে কেঁদে বা পাউ--অবিশি দোকানী তোলাও কর যায় না—সকাল সকাল দোকান বন্ধ করে লম্বা কোয়ার খেবে ঘেবে ঘন ঘন হাফাফ কি মহাজলজের পালা দুই করে চলে তখনও কিছু লামে যায়...

বাবুদের কাছারিতে গিয়ে কেউ থাকেনা। কল ঘাঘরে ওলে মত ঐ বাকের মাঝার ওপরে লম্বাটা হাক্সি হক্স। মনেকে বা একদিন পোঁচি জল দেখিয়ে ছিলাম...

—দীঘল পথ করবে গিরে তোমার কলঙ্কের সেরী রক্তে । তোমারই অনুব্রত হ'বে মোর

—সে যেন চমকে উঠলো । তার ক্রোধের গলর হঠাৎ পড়া শব্দে হঠাৎ একটু একটু করে
বিস্ময়ে এলো ।

—কতদিন বাড়ী যাওনি ?

—তা বাবু ক'খনই হয়ে যেন । আর এই কৃত্রিম বড়ই উদ্ভাস উদ্ভাস করছি । কেউ
জানেনও না আমার মনে । বাবু ছাড়া কি আর রহস্য বাবু—ঐ মনির ! ওদের মতোও যা'র নাহল
আমার কপালেও ..

—মনিরাদী আমায় কে ?

—ঐ ভীষ্মদেব বিত্তি । সেখানে থাকা । এক মাস থেকে বাড়ি পরতো । আর ক'বে মালা
হবে বিলিক শিত । বেশ ভালবাসা হয়ে উঠেছে তো—কমার নজর বড়োছিল । কিছু সো'ক'নীর
বাড়ী, দুমসে পড়তে তাইশো । মনে উজ্জ্বল কলঙ্ক পড়েতো । ওদের কথা 'কি মনে বলব বাবু—প্রথম
মোড়ল গানের কথা । মাথা সো'ক হলে 'কি হয়—নজর তাই মক । কৃত্রিম তো, সো'কা মনে হতো
একদিন আমি মনিরকে বকে দিলাম—ওদের মাঝে কথা কইলে আমি তোকে কেউ নই । বাবু—ও সে
আমারই, বিশেষ একদিন প্রথম মোড়লের খুঁটা খুঁটা করে । ঐ ছোড়া ছোটোও এর মত 'মি ।

মনে মনে হাসতে লাগল । একটা যেন জড়ক কৃশি শেখের মনে । মাজ তর্কি কুলোড়লো
খোসের মধ্যে পুড়তে লাগলো ।

—ভালপর ?

—ভালপর আর কি ! পায়ে বাবু পড়া ছাড়া । মনির আমায় তার বাপ ভবীদামকে
চৌকিদার করে নিয়ে এলো । মোড়ক জড়ক মনে যেন । আমি ও এলাম । পায়ে বাবু মনিরকে
নই মেয়ে বলে বলে যো ? কিছুকন চুল করে থাকলো সে । দেখলাম তার চোখ দুটো মাস হয়ে
উঠেছে । কপালের দিগন্তলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বলে উঠলো—আমি ভাক দিলাম—আর মনির
দালিরে আর । বাবু আমায় তৈরী করে..... ছোড়া ছোটো পাঁচ খিঁচে আসে মারতে ? বলে
যেন বাবুইর যে কথা বো..... মনিরও বলে 'বিলে নবার সামনে হা তো ঐ মাঝার দুইদো ।
কিন্তু তা হলে কি হবে বাবু—ভবীদাম সো'কটা মেহায়েই তা শোচ্ছা । বাবুদের জমি করে মার ।
বাবুদের নজর থাকে । ওর কি উপায় আছে—সো'ক দিলেও বাবুদের মার । পেটের কাছে মেয়েও
পার । ঝাটকা টান দিয়ে মনিরকে বলিবে বলে । বাক্যে মূগ চকু কপালে, তার মূগ মারে পাঁচ
আঙুলের দার বলে যেন । বাবু আমায় হাসতে লাগল । তখন শুভাগ্রাম মনিরকে পু'ক করিয়ে বাই বাড়ি করে

কেনে উঠলো। ডাক দিল ‘হরিহা—হরিহা—লজ্জা ওকল শেষ। তারপর ? আমরা জ্বান লাগল
করতাম বাবুদের সেই কেনে দিলো। লাল হার করেছিলো অনেক—জিউনাড়ী নকল খেপা হোলো
ঐ বাবুকই। লজ্জা পিচ পিচ করতে লাগলো আমাদের। বোঁড়াগুলোও পেছনে লাগল। পানিতে
এলাম কলকাতায়। ভাবলাম বাবুদের খোদারক আর করব না। তারপর ঐ দুমোড়ী, মাড়ি
টান আর আশুনাড়া ড্রাকেল। এতে এখন পেটও ভরে, পাশা বিড়িটাও ঘোটে, মাঝে মাঝে জামা
কাপড় ও হয়। এখনি ভাবেই চলে যায়।

—তুমি বাড়ী যাবে না ?

—বাবই তো—আর আর ঐ হারিহরী। আমার যা আছে। জন্মের সোঁকর আমার
কণা খেতে। লাল উড়ুকে। জন্মের বাবু—জামি না একদিন ভাত খাইনি—যা তো কেনেই খুব।
আমার যা অনেক বহু কানে। জামি বাড়ী যাব। আর ঐ কুসোই দু—তারপর আর হারিহরী।

—হরিহাকে পেনে কোথায় ?

—এক পাড়া তেই তো বাড়ী। ওদের বহু মাড়ল মায়ে। আমার সোঁকর বহুটা ওদের
ছেড়ে গিই। সেই ওদের লসে আমাদের মাখামাখি। তখনই ওকে ভাল সেবেছিল। জাই এত
কাত। জন্মের ওর মাড়ি নিয়ে হকরে। ওকে এখন পরের পরের বই। আমার কথা কি আর
হবে আরে ?

কোথায় আর কে আছে ?

বৌদি : একটা লকী। জুখ গা সেই। তা বলে আমার কাছে খুব খুব কোটে। একদিন
না হু করে একপাতে খেতে বসেঠি—টুক করে গিইটা কুসে জুখ দিয়েছি—আর যাবে কোথায়—এক-
বারে এক খেলাশ কল নিয়ে আমার মাখায়.....। সে কি হামি.....। জামি বাড়ী যাব।
ওই কোটে করতো ঐকই লস হবে। জালমাসে তো খুব।

জামি খেলার পর জুখ আমার হামি কুইয়ে। সে আজ্ঞাবে আউখানা হয়ে কল—আর
আজ ঐ হাডুই দু কি কলসে বাবু ?.....

বহু বেরী হতে সেন। টুকটাকি কুটী একটা জিনিষ তো কিনতে হবে। যারের কলো একটা
জাল যাব। যোট বোনটার কলো একটা কিছু নিজেই হবে। সে জীবন কলক করে। লাল চাকড়
তো—আমাক বলে হারিহর কাপড়। ঐটা লঙ সেটা লঙ ঐ যাখনা আর কি.....। জামি
ফেল সে যে কি করবে না.....।

বালিশটায় শেখ জেঁদের দিতে বলে—বিনয়ানু দিচ্ছিস বিন।

—কত দেখে ?

—বা খুবী আর এই তো হাড়িরইছু—জরপয়েই তো—বাড়ের লোক বেশে অন্যত হয়ে থাকে।

—আমি শেখলাম যে এখন টাকার প্রতি কিছু হার টান নেই—টান আরে বাড়ীর, তার হারের যোনের সৌন্দর্য মায়া করা যোট্ট হচ্ছিলুয়ে। বিয়ে দিলাম শব্দটাকার একখানা মোট। সে কিরে শেখলেও না। বিড় বিড় করতে করতে চলে ফেল—আর আর হাড়িরইছু—

হঠাৎ লাড়র দিকে ফাকিরে শেখলাম—লাড় টিক জেমসি জাবেই বলে—

—লাড় কি জাবরেন অত ?

—জেবেছিলয়ে দুই হাড়ির চনি। একর সেবরি দুই এক সেবাপড়া বিবে একজন বামসেবকও হতে পারছিলে।

‘প্রতিশ্রুতবৃত্ত’

শিবহী ৩৯

একদিনে একজন খেন গিরে গলয়ে গিয়েছে। অল্পস্র জাতি। মাথাটা ততানক বকর বগুপ্প-
 কংগে। জাতি, জাতি, জাতি। মাঝামাঝি দিকে এখন তাকাননি রবি। তাকালে হলে মাঝামা-
 ষের। বিকল কাকাসে দূর দূর মাঝামাঝি। মাঝি দিকে তাকিয়ে রবি হাঁটছিল। সামনে সামনে
 মও কালো জাক। পা ফেলতেও বুঝি ভর হয়। এই বুঝি হোক দিল। রবি জাত পাবে পথ
 হাঁটছিল। মাঝার ওপর ছপুয়ের নিম্ন জোপ ছিল। পুর বেচে তাকে দেখলে রবি বলে এখন
 মনে হয়না, হত্যাশা কিংবা মকলাব বলে চুল করা যেতে পারে। মনে হতে পারে ও বুঝি পুর জাক-
 জাতি মনে থাকে। হত্যাশা এখুনি, এই দুইতাই মকলাব এতও বিষয়ে চুকিয়ে দিয়ে। রবির
 নিজের মনে হচ্ছিল অতীতকম। ও জাতিছিল ভর এখন জোপ ফেটে মকলাব করে বেশ খানিকটা হত
 বেগিয়ে আসবে। তারপর ও কেউ থাকবে কি মনে থাকে তা আর ও জাকতে পারছিল না। এক
 জাকতে চাই ছিল না। তারপর হত্যাশা—হত্যাশা মনে পূর্ণ থাকলে কিছু জাকতে ভাল লাগেনা,
 খাজা জাকনাও নয়। তবু সবচেয়ে মনে সে কতনা করছিল হত্যাশা মনে একটা বড় গর্তের। ও
 চলতে চলতে এই গর্তের মধ্যে পড়ে থাকে। ও এতও বড় জাকতে চাইবে এক সেই বড় গর্তের মধ্যে
 হারিয়ে থাকে। এখন ওর বিছিল কিংবা শক—শক কিংবা বিছিল ভাল লাগছিলনা।

গিরি মোড়ে প্রায়বাবু কাশবাবু মোকাম। কখনো কখনো রবি ওখানে গড়াই, গরুরে।
 মাঝ ও মাঝা নীচু করে হাঁটছিল। প্রায়বাবু রবির সেবেই ট্রোট কাক করলেন—হাসি। কিছু তার
 ট্রোট কাক হল, হাসি দিতে ফেল। মাঝা নীচু করে রবি মোকামটা পার হয়ে ফেল। রবি বাড়ির
 সামনে এসে গড়াই। মুহুর্ত। ও বাড়ির মধ্যে গিরি চুকল। সিঁড়ি ছেয়ে মোকাম। কাঠের
 সিঁড়ি মাঝামাঝি উঠতে হয়। করে চুক রবি একটা মোকামে কল। জাকিতে ও জোপ বড় করল।
 ওর বাড়ি গিরি ঘাম গিরির পড়ছিল। ওর মনে মনে হচ্ছিল এই কটা কটা ও মনে মনে কতনা
 বড় পেজিয়ে এসেছে। হত্যাশা ওর মনে ফেটে গেছে। রবি মুহুর ঘাম মোকামের কোন ফেটাই
 করছিল না। মাঝার ফেটের অল্পস্র গিরি বড় ফেল।

দিয়ে পড়াশুনা করছিল। আর সবিতা এসে চুকেছে। এমন করেই রবি। সবিতার দল। কবে তাকাল, “এই বাস।” “এমন বাড়। এমন পড়ছি” রবি পড়ার হল। বাস। বেড়ে সবিতা ঘর হাফল। রবি পুনরায় পড়ার হল গিরেছিল। আচ্ছ এতদিন পর সেই লুপটাই কাপছিল। আর কেন জানি পুরনো অর্ধাঙ্গী আবার রবিতে ঘিরে বসছিল। বাস। ভক্তি। জানি না। একটা যোক্তা কোমর তথা ঘন পড় ছিল। তাহলে ও বেলেত। হাতে চক দিয়ে ঘর কাঁটা হত, আর ভিন-চারটে সেকটি পিন এক করে ওবের বেলা চলত। সবিতা বেলেতেই বেশি ভাস্কর্যপত্র। পড়াশুনোটা ওর কাছে রিক পছন্দই বাপায় ছিল না। একটা যোক্তা জিনিস ওকে যোগাতে আরে যোগে রবিতে বললেন হতে হত। এবার কোন লুপ নয় শুধু সবিতার খুঁটা ঘন পড়ছিল। হোচ্ছ আশ খুঁ। লুপ কাপছিল, সবিতার খুঁ বীর বীরে ঘিরিয়ে থাকছিল।

কেন কিছু সময় করেই মত ঘন হইল রবি। ও ঘন হইলে গ্রাণ হাজির কেনেই ভাস্কর্য। এই হকন। এখন ঘন কলকর সেই সোনার কাঠি আর কলার কাঠি হলে ভাল হত, ও বেতে উঠে পড়ত। ছেতর থেকে কে ঘন বাচ্চা পিন। রবি উঠে পাড়াল। চড়ীটা পাতে বসিয়ে বীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি বড়লত করে, বাস। ঘন উঠতে থাকতে হত। চায়ের সোফারটাও এসে পাড়াল। বাস। পরকেই হাত চোকা। হতে পারে। “একটা চা” বলে পালে পালের সোফানে গিরে সিঁড়িতে বসল। চা খেয়ে আবার হাজির নামল রবি। কোমর হানে? কাউকেই শু কেখে না। ওর অর্ধি থেকে ক্রিয়ে লেগে হলে। সোনার সোফানে সেল অর্ধি পানিকটা বাচ্চা দাড়া বার। না ভাল লাগেই না, বেশি লুপ নয়, শুধু বাস রবি সোনার সোফানে হেল না। সেলে চা-বিকুই হত। বললেনে সবকিছু ভাল লাগেনা। বাচ্চা-বিকুই ছিল। বাস। কাঠের সিঁড়ি ছেয়ে উঠলো সে। সেই বার। টেবিলের শিক তাকাল। ওখানে হাজির নিয়ে বাচ্চা বই-বাক। না সেল খুলল হাজি এখনো। খুল থেকে কেয়েনি। ও টিক চেয়ে প্রাফিল না ওর এখন কি করা উচিত। বীলকলপাটা ক্রিয়েই ক্রিয়ে হতে লাগেছে। অর্ধাঙ্গীও ক্রিয়েই হাজিরে থাকছিল একটা বাস। কত চেয়ে। চোখটাও আর আধের মত বাচ্চা করছে না। ওস্বারে কেন কিছু সময় কসে হইল। ও বাচ্চা বেলেতে কসেছিল। এবা ঘন কসেই কাঠের সিঁড়িতে পারের লত ক্রিয়ে সেল। পরিচিত পারের লত। তাহলে উঠে আসবে। তাহলে বার না চুকে গিরে হাজিরে এসে পাড়াল। “বা বাস। কি বার?” তাহলে অনেক উল্লাহ নিয়ে হিচ্চেল করলেও উঠরটা আর ওর জ্ঞান ছিল না। কার্য মারের কোমর। খুঁ কি তার উঠর দেখা ছিল না, না তা যোক্তার বকল এখনও তাহলে হর নি। বা হাজি করছিলেন। ক্রিয়ে দলার জীব সিংসে “না”। তাহলে হাজিরে হেড়ে বেড়িয়ে এল। ওর ঘন হল “না” উল্লাহ করতে বা ঘন ভরানক কই বোঝ করছিলেন। তাহলে ঘন গিরে চুকেল। বাস। কোমর কসে। তাহলে বই হাজিওলো ওর টেবিলে হাজির বীরে বীরে। বাস। খুঁর শিক তাকাল সে। বাস। চোখের কোমর হোলে গিরে আবে। ছেবেছিল বাস। বাস। চাকরি হিচ্চাই হতে পারে। বা বাস। বাস। পোনা গিরেছিল তাতে এমন বাস। ক্রিয়ে নয়। হর নি। তাহলে কিছু বই বাচ্চা গিরে কল। পড়ার ক্রিয়ে। রবি চোখ খুলে জাহকে সেল।

বিচ্ছেদ করল “আজ বেলাতে বেশি না রে।” “না” ভাবত ভাবত গিল “আজ ভাল লাগছে না।
 ‘শরীর ব্যাধাশ?’” যদি ছাড়ত ত্রোমে ত্রোম রাখল। ছাড়ত কোন উত্তর দিল না। যদি ত্রোম বুঝল।
 কাঠের সিঁড়িতে পাথরের শব্দ। ছাড়ত কিছু ছাড়তে এসেতে মাঠে বাবার গল্প। ছাড়ত বেরিয়ে
 এসে জানাল “আজ আর বাব নাহে”। যেমন্টি ফিরে গেল। তোমারে বলে সব শুনল যদি।
 ছাড়ত ঘরে ফিরে ফুৎসল পড়তে লাগল। ও কোন সন্দের ঘনিক একা মুখের করছিল। না করে
 দুকে ঘনিক তোমারে ত্রোম বুঝে মাঝে ও ছাড়তে। ঘনিকের পাড়তে সেয়ে বিখিত হলেও কিছু কলসেন
 না। ছাড়ত পড়া শেষ করে কি সেন একটা সেবার ঘন দিহেয়ে। যদিও ছাড়তে বাসলতা পড়তে
 শ্রুত করয়ে। কাঠের সিঁড়িতে পাথরের শব্দ হল। ছাড়ত বেরিয়ে এস। পিড়ন। শাস্তে নামে
 চিঠি। লই করে চিঠি মিল যদি। পিড়ন মুখের ফিৎকা করে তাকিয়েছিল। যদি প্রায় চিন্তার
 করে উঠল “না”। বা’র কাছে ছুটে গেল যদি। “না চাকরি হয়েয়ে বহরমপুরে।” ইকোহিতি
 দিহেছিল যদি অনেক আগে। তেহেছিল হবে না। কাঠের মাঝাসবাবী শোনা যায় নি। যদি ক্রমেই
 উজল হয়ে উঠছিল। নীলময়নাট। পৌড়নে। না বাহেরে বসন্ত কলসেন। “কানতান” পিড়নে
 পরে আসতে বলল যদি। যদি ছাড়ত মাঝার একটা চিঠি তেহেই সিঁড়ি ফিরে বাবল ভরতের কাছে—
 নড়মড় কাঠের সিঁড়ি অগ্রাত করেই। বাবার উঠে এসে খুব চাকচাকি—মাকে প্রশ্নম কথা হয় নি।
 মাকে প্রশ্নম করল যদি। না কলসেন “বাবার হকিতে প্রশ্নম করে মাঝ।” কি আশ্চর্য নিশ্চর
 কলার না এইসব কথা কলসিলেন। সেন কই খুব বোকে তিনি কই কলসেন। ছুটে ঘরে ঢুকল যদি।
 বাবার যদি। বাবার হকিতে খুশো পড়তে। বাবার হকিতে মালা কিংবা শামনে খুল বা খুল নেই।
 এতকই কলসিলে কলসে লাগল সে। বাবার হকির শামনে কাড়তেই মা, ছাদ, বাবার যদি, পবিতার
 খুব, ছাদ, বাতা, চিঠিখানা ভরাৎক ছোরে খুশোকে খেতে লাগল। পরকী জানেনা যে ওহালে সমস্ত খুশ-
 পাক খাচ্ছে বাবার হকিতে কাজে তেহের অমত প্রশ্নম নিয়ে কে সেন আর্জিত করছি। বাবার
 ত্রোমে সেই আশ্চর্য উজলতা মুখ পরম প্রশান্তি। যে উজলতা এবং প্রশান্তি এতকই মুখের ফিৎকা
 এতকই জান হয়ে দেখেনি যদি। “মুখের নামে তোমের নাম মাঝলার” বাবার অভিমতাকা, কঁচকার
 লাগা যত্নের যে ওহালে যে ওহালে খুব বেড়াছিল এতক ছোরে কড়িকায়ে পরকার জানলার। যদি
 জাবছিল বাবার এই বাকা। এই খরে কড়কয়ে রাখবে, বরকী জানালা দিয়ে তাকে কেহোতে বেনে
 না। আবেশ আবেশ আবেশ। কড়িকায়ে কোন পড়ি নয়, “মুখের নামে তোমের নাম মাঝলার” এই
 চব্বকম বাকাটি যদিও অন্তরকে আলোড়িত করছিল, উজল আশ্চর্য হও ওহ যনের হুশুর ও তেহে চেউ
 কলছিল। যদি শেষের পর আসে। মাঝার আসে কিংবা আসেতের এই বরাণাবায় ইত্যাদি শাস
 কোথাও কলছিল না। যদি ক্রমেই এই বোঝে উপনীত হকিল যে আমরা সবাই বেনা ও হজাবার
 অন্তকার পাড় হয়ে খুব হয়ে আসে উঠতে চাই এক। মাঝরা সবাই সেই প্রতিজ্ঞাত খুব। বাবার যদি
 ক্রমেতে শ্রুতি করে এইবার এতকই কলসার যদি নিখেকে তেহে পড়তে দিল। পেছনে কখন জানি ছাড়
 তর খোঁট ভাই, পবিতার বৃত্তি এবং মাঝ খুব এসে থাকিয়েছে।

●

ଅ

●

ବ

●

ଈ

॥ ভাষাশত୍ରু ও নন্দাদେବতা ॥

—এক ভাষাশত্রু

স্বল্পম কবি স্বীকৃতির একটি পাথরে খাটাই হলেই কালজয়ী কবিভাষ্য স্বীকৃতিমান । সাম্প্রতিক কালে স্বনামধন্য কথাসিঙ্গী ভাষাশত্রুর বঙ্গোপাখ্যায়ের ভাষাভীর জ্ঞানশীল পুস্তকটির প্রাপ্তি এই পুরাতন সত্যের বাস্তব নিদর্শন স্বরূপ । এক লক্ষ টাকার জ্ঞানশীল পুস্তকটি শুধু যে তাঁর লগ্ন্যম বুদ্ধি করেতে বা লাভের কুলি পূর্ণ করেছে, তা নয়, এই পুস্তকটির মতো বিশেষ ভাষাশত্রে ভাষাভীর মানসে, কৃষকমানসে তাঁর শ্রাব্যত প্রত্যাব চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে । কবির ঐতিহাসিক স্বরূপ করেও বলা যায় :—

“সেখর তাঁর বেশ ও প্রেয়সী কৃষ্ণাঙ্গ ।
তিনি তাঁর বেশের ও জ্ঞানম সমাজের যেন চক্ৰ,

কণ, স্তম্ভ । এক কথার তাঁর কুখর তিনি কাণী বা প্রতিধ্বনি ।” (কেন সিংহের)

ভাষাশত্রু ও তাঁর নন্দাদেবতা (১৯৮২) এই কৃষ্ণের প্রতিধ্বনি । এই কৃষ্ণের প্রাপনম্ভ ।

কিঞ্চ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা ও মূল্যবোধ দ্বারা আন্দোলিত হয়েছে । ১৯১৭র বিদ্রোহ ও বাঙাল প্রেরণা পরবর্তীকালে এসে দিয়েছে নতুন আশা—প্রত্যাহার বাণী ও ভাষাভীর আন্দোলন গুলির ক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রেরণা আর ফলস্বরূপে দ্বারা নতুন প্রত্যাহার । “একটি প্রেরণাশীল মনোভাব ও রাষ্ট্রকে বোকাবার, মনোভাব শক্তি ধারণ করে নব নবায়নতত্ত্বের পুনর্জাগরিত করে দেবে বেনেগাসের মানবতা মানব ঐক্যের নিমিত্তিত দ্বারা । আর বাংলা দেশের নবায়ন প্রত্যাহার এই ঐক্যীয় মানবতার কৃষ্টিকোষে জন্মাবিষ্কার কালের সৌন্দর্য মনোভাব ও রাষ্ট্রের প্রেরণাশীল মনোভাব প্রেরণা লক্ষ্যের স্থান গ্রহণ করেছে । সেই দিকে এসেই গ্রাম সভ্যতা ও মানবতার বিপর্যয়ের ক্ষুণ্ণ পুরোনো জীবনধারা শাসনের বিপর্য ও বাণ্যিক সভ্যতার জীবনধারার বাণ্যিক-প্রতিকার আর্থনৈতিক বা বুদ্ধি বুদ্ধি সর্বক নিম্নতম বৈশিষ্ট্যের অভিলক্ষ । পরশ্রম দ্বিতী ক্রিয়াকর্মের বিকাশী পটভূমিতে নতুন পুরাতনের দাম্য কণ কৃষ্ণজির বৈশিষ্ট্য ও প্রতিবে কৃষ্ণমানসে চিহ্নিত করে রেখেছে ।

ভাষাশত্রু এই কৃষ্ণের সেকক । প্রেমের—শৈলজানকের কজোপ কজোপ তাঁর পাবেলমণ্ডল মনে যে এক কৃষ্ণেরে জায়গী প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণমণিরে । প্রত্যাহার বুদ্ধিবাধা কৃষ্ণকৃষ্ণে সোনারিত

পুষ্টি লাভ। বাহিনী কর্মায় এর প্রেক্ষি ও মাত্র্য যেন 'বাস্থ্যমতী' গভীরতর বাস্থ্য শীতের প্রসঙ্গসেই বাস্থ্য রূপে প্রকটিত হয়েছে 'কর্মায় হীন নৌকার জার' ব্যর্থভাবে কৃষ্ণ, মনিষ্যিত প্রত রসাতল গায়ী পল্লীসম্মত' তার ব্যয়মানে ভের পার্বন ও আকস্মিক উদ্বেগনিহে, তার অস্বচ্ছক্তি সত্যায় ও আশাত বদ্যতান্ত্রিক মাতোঃ আত্মানে কৃষ্ণ আত্মবাতী কর্মায় নিহে একঃ লম্বাগি রূপে নবলিঙ্গিত একটি পুণ্যেগবয়ের আশা নিহে একটি কৃষ্ণতীকমকেই প্রকাশ করেছে :

বিয়বী গভীরের প্রামত্যাসের দুহুর্বে সেবু পণ্ডিতের গভীরমান উদ্ভিদও সূতির প্রতীক যেন লেখক তরোশঙ্করের মহান জীম্মাশর্পের প্রকাশ হয়েছে, যা—কালপ্রায় সমাজতীব্রের আত্মতরীম পাঠুর কর্তৃত্বতার মধ্যেও প্রত্যয়ের অকনিম লক্ষ্যনাকে দেখতে পায় :

‘বাস্থ্য মনত পঠির মধ্যে অত শাস্ত্রের অতিরিক্ত হেনা :

পৃথিবীর সমুদ্রতটের বাস্তুশাসির মধ্যে একটি বাস্তুশাসির মত কন্ডাও ব্যাপ্তির অস্ত্যাসুর এই পৃথিবী, তাহার মধ্যে যে জীম্ম হেনা সে রহস্য কন্ডাওর এর উপগ্রহের রহস্যের ব্যতিক্রম : এক কথা জীম্ম প্রকৃতির প্রতিকূলতা, দুহুর্বার অমোঘ পক্তি সমস্তকে অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যবাহ্য, সহপ্রবাহ্য, লক্ষ্যভাষ্য, কোটি কোটি ধারার কাসেকালে উদ্ভূত হইয়া মধ্য এবায়ে বলিয়া চলিত্যহে : সে, লক্ষ্য বাধ্য অতিক্রম করিয়ে/মানক-ময়ী প্রাপবতী পঠি—অকৃষ্ণ তাহার পক্তি সে তাহার জীম্ম বিভাসের লক্ষ্য প্রতিকূল পক্তিকে অল কল্পিবে : তাহাতে আব মণের নাই অত : তাহকের জীম্ম এবায়ে বাধ্য বিয় প্রেলিঙ্গ তাহার দুহুর্বে’ :

এই প্রত তাহতীরের কাল পুণ্যো হক্সেসেলও উর পৌঃ নিম্মাশের লাম্বাবীমেরে আত্মান শোনা যাবে : পঠির এই পুণ্যো হীনতার লম্ব প্রতিকূল অবস্থাতে অর করে নতুন রূপে উঠে দাঁড়াবে সেবু পক্তিকতা :

নতুন কালের 'লক্ষ্য বাধ্য লক্ষ্য বিয় পু করিয়া জীম্মের লক্ষ্যকতা লাভের অবস্থা আগ্রহের বাইই লক্ষ্যবতীর মধ্যবর্তী, যা এই রূপে কই বাতন। আব লক্ষ্যভাষ্যের লক্ষ্যকিত মাত্র্যের প্রাপ লক্ষ্যানে দুহুর্বা : 'লক্ষ্যবতী' এই প্রাপ লক্ষ্যবতীর বিগ্রহবৃত্তিগুলিতে একমল প্রেমিক মাত্র্যের

বেশ্য: ৬ তপস্যায় হয়ে গ্রাণ প্রতিষ্ঠার কার্যবী।

১২ এই লেখক তাম্রাশঙ্কর বে আত্ম অভিনবজিত্তি ব্যাকুলতায় আবদ্ধপ্রথম হয়ে উঠেছিলেন—
‘.....সিদ্ধকে বে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি, সেই ব্যাকুলতায় সোমবে জল এসে বাচ্ছিল’ (‘বেশ্য’
—৪ জ্যৈষ্ঠ: ১৫৭৪ সালক: সাংখ্য—২৯), সেই অভিব্যক্তিকেই আর পরে বেশ উপলব্ধি করতে।
এইখানেই বশবেবতার পাখকতা। তাই আজকের দিনে অতিথিক লটলতা, বিস্ত্রষণ আর বহুনাগের
মনোভেদেত্র বলা যায় বশবেবতা বশভাত্তিক ভাষ্যভের সুখ্যবি।

॥ कविताः शिष्टम् ॥ सायनालम्बेन कविता ॥

कोविदोपपन्नः १४ अक्षरैः

একথাশাউও পর্যন্ত প্রসারিত ইংরেজী সাহিত্যে 'Image' শব্দের ব্যবহার আর একথাশাউওর
 হাতে 'Image' শব্দের ব্যবহার ব্যতীত বিচারের যোগ্য। প্রায় সমালোচকের গায়নার ইংরেজী
 ভাষার এই শব্দের উচ্চারণ করেই শব্দের মর, আস্তে আস্তে দিনের।' (১) Genesis এর
 লবণবীতে গল্পবস্ত: এর প্রথম বাক্যের আদ্যম্বা পেরেছি: 'So God created man in his own
 image' (২) অত:পর ছিল্টন, পেলী, শের্ভার্ড, ড: শশকুলসনন, 'ডাইভেন, টেমিন প্রভৃতি
 আরও অনেক সমালোচিত ও সমালোচিত সাহিত্যিকাদের হাতে অলোচ্য একটি 'বাক্য' হই—
 'বাক্যত—বাক্যত—বাক্যত—বাক্যত—বাক্যত' এর... 'প্রাচীন' হয়ে পড়েছে। একদিকেও
 পাউও-পূর্ব ইংরেজী সাহিত্যে 'Image' শব্দের ব্যবহার ছিল: এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে।
 'চিত্রকর'—এর প্রতিশব্দ হিসাবে কেবল কুমারীচরণের বহু কেনে আলো হইনি বলা চলে। 'অথ' 'ইমেজ'
 শব্দের প্রতিশব্দ 'চিত্র' থেকে 'চিত্রকর'—এ উদ্ভূত হওয়ার উত্তরকালেও 'ইমেজ' শব্দে শব্দভার
 পরিবর্তন আসে নি: বলি 'চিত্র' আর 'চিত্রকর'—এ কল্পনামাধী বৈপরীত্য যে যেক্রমাণ একম
 স্বীকার করে নিতে এখন পোচ্চ আসে না। আশাশে:। বর্তমানে এ তথ্য আরও অব্যবহিত মর
 যে পাউওর লগাকার নীচেই প্রথম 'ইমেজ' শব্দ 'কোমো' বিকৃত একটি অভিজ্ঞতাকে, প্রায় একটি
 মৌর আচারের বাক্য মরচ সমাধির বর্ষালয়..... (৩) বাক্যভরনের স্বাধী লম্বান পেরেয়ে,
 আশর্পর্যবী করি তার আত্মবিক কোমো শক্তি প্রেরনার সমস্ত লগা নিতে কোমো ওতেনে বাক্যমর,
 তখন কল্পবোর লগে প্রকাশের এম অবাক্ত কল্পবোর আশাত বৈজ্ঞানিক নিশিষ্ট এক মরমর
 অব্যবহিততার লগে অব্যবহিত 'সুখলার' বিতাদী বটে ('a more than usual state of
 emotion with more than usual order') (৪) আর লম্বরের লম্ব এই 'সুখলার' আইন
 —'ই (৫) মর লগে চিত্রকর:। পাউওর চিহ্ন 'ইমেজ'—এর হেতর এই অবাক্ত আকৃতির
 মরম। ছিল কোমো নিশাকল, সুখলার আইনও ছিল কোমো লাকল। কামে পাউওও অব্যবহিত করাইলেন
 'ইমেজ' মানে শুধু চিত্র মর, সেই লগে করি মরুরের মরল মরকারে যে 'অব্যাক্ত লম্বি পূব'
 'উজ্জিহ ওবি'—জাকে প্রকাশ করা চাই, মরত লগাকের লিগে থেকে কুফার কুপির মরক কোই বা
 মরত পারে! মরতো তা না লগে অব্যবহিত মর লিগাবে লগা বিত মূল চিত্রের বা পাউও-উজ্জি
 'ইমেজ' মরোমরকারীভর বনিগে লিগে পারে। কিং আশাশে: লুগা মরমিও পাউও মরিত

পথ থেকে আঘাত করে আসি নি এম 'ইমেজ' পথের বাংলা প্রতিপত্ত

.

বাংলা কবিতা চিত্রকল্পের প্রথম ব্যাঙ্গাত্মিকের নামের পাঠ্য মতবৈতন্যের প্রাণ বিকশিত। জু এ তথা বহি বীভাষ করে নিই যে পাঠ্য সম্মানিত 'ইমেজ'-এর বাংলা প্রতিপত্তই চিত্রকল্প তবে এ কথা বীভাষ করে নিতেও নিম্ন হওয়ার কারণ নেই যে এবেশের চিত্রকল্পের শিকড় পুঙ্খবহর বলও খুব বেশী হবার কথা নয়। অল্প তার অর্থ এই নয় যে পূর্বতন বাংলা কবিতা পুঙ্খবহর চিত্রকল্প পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে নির্দিষ্টই, তবে চিত্রকল্প পুঙ্খবহর পাঠ্যের প্রথম সেখানে নির্দিষ্টকরণ অঙ্গস্থিত ছিল। এ ব্যাঙ্গাত্মক প্রবর্তক নামে চিত্রিত না করেও, জুদ্বারা বিতর্ক চিত্রকল্পের রূপ হিসেবে স্বীকৃতিস্বরূপ কবিতার চিত্রকল্পের ব্যঙ্গের প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে প্রসঙ্গ ক্রমে তার চিত্রকল্প পুঙ্খবহর কথা স্বতন্ত্রভাবে মনে করি। আর এই প্রয়োজন আরও যথার্থ হয়ে ওঠে যখন বেশি পাঠ্যের মতো লোক ও স্বীকৃতিস্বরূপে নিম্ন ব্যঙ্গ হয়ে পড়েছিল। স্বীকৃতির কনিষ্ঠতমর বাণী রচনার ক্ষেত্রেই, অল্প চিত্রকল্পবাহের মূল বক্তব্য তা ছিলো না। তাই ব্যঙ্গপরি প্রসঙ্গে 'বাংলা ইতি হুই' তিনি 'the sound-unit principle of most advanced artists in vers libre' লক্ষ্য করেছিলেন। জু শাব্দিক অর্থেই স্বীকৃতিস্বরূপ ছিলেন চিত্রকল্পবাহী। এই দ্বারা বিচার-এর উদ্ভূতি উদ্যোগে লেখ হবে না লেখ হয় : 'Words are the meeting points at which regions of experience which can never combine in sensation or intuition come together. They are the occasion and the means of that growth which is the mind's endless endeavour to order it self.' (৬) বিচারের 'কথা' (word)-এ alternate হিসাবে স্বীকৃতিস্বরূপ চিত্রকল্পের কল্পনাকে দিয়ে মানসিক অভিজ্ঞতাকে ক্ষেপন (Sensation)-এ ফিলা বজায় (intuition) অল্পের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, আর 'পল্লিভিত্তিক' পথের লিখারী রেখেছেন।

স্বীকৃতিস্বরূপ কবিতার ক্ষেত্রে চিত্রকল্প পুঙ্খবহর থেকে উদ্ভূতন নাম স্বীকৃতিস্বরূপ বাস। চিত্র থেকে চিত্রকল্পের দ্বারা সম্ভবতঃ স্বীকৃতিস্বরূপ থেকেই প্রকটকরণ হলে পেরেছে। এর কারণ স্বীকৃতিস্বরূপ কবিতা। ইমেজ-এর মতই চিত্রকল্পকল্প, মুক্তিলাভীতা আর লক্ষ্যবাহীতার (চলিত সম্ভূতি সম্ভাব্য) অর্থের যোগ করেছে। সেই যোগ থেকেই সেসে উদ্ভূত কবিতা নিম্ন বক্তব্য, যোগের অল্প ব্যঙ্গ পাথে চলিত চিত্র-মুক্তি

সত্যের নিম্ন কল্প; আর এই অর্থিত কল্পকল্পের দ্বারা বক্ত থেকেছে তার রচনা কি চিত্র থেকে চিত্রকল্পের কাছাকাছি করে যায় নি তর্ক বেশী? আবার মুক্তির অল্পের দ্বারা মুক্তি উদ্যোগ হুঁসি।

সেখানে পাবো চিত্র-কল্প সম্পর্কে তামিল কবী অল্পতম করেছেন কবি অধ্বন্যপর্বের কবিতা গুলে :

- ১ : মলমল মাটির থাকে ভরে থাকে নকালের বিষয় সমর
পৃথিবীতে যাত্রাবীর নবীর পাড়ের স্পন্দ ম'লে মনে হয় ।
(অকলয়ের গান : দুধর পাণ্ডুলিপি)
- ২ : কেননা এখন ত্যাক সেই সেবে যাবে থাকে ছা ডানলী বলে
সেইখানে বোনা আর মাথা এসে বলে
সুখে সেবে পরস্পরে পিত্রে চ'ড়ে মাছ বলে ।
(লক্ষ্মী দুর্ভাগ্য : সাতটি কায়ার ভিত্তি)

এখন চিত্রে কবির অভিজ্ঞতার অঙ্গুলি। সেই, দ্বিতীয়টিতে ইমেজে'-র জন্মদানী সংজ্ঞাটি (An image is that which presents an intellectual an emotional complex in an instant of time) নিখুঁত আত্মবিশ্বাস ।

আমরা আগে দেখেছি যে ঐক্যমানসের কবিতায় চিত্র আর চিত্র-কল্পের স্বেচ্ছা বিতরণ থেকে যায় অল্পতমের হাতের। আর চিত্রের আত্মবিশ্বাস অল্পতমের : এখন তার কিছু পরিচয় নেওয়া যাক : কল্পত : ঐক্যমানসের দ্বিতীয় গ্রন্থের কল্পতের ও যাত্রা বললে ইতিহাস, চিত্র-মহত্ব থেকে চিত্র-কল্পের উৎসর্গের উৎস, আত্মবিশ্বাস অল্পতমের কল্প থেকে বলায় অল্পতমের উৎসর্গের কাহিনী আত্মবিশ্বাস তুমি নয় আলোকিত এনে বের পাঠক-চিত্রে ।

‘ব্রহ্মপালক কবির এখন কাব্যগ্রন্থ : এ দুই কবিতার মধ্যে দুই, উপলব্ধির নয় : এ দুই কবির কাছে ছিল ঐক্য থেকেই সে দুইয়ের চরিত্র, যখন তখনো শুক করেন নি কবি : স্বভাবত : একদলীন পদত্ব, দ্বিত্ব, অবিদ্যানে, তুলনায় অধ্বনিত কবি যে চিত্র-কল্পের সৃষ্টি করেছেন তাকে চিত্র-কল্পের চেয়ে জীবন্ত কল্পই কবী বুঝিত। তবুও অধ্বনিত গ্রন্থটি কবিতার মতই তা বহুত্ব, ঐক্যবাসে সোজার নয় : অল্পতম এ কালে কবিতার বিষয় বল-এর অভিসারে উদ্ভূত ছিল না তা নয় : (৮) ঐক্য সম্পর্ক অধ্বনিত যে একটা দুই পদত্বনিও জট হচ্ছিল এ গ্রন্থে আছে : ‘বিশ্বন দুয়ার ঘোরে/আমের তুলিকা আপনারে আমি রেখেছি দিওরানা করে’ (আমি কবি,—সেই কবি) কল্পনি অধ্বনিত রূপটি যে এখনও যাত্রা পায়নি ‘ব্রহ্মপালক’র উপলব্ধারে সে লক্ষ্য দিলে—

কবে অকলয়ের এসেছে সেবে পথে থেকে

যেই ভেঁই বেল,—যেহালের বেলাকরটি বেল যে ভেঁই' ।

যেবেহু:

কুহায়ে বিয়েয়ে যা ছিল যোগল,—কখন ক'দিন হয়

এসেই সোহুদি যোগালী বহল—এ কন সোহুদি নয় ।

(মাথাটি রাখি, তাহারি মাথে)

কলা যেতে পারে কবিজ্ঞান। এখনো অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষত পথ পরিচয়না বোধিত তাহে শুক করেন নি। তাই পূর্বোপরি চিত্রকর নয় বরং এপবার চিত্ররূপ করে উঠেছে জাবলক বসবার রূপে। তাই 'ইমেজ'-র পরিবর্তে idea-র প্রাধান্য এ পর্বের চিত্রকরের বিত ভেবে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। মূলটনের জাবার একাধীন চিত্ররূপকে কলা চলে 'A metaphorical idea to be sustained through out the whole poem on lengthy passage, and yet not to be embodied in distinct words.' 'করাশালকে' এই concealed image জুড়ির পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। করাশালকের মতে কুদর পাণ্ডুসিধির উদ্যোচন এক বিপুল ঐতিহ্য করে আমল। মনে হ'ল এ কাব্য পূর্বভারের পাশাপাশি "উভত জাবে নকুল, বিক্রোহী জাবে নকুল ।" এই উদ্ভবিকাপ যে উদ্ভাষণে বসিয়ে এমন ব্যত্যা করা'ও করিন হয়ে পড়ল বহুপের। আন্তরিকতা-এর পাতিভীল যেন হঠাৎ রাসকীয়ে তপাক্তর শেলো। বিব'রের বয়সভারের চেয়েও বিষয়কর সেই আত্ম-আবিষ্কারের যোবনা—

কেই বাহা জানে নাই—কোনো এক বাই

আমি হয়ে আনি,

একদিন জনেই যে গুহ—

কুহায়েহে,—সুহানো জা—কোনো এক নকুল কিছু

আছে কয়েকজন,

(৮) যেবেহু কহানুয়ে চিত্রকর পট্টিতে সাজকের চিত্রকর বাহরা পাই ।

তাই আমি আনিরাহি,—আবার হকন

আমি নাই কেউ ।

পট্টি়ে কিছুই নকুল আমি এক টোট

আলিফা—যেব দুজের

আমি এক,—লক্সের পায়েরাশপের

সুখ দেখে অন্ধকারে নেমে

আমি;



আমার পায়ের লক্স পোনা,—

নতুন এ—আর লব হাওয়ায় পুড়ানো

(কয়েকটি লাইন)

এক বগাবা লম্বা মস্তকের অংশে চেঁচা উঠাও এ কালের লক্ষী । সে বাগবাগে অপর নাম প্রেম
'করাপালক'-র অর্থ,—দূর পাচুর্লিপিতে প্রেমের রূপ নিলি, আর এ প্রেমের উদ্ভাবন প্রচলিত ভাষা-
ছাড়িয়ে অল্পকৃতির ভাষাতে আঁকড়ে বহতে চাইল—

আমরা ট্রেটেছি বাগে নিজের ব্যক্তির হাতে পড়ি লক্ষ্যে,

সেবেছি মাঠের পায়ে নরম নলীর নারী ছড়াতেছে কুল

কুমাখার, কবেকার পাঁড়ানীর মেঘেরের মতো খেল হার তাজা লব

(কবীর নামে : দূর পাচুর্লিপি)

দৃষ্টি চাইলো 'বিশিষ্টের জল, লেঁচা আর উত্তরের ছাণ: শিক্তর মুখের রঙ, বাস, হোক, মাধুর্য:।
সমস্ত, আকাশ' আর—'বিশ্বস্তের নরমীল জোয়ারের ভিতরে'। কিন্তু এ লক্ষ্যে কতক দিগ্দি এনে
দিতে পেরেছিল কবিকে সেই পর্বে? হজতো অনেকাংশেই বিল হারিয়েছেন কবি; যে বিলতায়
কেহ কিছু বেঁচে যাওয়া চান দিয়ে উঠেছিল কবির লক্ষ্যে নিমিষ। এহ আনন্দ আসলে প্রথমে
সমালোচকের হাতে 'দূর পাচুর্লিপির লম্বাই' (১)

কলসী বাংলা কত কবি আরও আনন্দিত হবেন। এ দূর প্রচলিত নিষ্ঠা কবিকে হজতো কিছু
শক্তি দিতে পারবে কেবেছিলো আমরা কিন্তু মহাপুণ্ডিতের ক্ষমতার, তিক্ত অভিজ্ঞতার খেল নতুন
বক্তব্য সুস্থিত হল। এক অলসতা সেমে এসে পিঠাটী আরও উৎসাহিত হয়েছে, কবিতেনার
সক্রিয়তা বেঁচেছে। এসে পূরক ভাবে না দেখে একই সঙ্গে আলোচনা করব। অলসতা সেমে
কুমে এই স্থিরপ্রায় ভিত খেল নড়ে উঠেছে, বেশির অর্থাৎ একাধোদুখ বাংলা প্রকৃষ্ট পোষক।
কলসী বাংলার কুলা চেতনা এক প্রকৃতিবিদ্যা আর মহাপুণ্ডিতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এ দুটোকে আরো মধুর
করে তুলেছে। বাংলার শিল্পকলার পুষ্ট আবেশন, অলীকস্বাধ প্রকৃতির হাতে যা কল পেরেছে তার
সাথে এ পর্বের আনন্দিক যোগাযোগ ভটে গেছে ইতমধ্যে। অভিজ্ঞতার আনুভূতিকতার বক্তব্যকে এ
পর্বের চিত্রকর ব্যক্তিরেজনার পাশ্চাত্য 'করাপালক' পর্বের colonial 'ইবেক'-এক পুরোপুরি 'ইবেক'-এ

পরিণত হয়েছে : কবীর আলোয় তার হা কুহুমের মত সেই আত্মা হয়ে গেছে হোদা শালিকের
কিঞ্চি ইচ্ছার মধ্যে। (সিঁকড়া) মস্তির অমূল্যরূপে কুহুমের চিত্রা কবিতাটাকে আর সংকুচিত করল না
তাই রক্ত শালিকের কিঞ্চি ইচ্ছা-ই আত্মন বহাল কবি চেতনায়।

সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এর পর চিত্রকর জন্মাবরে মস্তর স্মৃতিরও পণ্ডিত হয়েই ‘স্মৃতির
ভীরে’ কবিতাও রচনা করি প্রসঙ্গে। [আশাও মস্তর আমি তার স্ত্রীকে ভাঙিয়ে হয়েছি/বলায় হবির
দঃখ।]—এই স্মৃতির উপায়ে এসে বেঁচে’ মনে হয় : এখানে কিউরিট আর স্মার-রিজার্ভিট হবির
কণ্ড আবেগ আপনাকে বেঁচেই নিজের স্থান করে নিল : বাঁচবার সাধ্যাৎ এনে মিল মনে :

‘হস্তরক্ত কল থেকে হোতে কেত উড়ে যায় মাটি;
সোনালি হোলের চেঁচিয়ে উড়ন্ত সীটের বেলা কত বেসিয়ারি;
হুতর সিঁড়র হাতে কড়িঃ এর ফল শিরহল
মস্তরের সাথে লড়িয়ারে।

কিন্তু পর কুহুমেই হঠাৎ আত্মবাতী হয়ে উঠল মস্তর কবিতা :

গান ভুবে জ্বলে পর প্রবীণ মাংসারে ছুঁনি মস্তরের কায়ে
এক বাহা ধড়ি হাতে দিরাইলে তবু এটা এটা

যখন কুহুমে শালিক বাহুর মিত্রাতার মতো কোন মিল নেই কখনো লাক্ষ্যের—

যে জোন কড়িঃ এর, মোজের—বাহুর মাথায় তার হুতরাতো দেখা এই জ্বলে।

এই মিত্রাতাই কবির কাছে ‘বিশ্ববিশেষ’ বা কবির ‘অদ্বৈত’ হস্তের ভিতরে দেখা করে—

সাত—সাত করে—তা থেকে স্মৃতির আশাৎ। এই aspiration for something greater,
noble and queer—কীমানতের কবিতাকে আলোকিত করেছে তবু নয় আত্মতত্ত্ব করেছে।

মনে হয় ‘সাতটি ভাঙার ভিঁড়ি’-এ কবি নিজের আত্মার সুখার্থে এসে ঝড়ালেন। এ পরে
যে চিত্রকরগণি মস্ত মিল তার গভীরে এক দৃষ্টান্ত আত্মক হইল যে কবি তার অজ্ঞাতের স্মৃতির
দৃশ কবীরের বেঁচেই পড়লেন।

হয়, তা প্রথমটিকে গভীর ভাবে কতবিকত হয়েছিলেন কবি। তাই বেঁচেযাবী ক্রিই বাহুর
কবিতার কলমসিরে উঠেছিল : ‘মস্তর মস্তর সাতটিকে তার মনে ছুঁ/মিলিয়ার মস্তরের মতো’।
(সাতটি সাতটি ভাঙার ভিঁড়ি) আর এ কালীন ‘আশিলতা মিলিলা’-র মস্তর কবির স্মৃতিভঙ্গী : ‘কল
বলেছিল টাই হাত মস্তর গভীরে/হস্তে গভীরে যে উঠেছিল : কুহুমের কানোদীর কায়ার মস্তর :
(স্মৃতির ভীরে—সাতটি ভাঙার ভিঁড়ি)। কিন্তু এই ভীর Satire কি কবির অন্ধিত পূর্বের কবিতাকেও

লব সেবিয়াছে ? চিত্রকরের লাবন্য বর্ষ তিনি কি এই লবই শৌর্যভনে ? এর উত্তর কোনো পাঠকের লবকে কেউই অসম্ভব যেহেতু কবির এই তীর ব্যঙ্গের পাশাপাশি স্বীকৃতিশীল চেতনাত্মক নীতিতে তরু করেছিল :

জুও লবের নবী পূর্ব নারী সোমার ফলস মিথ্যা নয় ।

বাহুবল্যের তার থেকে মানবের স্তম্ভের

বিকলতা তার

শেষ হবে :

(শৌর্যকোষল : মাতঙ্গী ভায়াত তিনি)

ক্রমের সমালোচক অসংখ্য বস্তু কবির কিছু চিহ্নিত এবং কবিতার উপর নির্ভর করে বলেছেন ('আবার কাব্যপাঠে আমি কেহতে পাই) তার অস্বাভাবিক ক্রমেই যেন বেতিজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে আসছিল') (১০) আমাদের মনে হয় স্বীকৃতিশীল কবিতার শেষ অবধি চিত্রার দ্বারা সমাপ্তবালে প্রবাহিত হয়েছে : আর তা না হলে মাতঙ্গী আত্মকাব্যের চিত্রার দ্বারা সে লবের খাঁটি চিত্রকর পুত্র হবার নয় যেহেতু কবি ছাত্র তখনও অল্প বিকৃত, হতভম্ব। অল্প কবি হলে মনে কল্পনাম এ বিকৃত আয়তন অল্পের স্বাভাবিকতা বুদ্ধি বদ্ধ হলে অল্প কিছুকেই আত্মকল্প জ্ঞান করেন। কিন্তু যেহেতু কবি এখানে স্বীকৃতিশীল লাবন্য এবং 'লবলতা সেন'-এর মত সুনির্ভর স্বাভাবিকতামূলক ব্যাখ্যাও চিত্রকর রচনার চূড়ান্ত সিদ্ধি এসেছে বলে তিনি মনে না করে 'মাতঙ্গী ভায়াত তিনি'—এই মত ব্যাখ্যার জন্ম দিতে পারেন তার মত কবির লবকে চিত্রকরের লাবন্য বর্ষ যে কোন ছাত্র হতে পারে তা জানাশেষ জ্ঞানকার মতো নয়। তবে কি চিত্রকর রচনার সিদ্ধি আসে নি এ কবির ? এ প্রশ্ন বাতুলতাপ্রাপ্ত ন্যায়াত্মক : যেহেতু অসংখ্য কবির চূড়ান্ত সিদ্ধি (চিত্রকর রচনা) যেখানে স্বীকৃতিশীল প্রথম লবকেই দেখানো : জুও লবের নবী এই জেনে যে চিত্র থেকে চিত্রকরের লব কবির মানস ব্যাখ্যা শেষ হলো না।

॥ সাম্প্রতিক নন্দ্যাকনা ॥

উত্তিম্বেই সেই কথা বলেছি আমরা একা ভাষা করা যায় যে আরো অনেক কথাই বলব। যুগে যুগে আমাদের কল্যাণ কথা পাঠাতে, বললে মিথ্যেই ভুলি—তবু আমরা বিবৃত বলেছি। আর ঠিক কি বলব, কতটুকুই বা বলব—তা কোনে কিংবা না কোনেও কিছু যে একটা বলব তা আর বিবেচিত নত। আমরা তো মনে করি, আজও এই বাতুল্পুয়াই সময় দিচ্ছে দৃষ্টিকার—নাটকের তো কটাই। নাটক কেন্দ্রে এমন ধারণা ব্যাক্তবিক যে, নাটকের বিত্তীয় অস্তিত্বের নাম থাকে। অর্থাৎ সত্যক সিদ্ধান্ত এই—নাটক আন্তর ব্যক্তিব্যবহার।

কলা হয়ে থাকে—বাঙালী ব্যক্তি-বিশালী। আমি বলি, বাঙালী চরমবিশেষের লক্ষ্য কারিগর তো কটাই—উপলব্ধ নাটকে। বাংলায় বাংলাদেশে নাটকের উচ্চ অঙ্গীকরণ—সেবা জার—অধিকারপত্র; অঙ্গনাভার উচ্চাঙ্গে বেজায়ে বেজায়ে হলেও তাতে 'নাটকে বাঙালী'—রামায়ণে এ উচ্চাধিকারীত্ব এতদিনে আমাদের ওপর অর্জিত কলা থাকে।

একচেয়ে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে একা তা হলো উচ্চাধিকারী কোথাকার। যেহেতু পশ্চাত্য যমুন নর—অগ্রযাত্রিটাই জীবনের যোগ্যতার দিকুণ্ণ মাপনী। যদিও এর কল তত একা অস্তিত্ব কটাই হতে পারে—তবু, সেকারে বহাই অস্তিত্ব এবং উপলব্ধির পুনঃসংগঠন দিবে।

কলা নাটকের আবির্ভাবের সীমিত প্রয়োজন একা আমাদের চাপে কোনে কোনে পাড়। পশ্চাত্য-পট পাত্ত নাটকের যে ঐতিহ্যটুকু ছিল তাতেও সেকারে বহাই কলা চলে না। তখন কিছু করার লক্ষণও ছিল না খুব একটা। কলে সেকারে যক অস্বাভ-মিতির পরকল্পনার মধ্যে যাকটাই কুৎসে। কিন্তু পরে এসেছেন শেক্সপীয়ার একা তাঁর কুল কোকো লাক্সারের এক কোণার স্থান পাওয়ার চোটেই আমরা খুঁজিছিলাম অনেকগুলি মার্থ্য; একা সত্যকনা। এভাবে একটান বিকল্প প্রোথাকনের জ্ঞানব জাতির মধ্যে বহুলনের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠছিল, যেমন চুরাপের পাকিক মার্থ্য ও মানস-বিশবর্ষের মধ্যে ইহুসনের। এরপরে ধীনকু ও ইব্রাহিমাবের আধবনকে আর ঐকিয়ে রাখা হারনি। বাংলা-নাট্য ইতিহাসের এ পর্বটি উচ্চ, সত্যকনা একা মার্থ্যকতার পরবর্তী। কলত; নিশ্চিতত্ব একা নিশ্চিতকৃত্যের বকে আশাটা আকর্ষিক নর, পূর্বাভাবিত ব্যাক্তাই ইপিগর কলপিতান।

[illegible]

অনুযায় প্রত্যেক সাহিত্য-রচয়িতা—কথারী ন্যূন নহে এবং অসীমতার প্রয়োজনও দেখাননি।
আমাদের মতেও মূলতঃ সাম্প্রতিক অনুবাস-প্রণয়তা এবং তার অঙ্গাঙ্গী একটি বিশেষ সাময়িকভাবে
কিছু। জনস্ব, বাংলা নবক অনুবাস নাইকের প্রাচ্যক সৌন্দর্য অধিনামকে আকর্ষণ করে যা বিশেষ
একটি সম্প্রদায়ের উৎকর্ষিত বিশেষীয়মান প্রাচ্যকর ফল। মজার ব্যাপার এই, যদিও বাংলা সাহিত্যের
অন্যতঃ সাধারণ বিশেষ করে হেটুইল উপজাতি এবং কবিতার অনুবাস প্রণয়, তবু সে—আমাদের
নয়—অগ্রসূতগারই অতিথোপ উত্তে থাকে জানান মনে। অর্থাৎ নাইকের সঙ্গে নব কবিতার—
অনুবাসের বাংলায় অনুবাস—পার্বক। যেরূপে সেগুলি প্রণয়। কিছু জ্ঞান।

তদুপাত্ত অমুখ্য-বিবর্ততার দ্বারা একটি জাতির সমগ্র মানসিক অঙ্গীশা এবং প্রয়োজন কখনোই যেতে না, যেটা সম্ভবও নয়। যদি এমন হতো যে, ন্যাসিক অমুখ্য-প্রদেশে মৌলিক নৃষ্টি ও প্রেরণার অবনয় হয়ে, গোলা কথার—মৌলিকতার অমুখ্য-গুণে—গুণে গুণে বারিষ্কট। পতিবৃত্ত হিলেবে তাহলে অবনয় কোন সম্ভার কথায় উঠিত না। গুণ-উপস্থানে যে প্রেরণ অমুখ্য-এতাক চলে আসলে তাহলে উপস্থাপ্ত অমুখ্য-অমুখ্য-সমগ্র-সমগ্র হলেই ন্যাসিক অমুখ্য-সমগ্রতা এতদ্বারা সৃষ্টিত।

সব প্রভাশা; সব আগ্রহ অতীশা সমন্বিতে মিটে এমন আশা অসম্ভব নয়। মূলত—এমনও বলিলাম। অনেক অকৃত্রিম দর্শনও আমরা অশেষ কষ্টে প্রেরণি, আশা করছি—একদিন এই পরামর্শস্বরের শাসা লাগে হবে। কিন্তু যখন বেলগায়-মির্জাপুরটাই একমাত্র হাতে চলেছে তখন প্রতিবাদ বা করাওকেই নৈতিক লাগ বলে বোধ হল। হালের অশেষবারে বোম্বি মকল বর্জনের বিজ্ঞাপন করতে করতে এত বেশি বেলগোরা হয়ে উঠেছে যে, সম্ভাব্যের চেয়েও অকৃত্রিম প্রত্যক্ষ প্রাণের আনন্দে বিবেক-বিন্দু হতে না। অবিকার হলেই তর্কাতর্কীয়া হিসেবী মাত্রে ও আশা পরিবর্তন করেই আশ-সম্মতি থাকতেন। কিন্তু কোন্‌র মানেই যে অন্যতর—এমন লাভা হীন-প্রবর্তের চলেছেও মিথ্রে বক্রবীর। কেউবা বিশেষা নাটকের জায়াত্বাণ করছেন। এঁরা ভকী। এঁদের না আছে তর্কাতর্কী গরম, না মিষ্টি। আর কুতীর মনের তর্কবেরা পরিচালকদের হাতে অভিযুক্ত করেও মৌলিকতার কৃতিত্ব এখন ওড়োড়ার সঙ্গে হারী করছেন যেন বেকনুর পলায়ন। আগ্রহবাতক প্রেতা ক্রান্ত এই মিলি আশ্রিত আশালালার নাট্য-প্লামের উদ্বেগে কাল।

বিশেষ করে বীভেনস নাইটের ক্ষমতা বালা হতে এমন প্রকারে উদ্ভা হলে—শেক্সপীয়ার, হোবস, ইন্সল, ডেবল, শ', টীওনার্, বাসল্‌ওরাহি, পিয়ারসেলো, গার্ড এক বিচ্ছিন্ন জাতি আরো করেছিলেন। পুতুল বেশ নাইটটি সুপ্রযোজিত। আরোজন সুভাষক। কিন্তু অজিভর শেষে নিরোহ জীবনের জ্ঞানর পরিচায়ক—যা লৌকিক চতুর্ভাও অধিক তার মন্ত লক্ষ্যমের দৃষ্টিতে যোগ হস্ত-পঙ্কনের শব্দে যেত প্রেরণি। ভবিষ্যৎ হুঁইয়েই হাঠিয়ে দিয়েছে একটি নারী—সোফা। Ghost নাইট কুলোর বিচারে যেই বসিত—কিন্তু লক্ষ্য কখনোই অপরিহার্য বাসমান কাঠির উত্তে প্যারেননি। নীচের দৃশ্য—এই আবৃত পঙ্কিবর্জন প্রায় প্রোভেনবার্গ—লক্ষ্যতির নিশাশতে ভরাখিত করেছে। লক্ষ্যতা পরিচালনার স্তরে [] বেরলব'ধ।

আরো উল্লহরণের মন্ত বিদ্যাসূত্রের বিবর্ত নাইট্যলকক গ্রহণ করা যেতে পারে। হাত চার্ট্রিসের দ্বারা অজিভিত—বিশ্ব আলোচনার অধোদা এতাত নাইটটি যোজ্যাক্ষমারী অদৃশ্য এক দৃশ্যের লেখক একজন। অদৃশ্য প্রো বট্টই—কবে লেখকসোফা একাধিক—ইন্সল, কাক্‌হা হাশীকা—অজবিতার সবাই ছিলেন লেখকো। অথচ বহুমান দিকসূত্রের মতো—আমার বিশ্বাস এমন অনেকই আছে—বীভের রচনা কীর্ত হলে প্রচেষ্টার উৎসর্গই দাবিত হতো। পূর্বাচ বিস্তার অদৃশ্য নাইটটি (শের আলমান)—তৎকালে জানিয়ে রাখা জাম—খিচুটি কাল দাতা নয়—তদুই খিচুটি। সো হাথো নাইটটি ব্যক্তির। লক্ষ্যকো কল্লভন—

‘মের আমার আদুটী
প্রোইনরাশী ভাফুটী।
একাই নাচে একাই দায়
একটি জনের লক্ষ্যলার।

অথচ সব ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা ছিল, প্রোভেনসের উদ্যোগ এক আন্তরিকতাও ছিল। তদু আদ পরিচিতির অতর্কিত দুর্বলতা যা হতে পারতো তা হতে ছিল না। এ উভয়ক: বেশনার-তি নাইট গোষ্ঠীর তি বর্জক।

‘এক সময় ছিল যখন নাইট সিফিলেই গোকে শেক্সপীয়ারের নাইটের সত্য কুলনা করিত। এমন বেকিত পাইরায়ে যে শেক্সপীয়ারের নাইটই নাইটের একবার স্তল নয়। বেশীর অধিকাংশ আনবাউও যা তেলি—ও নাইট, রাইনিফের প্যারাসেলমান্‌ যা লিনা পাসেল্‌ও নাইট, আদ্যর প্রোইনের প্রাতোহি ওয়াটায়ন্‌, :মেটায়লিফের ১, বার্ড, বার্নাভ শ'র যখন আদ্য হুশারমান এক ইন্সলের গিয়ার সিট ও নাইট।’ [অলিত প্রভবর্গী]

আমারও বক্তব্য, পৃথিবী অর্থ কোনো বিশেষ একজনের জগত্বর্জন নয়—কোনো একটি বিশেষ সংস্কারের অঙ্গভঙ্গও নয়। পৃথিবী অর্থীর ব্যবহারের নামই বৈশ্বিকতা। পূর্বপৃথিবী পৃথিবীতে উত্তর পৃথিবীর অধিকার সম্বলিত। এ অধিকারকে স্ফুটন রূপে সেওটা সেলও পূর্ণ পৃথিবীর পরিচয় প্রতিষ্ঠা দান অঙ্গভঙ্গাই পৃথিবী করে। কেননা, প্রতিটি উদ্ভাবনের পদ্ধতিতে আছে দ্বিতীয় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা। যুরোপীয় সাহিত্য যেমন পাত্রে গোমর জাতিগত কিংবা শেকস্পীরায়ের কাছে দৃষ্ট হলেও পদবর্তী অধ্যায়ে শেলী কৌলী হাইম্যান ইন্সলেন কিংবা ও'কীলের আবিষ্কারকে বাস্তব করেনি, তেমন কালিদাস-মহাভারতের ঐতিহ্য বৈশ্বিকভাবে প্রতিষ্ঠার বিকাশকে অস্বীকারই করেছে। উপনিষদ—সোফোক্লিসের যুগ থেকে অষ্টাবিংশ শাহিত্য বিশেষ অঙ্গভঙ্গ এবং বাস্তবায়ন—কিন্তু সেটাই যে শেষ উদ্ভাবন নয় তাও প্রমাণিত হয়েছে নানা প্রতিষ্ঠার আকীদার পিঠে চায়।

যুগান্তর বাংলা দেশে নাইটের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়ের ব্যতিক্রম পাইয়ে। মানুষিক বাংলা নাইট-সাহিত্য এবং মন বিবর্তনীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নাই, কিন্তু মানুষিক—এমন বলা যায়না। অথচ সাহিত্যের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে নাইট কত প্রাচীন—এমন কি কবিজ্ঞের চাইতেও কৃষিক যে অর্থে শেলীর প্রবিশিষ্ট আনবার্ড বা হার্টনীর পাত্র সেলস্ নাইট—সে অর্থে বাংলা নাইটের আবিষ্কার প্রায় কবিজ্ঞের সঙ্গে সজেই। ঐতিহ্যবাহীভাবে যুগ শাবী নাইট হিসেবে। এটি আছে নাইট—জাফর কায়। জাফরুল্লাহর বিজয়নগর, মহাভারতের বীরসভার নাইট সম্ভাবনা অসীম। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই। তবু উত্তরবৈদিক বাংলা মন জাফর যে বিচার এবং কাব্যে চলছে তা যুগের বিষয় ও বৈশ্বিক।

বিবর্তনীয়তার সাম্প্রতিক নাইটায়ণে কয়েকটি বৈশ্বিক নাইটও পরিচিতিত হয়েছিল। এও অধিকাংশের মধ্যেই অস্বাভাবিক উদ্ভাবন ও চমক, অস্বাভাবিকতা ও প্রাচীনত্বের প্রাণাঙ্গন সাধারণ একজগত্বর্জন দেখা দেবে। এখানে কবিজ্ঞের অধিকার, অনেকটাই অঙ্গভঙ্গ-নাইটের সঙ্গে পাত্র সেওটার বেশী প্রেতর চল হিসেবে সেওটা যেতে পারে। অথবা বৈজ্ঞানিক নাইটায়ণের যেম নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে অঙ্গভঙ্গ। একটি নাইট নাইট-সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত 'বর্তমানের' নাইটটি নিম্নলিখিত অঙ্গভঙ্গ। কিন্তু একই জগত পূর্ববর্তী অধিকাংশের উদ্ভাবন নিজেদের নিজে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর যে ক'টি সাম্প্রতিক নাইট অধিকার হয়ে থাকে—কিন্তু ব্যতিক্রম হ্যাঁ, অধিকাংশই আনন্দিক। অথচ কবিজ্ঞের নাইটকে অস্বাভাবিক।

বাংলা নাইট ও জগত এই অঙ্গভঙ্গ-বিশিষ্ট যেম বৈশ্বিক। রবীন্দ্রনাথ অঙ্গভঙ্গের দিন কুহিনে অঙ্গভঙ্গ। কবিজ্ঞের অঙ্গভঙ্গের দিনের কাছে একটি আনন্দ কৌতুক বিশেষ। প্রাণ নয়—

সেখ কান শোলা হাথলে নাইক সেবার উপালান খুঁজতে হয় না। (অরশাদহর হার) অর্থাৎ তুমি শিয়ারুল্লহ এইখ বারই এক চমকের অপেক্ষা। জাহরা—অন্তঃ আদি—কখনই এ কথা মাস্ত জান করিনা যে, বাংলাদেশে উপযুক্ত নাই। প্রতিজ্ঞার অভাব মাঝে। নাইক সেবার যে সব উপকরণ হস্তির ভয়ে যে আমাদের রোজকার খীকনে—একোলে এক বাঁধে মনোহে তা বিয়ে হামা খাঁধতে—অনেকে না হোক করকখন যে পাড়কেন এ বিঘ্নে আমার প্রত্যহ ধীমাহীন। যে লাহিতা বঙ-কবিতার উল্লেখগোহণ কর্মিক সে লাহিতো এক বেশে সুখার সুবিশে থাকলে উত্তমমানের নাইক সেবা হকেনা বা হতে পারে না—এমন বিদ্যাস্ত হাককর—লুকে লুকে কুপারও। তুমি যে বাসোলেসে মন্তব্য-নাইক চলছে তা আর কিছুই নয়—প্রত্যহীনতা একা স্ব-লুক্কির প্রতি অপ্রত্যা হাক।

বাংলা হকের এই লাহিক পরাবীন প্রাত্যহিকভাবে যেনে বেজয়া সহক নয়। সেখানে লাহকা এক পঙ্কাক্য ছিল, ছিল বাবীনতা পরবর্তী লাহক ও বাস্তবিক নির্মিত ক্ষুতি—সেখানে এমত পদ্য প্রতিভা বেশলসারক। মন্ড কি বিশুল আত্রর বিয়েই বা আছরা বাংলা হকের মহিমাবিত অগ্রমনকে প্রত্যাক করতে চেয়েছিলাম বিশেষ করে অপেশাবার উচ্চাং। কেননা, অপেশাবার নাইক খোস্তির পরাবতা পরাব্তুহুতি একা বাস্তবিক মাহুকুল। হাক বাংলা-নাইকের অম্মাব-সর্বথতা ও পরাবীনতা বেতে হুতির অস্ত পথ নেই—উচ্চাং নেই নাইকারনের তথা মৌলিক নাই। প্রচৌহ।

সহক কথা এই—পরবর্ত্ততা থেকে নাইকের অব্যাহতি নেই। একা আমার কন আবেরন—বাঁতা লম্বাখ শিল্পপুস্তির তারিখে অপেশাবার নাইকাম্মোলনের পরিক হকেনে, বাঁদের মোহ লর্খে লম্বা নামে নয় এক বাঁদের কাহে লাম্প একও যদি হয়ে ওঠেনি—তুমি ঝানের উচ্চাবা ও মল্লদুর্ভিৎ কাহে।

প্রবহমান দুনিয়া :

দ্বিতীয় ভাগ

১। জিয়েন্ডনাথ ও জাগ্রত বিবক :

যেহাঃ মকীত কোলে ছোট স্পেস জিয়েন্ডনাথ। মাকিন দায়াজাণাবোহে বিলম্বে জাতীয় মুক্তি
নিবেদিত বীরত্বপূর্ণ পাত্রায়ে ইতিহাস জিয়েন্ডনাথ। মাকিন দুকরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসন দিনের
পর দিন নত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে এই ছোট্ট দেশের নীরব মানুষের উপর। তার নিজের দেশের
জনসংখ্যার বিরুদ্ধে।

মাকিন প্রেসিডেন্ট মাকিন দুকরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র দেশে পড়ে। মাকিন জিয়েন্ডনাথের এক কোটি
৭০ হাজার মানুষের বিরুদ্ধে জনসন সরকার দাবির কারণে মদ্যস্বরের কেন্দ্র সৈনিকের বহুসংখ্যক।
তার মধ্যে আক্রমণ অভিযানকারী মাকিন সৈনিকের সংখ্যা হল—১৯৬৬ সালের শেষে ১৪ হাজার
১৯৬৭ সালের শেষে ২৫ লাখ ৮০ হাজার এক তার থেকে বেড়ে বর্তমানে পাঁচ লাখ। ১৯৬৬
সালেই মাকিন জিয়েন্ডনাথী গ্রামস্থলির ওপর মাকিন আক্রমণকারীরা ৬ লাখ ৩৭ হাজার টন বোমা
কম করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে প্রচুর মহাদাস্যের প্রচণ্ড বোমা বর্ষিত হয়েছিল, তার
চেয়ে এই পরিস্থিতিতে বেশি। মাকিন আক্রমণকারীরা বেসামরিক নর-নারী-শিশু হতাহত
করেছে লাখ লাখ। তাদের মধ্যে হাজার হাজার মৃত্যু বিজিত বিবাক দ্বারা। তাছাড়া শতশত
মানুষকে নির্বাক করে রেখেছে।

মাকিন দায়াজাণাবোহে এই সব অবস্থার দৃষ্টান্ত উঠেছেন জিয়েন্ডনাথ জনসন—প্রতিমাণ করেছেন

[illegible]

বিভিন্ন আরও রাষ্ট্র, ইন্ডোনেসিয়ার আশাশীত শাসনা। তুমি হজায়াই মানেনি, এনেছে শাস্ত্রাভ্যাস
 বিদ্যোদী শক্তিসিহ মূল বস্তু সোচ্ছিন্নত ইষ্টনিরবের "আশান্ত মিলিতভাণ্ড" বিদ্যোজ্ঞের সোভার।
 মূল্যবোধ মনী প্রস করছেন, সোচ্ছিন্নত তুমি life service দিয়েই ভাণ্ড। ইল কেন? কথ্য
 শক্তিরভাবে বুদ্ধ নামলে না কেন? সোচ্ছিন্নতের বিক থেকে চিন্তা করলে একথা স্পষ্ট যে কোন
 সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র, শাস্ত্রাভ্যাসের বিরুদ্ধে শাস্ত্রাভ্য রাষ্ট্রকে নিশ্চয়ই সহায়ত: করে থাকে-নাহে, কিন্তু
 সে কখনই তার নিজস্ব সৌক নামাবে না এমন কোন ক্ষেত্রে যেখানে বিশ্বভূতর পরিণতিত কর্তমান।
 শাস্ত্রাম চালাবে যেমের স্বাধীন, বিশেষী সৈন্ত বহু। জ্ঞ বসে তো যাকিন হজায়াই ভিত্তবন্যে

টিকই করেছে, যা এসেলেব মুক্ত টিন আক্রমণের সময় সমাজতান্ত্রিক স্ফটিকই স্থাপনই বলপ্রয়োগ
 পূর্বক আর কামনা হয়ে থাকলে টিকই করেছে। সুতরাং সক্রিয় সংঘর্ষের কথা নিশ্চয়ই সোভিয়েতের
 সমগ্র আক্রমণ বহু বয়ঃ সমগ্র ক্ষয় প্রেরণে। কিন্তু যা পরিহার করতে চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত
 অবশ্যই তাদের কল্যাণের দর্বাণুকে কেন্দ্রীয় স্থিতিতে। ...নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত নিষেধ
 মুক্তিরই প্রত্যক্ষ কারণ আজ তাই সোভিয়েত পরিষদ।

নাসেরের পদত্যাগ প্রত্যাহারও এই দিক থেকে ভাব্যই পূর্ণ। নাসেরের পদত্যাগই ছিল
 ইজ্রায়েলের মূল উদ্দেশ্যে এক এই সমুদ্রাঙ্গে নিসেক্ষে এক বহুসংস্কৃত ইতিহাস বর্তমান।
 নাসেরের পদত্যাগে প্রতিষ্ঠিত লাভলাভ অনিশ্চয়। কারণ তার পদত্যাগ ফরাসি পরিস্থিতিই যেতি
 কামরোতে শাসক প্রচারের দ্বিতীয় লক্ষ্যীয়—অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ বিচ্যুতি সুদের পরিকল্পনা ইজিপ্ট এর
 Chervinism এর ওপর অর্থাৎ প্রাকৃ বিচ্যুতি সুদের প্রচারণা প্রচার করা হয়। এ ঘটনা হিসেবে
 ইজিপ্ট বহন করে। আরও জনস্বার্থের ভাষা বিপর্যয়ের পালা বহন হল নাসের পদত্যাগ প্রত্যাহারের
 মধ্যে বিস্তারিত। আরও জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম বিপর্যয় হবার পথ থেকে গড়া পেল। ইজ্রায়েলের
 অধিকৃত স্থান একদিন কিসে পাওয়া যাবেই। কিন্তু আরও জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম যদি নাসেরের
 নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার মাল (soul) বহুই নষ্ট হয়।

II ক্যাবেট্রিয়ানের ঐক্যতারা II

‘ক্রিকেট’ পত্রিকা

১৯৩৭-৩৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া টেষ্ট সিরিজের পরামর্জিত অধিনায়ক ওয়েস্টকে বিহার বিতে এসেছেন বিহারী সেশের পাঁচালক বাহুব। অপরিত জনতা রাস্তায় হুঁমারে নীচেরে পাঁড়িয়ে ত্যাবের তালমালা-গুচ্ছ জানিয়ে বিহার দিচ্ছেন সেই বিজিত অধিনায়ককে, যিনি ‘অস্ত্রার মুখ’-এর বসি হয়েছিলেন। এরকম অমৃতপুত্র জনসমাগম ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়ার আর কখনও দেখা যায়নি। এমন কি ১৯৪৬ সালে বখশ ইংল্যান্ডের রানী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেছেন এখনও না।

‘অস্ত্রার মুখ’-এর চিহ্নাব যতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই টেষ্ট সিরিজে (১৯৩৭-৩৮) পরামর্জিত হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক সৌভা সমর্থক ও স্বীকার করতেন যে অস্ট্রেলিয়া সেবার ‘অস্ত্রার মুখ’ জিতেছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক জ্যাক ওয়েল এই অস্ত্রার চেনের কথা জানতেন। তবুও খেব সমস্ত তিনি ধীর অতিমূহুর মতো তাঁর সংগ্রাম করে পরামর্জিত হয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে কোয়ার হারমিস আত্মে এবং থাকবেও। কিন্তু সেই কোয়ার কোয়ার লক্ষ তিনি অস্ত্রের শব্দের আশ্রয় নেন নি। তিনি এও জানতেন যে কোয়ার সিতসেই সেশের এবং আভির সম্মান থাকে না এবং হারলেই আভির সম্মান ক্ষুত্র হয় না। তাই তিনি ‘সেভিসুলক’ ক্রিকেট কোয়ার পরামর্জিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন ‘টাইট ক্রিকেট’ এর সমর্থক। তাই আমরা সোধি যে তাঁর হল খন্দ নির্দিষ্ট পরামর্জের লক্ষ্যধীন হয়েই তখনও তিনি তাঁর লক্ষ্যে লাগ্নাতকের ‘টাইট ক্রিকেট’ কোয়ার লক্ষ অঙ্গুগ্রহণা দিয়েছেন।

ক্রিকেটের ‘ঐক্যতারা’—তিন জঙ্ক-ওয়েল-উইকস-ওয়ালকট এই তিনজনের লক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাধ্যভোক্তার একমাইল পরিধির মধ্যে এবং এঁরা তিনজনই পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন হাত্তে দেখেছিলেন মধ্যে। এঁদের মধ্যে উইকস ও ওয়ালকট অনেকদিন মাঝেই ক্রিকেট থেকে অবসার নিয়েছেন। আর লক্ষ্যভি অবসর নিয়েছিলেন ওয়েল। ওঁদের হুঁমনের ফুলসার ওয়েল একই বোঁ-বিনই ক্রিকেট খেলেছেন। তবে থাকখানে কে কিছুদিন তিনি ক্রিকেট হাত্তে অঙ্গুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু উইকস-ওয়ালকট সেসে সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায় প্রায়, কোলসেন, জঙ্ক করতেন পরিপোষ

মহান দিৱী ছিলেন ওয়েল। তার বিখ্যাত 'লেটকাই' পৌলখণ্ডের প্রচলিত অধিবনৌর।

খ্রিস্টাব্দ ইটলিয়ানৰিসিৰি খ্রিস্টাব্দ পাখাৰ 'টীম' জাৰ জাৰে ওয়েল ১৯৬০-৬১ সালে ওয়েই ইটলিয়ানৰ প্ৰথম অধিবনৌর অধিবনৌর নিৰ্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে জাৰ বেজুৰ ওয়েই ইটলিয়ানৰ ইংলণ্ডে ৩-১ ম্যাচে হাৰায়, এৰা এই বছৰই জাৰ এই অসাধাৰণ কৃতিত্বেৰ লগত ইংলণ্ডে হাবী জাৰে 'মাইট হু' উপাধিতে কৃষিত কৰেন। যে বছৰ (১৯৬০-৬১) তিনি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰে টেই কুৰু পৰ্য্যাক্ত হন সেই বছৰই বিশ্ববিখ্যাত অধিবনৌর ক্ৰিকেট খেলোৱাক্ত জাৰ জেনাৰে প্ৰাক্তমানেৰ বেজুৰে 'ওয়েল ইটি'ৰ প্ৰবৰ্তন হয়। একজন ব্যক্তিৰ জীৱিত কালেই জাৰ নামেই আত্মজাতিত ট্ৰিকিৰ প্ৰবৰ্তন যে কখনক সমানেৰ বিৱৰ জা কলেৰ অপেক্ষা হাৰে না।

মাত্ৰব বিলাৰে ওয়েল ছিলেন আৰু কৰু। জাৰ মৰুতৰ কুলমা কৰা হাৰ না, ১৯৬০ সালে ওয়েই ইটলিয়ানৰ লগত জাৰতীৰ খেলোৱাক্ত হাৰি কট্টাকটীৰ জালি ক্ৰিকেতৰ হলে পাখাৰ প্ৰচলিত আখ্যাত পান। জাৰ জীৱন সন্তৰ সেৱা সেৱ। ওয়েল নিজে এহিৰে এলেন কট্টাকটীৰেৰ সেৱাৰ লগত। কট্টাকটীৰেৰ জীৱন হাচানোৰ লগত ওয়েলৰ প্ৰগ্ৰাফন হলে নিজেৰ লগত ছিলেন কট্টাকটীৰেৰ লগত কৃতিত্বেৰ জাৰ অৰ্থি ছিল না। অমুখ কট্টাকটীৰেৰ পালে মখনই মখন পেয়েছেন উপাধিতে বেজুৰে। সেহিৰে একজন ছিলেন লগ ওয়েল যে জাৰে সেৱা ও পাৰাৰা কৰেছিলেন জা অতিমত্ৰে বিকট আখ্যাত কৰেন। জাৰ একটা ধৰ্মা বা না পু কানকাৰ নিজেই কৃতিত্বেৰ লগে জাৰেৰ লগ বেজুৰে। তখন না পু কানকাৰ ইংলণ্ডেৰ কট্টাকটীৰেৰ লগে বেজুৰে। কোন একমেৰ কানকাৰ ইংলণ্ডে অমুখ হাৰে পৰেন। তখন জাৰ জাৰ কৰ্ত্তপত্ৰ কানকাৰেৰ জাৰজাৰ ওয়েলকে জেৰে নিজে এলেন খেলোৰ অৰা। এৰপৰ কানকাৰ লুহ হাৰে খেলোৰ মোমোৰেৰ মখন ওয়েল যে ইটলিয়ান কানকাৰেৰ পৰিৱৰ্তে খেলে পেয়েছিলেন লগ জাৰে বিৱৰ ছিলেন। কানকাৰ জেৰ অৰা। ওয়েল জু বেলে কলেন, 'জুৰি হাৰি আখ্যাত অৰজাৰ পৰুতে জা হলে জি কৰতে ?'

কৌৰি ছিলেন কৰা হাৰ। ইটলিয়ানৰ দৰ বিকটীৰ টেই হাচানোৰ কৰাই বৰা হাৰ। খেলা হাৰপৰে পৰ হাৰে হাৰ। হাচানোৰ ওক হন। আখ্যাতৰ জাৰতীৰ খেলোৱাক্তাৰ তখন প্ৰাণ অৰে পলায়ন হাৰ। ওহিকে ওয়েল হাৰে বেলে পৰুৰে নিজেৰ জীৱন বিলাৰ কৰে। তিনি হাৰজোৰু কৰে জবমলকে পাৰ হাৰে অমুৰোৰ কৰে। এৰপৰ কলকাজৰাবী যে পুৰহাৰ বিকটীৰ টেই খেলা বেজুৰে পেল জাৰ পেছমে ওয়েলৰ কৰজাৰি যে হাৰ ছিল জা জীৱনৰিসিৰি হাৰেই পান। ব্যক্তি জীৱনে তিনি ছিলেন মলাৰামাৰ নিৰহাৰাৰ মাত্ৰব। বিৱৰ ছিল জাৰ কুৰ। লগ খেলোৱাক্তৰেৰ কাৰে তিনি কখনও ওহাৰে প্ৰকাশ কৰেননি। অৰত জাৰ প্ৰচলিত ব্যক্তিৰ ছিল। তাই মনখেলোৱাক্তৰেৰ কাৰে তিনি ছিলেন 'প্ৰাক'। জাৰ মলৰ খেলোৱাক্তৰেৰ বৰ্মা : 'জাৰিৰ মলা আখ্যাত জীৱন বিৱৰ পাৰি'। ওয়েলৰ

প্রতি প্রমাণ জানাতে দিয়ে ওয়েট ইভিংসে ক্রিকেটের Tragic her... সেখানে পৃথিবীর অস্তিত্ব কষ্ট
বোঝার প্রথম দিক...ইউ বলেছিলেন—"Franki was always a man, a real man."

১৯ই মার্চ ১৯৬৭, আমেরিকা হাসপাতালে সিউকোমিরা রোগে পৃথিবীর সেবা খেলোয়াড়, বর্তমান
অধিনায়ক এক ক্রিকেটের মিশুন শিষ্টাচার জ্যাক মোর্টিমোর ওরেল মাত্র ২০ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে
বিদায় নিলেন। ক্রিকেট কল্যাণের এক মহীশূরের পতন ঘটল। ক্রিকেট কল্যাণের উইকেট অফ
তরুণতায় দিচ্ছিল ট্যান্সিটি যেন ওল্ডে পড়ল।

তিনি যেন ক্যারিবিয়ানের প্রতীক। তাঁর আদর্শ উল্লেখ ওয়েট ইভিংস লস আক বিবের
প্রতি ক্রিকেট হল। বিশ্বের প্রতি ক্রীড়ন খেলোয়াড়, ওয়েট ইভিংসে বর্তমান অধিনায়ক দারফিল্ড
সোবার্স তাঁর দার্শনিক উক্তির সূত্রী। ক্রিকেট কল্যাণের ডেনেশানের মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন তিনি। তাঁর
খেলোয়াড়ী মনোভুক্তি, বিজ্ঞ, মানবতা ক্যারিবিয়ানের প্রতীকতার স্বত্ব লাভলাভ্যমান থাকবে।
যে-কোন উক্তির সূত্রীরা এসে সেই মন্ত্র সেখাে তাদের পথ বেধে নেবে; অন্যভাবে তাদের হারিয়ে দাবার
আদর্শকে থাকবে না। ক্রিকেটের যে মন্ত্র তাও তিনি ওয়েট ইভিংসকে উল্লেখ করে দিয়েছিলেন তার
ফলে ওয়েট ইভিংস ক্রিকেট মন্ত্র অমর্যম লাভ করেছে।

বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতি

৪১১ নং

কবিরা যে লেখেন তাতে সমাজ বিবেচন করে তারই দিকান্ত অনুযায়ী কবিতা লেখেন তা হতেও নয়। কিন্তু কোনো বিশেষকালের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাঁদের সত্ততা শু কবিতামতের প্রভাবে ঐচ্ছা নিজের কালের প্রধান চিন্তাভাবনাকে বাণীবাদ দিতে পেরেছেন। সমালোচকদের দাবির দ্বারা কবিতার কাব্য মূল্যোচ্চতা করে তাঁরা স্ব-কালের আশা আকাঙ্ক্ষা মানসকে কেন্দ্র করে শিল্প বার্তা হিসেবে বাণীবাদ দিতে পেরেছেন তা বিচার করে দেখা যায়। এরা এই বিচার দ্বারা বিবর্তনশীল হলে তাহলে কবিতারও উচিত এইসব আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

চর্চামতের বিষয় আলোচকের দ্বারা সমালোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়বস্তু আলোচনা করেই দেখতে পাওয়া যায়। এসবের বেশির ভাগ সমালোচনাই আনি-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ সমালোচকের কী ভালো দেখতে পায় কি না সেটা তারই চিরস্থির হয়ে যায়। বিচারের কোনো ইতিবাচকমূল্যবোধ ভিত্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবিতা কি করে দেখা হয়, সে বিষয়ে প্রচলিত সমালোচনার ভিত্তিতে বা পরস্পর বলা যায়, সব কবিতারই সমালোচনা থাকে। তার মধ্যে মূল্য গ্রহণ হয় যে চিত্রের বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই ভালো কবিতা লেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক কালের ভালো কবিতা সমালোচনা করে আমরা দেখতে পাই, তার আলোচকের বাস্তব উল্লেখ কোথায়, এবং সেটিকে কেন্দ্রীক বিষয়বস্তু সমালোচনার পূরণপাত করতে পারি।

আধুনিক কালে বাংলা কবিতার আলোচনা করতে গেলে যে ভিত্তিসমূহ কথা এখনওই উল্লেখ করতে হয় তা হল, এর পর্বত জটিল একত্ববাদের বা পদার্থবাদ, এবং কনসোমিডেশন বা আত্ম-কল্পের প্রবণতা। অর্থাৎ অনুভবন বক্তার সময় থেকে বস্তু একশো বছরের ইতিহাসে বাংলা কবিতার একাধিকবার দেখা গেছে দ্বিগতীয় চিত্রের দ্বারা এবং তাকে গ্রহণ করে সাময়িক চিত্রের আদায় পড়ি। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই নির্ণীত ভাষ্যবৈকল্পিক পদ্ধতি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে পড়ি। অনুভবন নিয়ে এসেছিলেন আমাদের সেই আদ্য মধ্যযুগীয় কবিতা-বৈকল্পিক অনুভবিত আত্মবিশ্বাস আধুনিকতার পেশল

শৌক্য, ও ব্যক্তিগত সমুদয়িক। এরা ও নিজের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ব্যক্তির বিরোধী তাঁর জ্ঞান ও চেতনায়ের প্রাথমিকতা। তখনই বোয়ালঝার 'তার' চরিত্রটি জনের 'নির্ভর' বাবীন চিত্রের প্রথম ব্যক্তি। বলাই বাহুল্য, সমুদয় এই বহুল চিত্রের সব খুঁজ পেয়েছিলেন বিচ্ছিন্ন বিচারে ব্যক্তি এবং তাঁর কবি প্রতিভা তাঁকে সম্পন্ন বাণী সৃষ্টিতে পার্থক্য করেও তুলেছিল। কিন্তু, লক্ষ্য করলে হবে, আমাদের চিত্রাচারিত যেন বেত্তার পটভূমিতে সমুদয়নের এই কবিরা ছিল একটা আঙ্গি-বিস্ময়ের মতো। পরবর্তীকালে স্বীকৃতিস্বরূপ বিচ্ছিন্ন বৃত্তের এই প্রতিভাশক্তি জ্ঞানতীর্থ সাধনায় লক্ষ্যে লক্ষিত করেছিলেন। নির্দিষ্টসিদ্ধির সেই সম্পন্ন ঐক্য বাংলা কবিতাতে যে প্রাথমিক বর্ণিত হোক টেনে কবির পটভূমিতে স্থাপন করতে পেরেছিল তা আমরা জানি। কিন্তু স্বীকৃতিস্বরূপ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির ও তাঁর সাংগঠনিক অঙ্গসমূহ এবং অঙ্গসমূহের বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই আমাদের কবি সাহিত্যিকের অঙ্গসমূহের জোড়া লক্ষ্যে চিত্রাচারিত্যের আশ্রয় করে ফেলেছিলেন। তখন তাঁরই প্রতিভাকে এলা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা আঙ্গি-বিস্ময়। এরা এলাকায় বলাইয়ের চিত্রের ব্যক্তি প্রতিভারই হল আশ্রয়নের প্রথম প্রাথমিক। অঙ্গ সম্পন্ন বর্ণিত লক্ষ্যে বর্ণিত তখনকার সামাজিক অবস্থায় মধ্যে। পুত্রেরা আমাদের আশ্রয়ই নবাবের লক্ষ্যে করেও ছিল তখন লক্ষ্যে হয়ে উঠেছে, এরা তাঁরই পটভূমিতে এসে পড়েছে চিত্র সম্পন্নের সীমানা বিচ্ছিন্নের বিচ্ছিন্নতায় থাকাও। পার্থক্য-বৈচ্ছিন্ন-আইনবাইন প্রথম চিত্রাচারিত্যের দুয়ান্বয়ীরা যোগদান লক্ষ্যে হয়ে যায় তখন বহুল সৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে যে তাঁর সামাজিক অবস্থান, বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্ক এবং বিচ্ছিন্নতায় লক্ষ্যে। অন্য আমাদের দেখে পরিচিতিতে তখন একমুখে বিচ্ছিন্ন আইনজ্ঞ এবং অঙ্গবর্ণিত চিত্রাচারিত্য লক্ষ্যে চিত্রের সাংগঠনিক। এরাই নবাব জনিত হ'ল বিচ্ছিন্ন লক্ষ্যে আশ্রয়িত্যের আঙ্গি-বিস্ময়। সেই আঙ্গি-বিস্ময়ের অঙ্গসমূহ হ'ল সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বা আঙ্গি-বিস্ময়ের উপলব্ধি এবং পুত্রেরা দুয়ান্বয়ের প্রতি প্রথম। আশ্রয়িত্যের অঙ্গবর্ণিত, অঙ্গ-পড়া অবস্থার নিম্ন চিত্র, এরা পরিচিতির সাংগঠনিক আশ্রয়, নবাব-স্থান পার্থক্য সেই লক্ষ্যের কবিচার। বলাই হোক জ্ঞান সাংগঠনিক এই আঙ্গি-বিস্ময় যে বাংলা কবিতার বিচ্ছিন্নতায়ও কমপ্রথম হয়েছিল তাঁর প্রথম প্রথম বিচ্ছিন্ন জীবনায়ন সাংগঠনিক লক্ষ্যে ও বিচ্ছিন্ন। এরা বক্তব্য বিচারে বা হ'লেও ব্যক্তিগত বিচারে বর্ণিত জ্ঞানতীর্থ কবিচার।

কিন্তু সৃষ্টি হলে এই যে পূর্ববক্তা ব্যক্তি অর্থাৎ আঙ্গি-বিস্ময়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ায়ও তাঁর শেষ বেন বিচ্ছিন্নে থাকাও। বিচ্ছিন্ন আঙ্গি-বিস্ময় বাবীনতা অঙ্গসমূহের সব হোক একটা সমুদয়নের নির্দিষ্টসিদ্ধির দুয়ান্বয়ী ছিল। চিত্রের খোঁজ সম্পন্ন লক্ষ্যে বলাই লক্ষ্যে প্রথম বাবীনতা আশ্রয়নের আশ্রয় এবং পার্থক্য লক্ষ্যে টাল হাটালের জ্ঞানতীর্থ বিচ্ছিন্ন। নির্দিষ্টসিদ্ধির লক্ষ্যে এসে পড়েছিল তাই লক্ষ্যের কবির উপরই। কিন্তু লক্ষ্যের বেশির ভাগ তাঁরই চিত্রের লক্ষ্যে। জ্ঞানতীর্থ লক্ষ্যে অঙ্গসমূহ বহুল লক্ষ্যের একটা ব্যক্তি আশ্রয়তে পড়েই হ'লেন। কিন্তু তখন বিচ্ছিন্ন আঙ্গি-বিস্ময়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হয়েই এল তা হয়ে উঠেছে কালোচিত্রস্বরূপ যোগে আঙ্গি। লক্ষ্যের চিত্রকৃত কবিচার এবং কবি চিত্র লক্ষ্যে লক্ষ্যে না। তাঁর:

যেথা ঐ দ্যাক্ষকর্তীত শ্রাব্যসকলিকদের অজ্ঞাঃ । কেননা কবিতা ঘন ঘোড়টী লেখা হয় খট্টে কিছু তা
 হয়তু নয় । কবিতা দ্যাক্ষক-কর্মিতনিকমল । তাই কবিতার ভিতরে যদি এমন কিছুই না থাকে
 যাতে পাঠকগণ ঐদের সামাজিক ও আর্থিক অগ্রিমের প্রতিফলন খুঁজে না পায়, যদি ঐদের আশা-
 হতাশা, এবং দঃবঃ-পরোক্ষঃ-অঃবঃ বজীরতঃ ব্যঙ্গনা কুট্টে না ওঠে ঐদের পঠিত কবিতার, তবে সেই
 কবিতা যতো পর লাগিতা এবং যনোরব স্নাত্তরীকটী কিছু হ'ল তা হ'লও অবলাশ তখনেই হারিয়ে যাযে,
 তখনই শ্রাব্যের অক্ষকলণের মধ্যে নিঃস্বঃ লাভ করবে না । সেই কারণে, কবিতার সামাজিক পটভূমি
 ও ব্যক্তির বিকসে সন্নিবেশ হওয়া বেলা যায় ভালো কবির শ্রাভ্যঃ ঘন । আর তাই সামাজিক
 ব্যক্তিমূল কবিতা বজীরতঃ শিষ্ট-আবেগের দিগ্গজিঃই হয়ে ওঠে নিঃস্বঃ এবং কুজ :

আশা করা যায়, হাটের এক অনতিদূর দূরঃ দঃবঃের কবিতাঃ যাতে বাংলা কবিতা নামানি
 ত্তি ও কিতার বর্জন করে আবেগের স্বকৃমিতে লুপ্ত হবে । এবং নানি ছন্দায় বিপন্ন অঘট চির-
 অপরাধের ংলাভঃের প্রতিফলকে শিষ্ট-ঔপাঃিত করে শ্রাব্য হ'য়ে উঠবে ।

সি-আই-এর সোচ্ছন্দে ভারতে বর্জ্যের ছড়িয়ে নানান জল। কোচ, বকস্কার ইত্যাদি
 ফাউন্টেনের কত! হিসেবে, তৈল-উপনেষ্টা হিসেবে, এম্বালগি-সংগ্রাহক, পাত্রী বা নিতীর টারিফট
 হিসেবেও। এরা একান্তে সকলেই ভারত-বর্ষী, ভারতের জননীম্ন নন্দকে জানতে বাগ্ৰী, এরা
 প্রত্যেকেরই বিলু প্রভও বকস্কার বর্ষাক। কিন্তু এ বিভাজনী বর্ষাবের ঝালাও। প্রকৃতপক্ষে সি-আই-
 এ হলেও বর্জ্যম্ন পাত্রাভ্যাবাবেরই বর্জ্যম্ন বর্ষাক। সুতরাং বর্ষা-উপনিবেশবর্ষী অকুপ্রবল বর্ষাক
 সি-আই-এর কার্যকরমণও বর্ষাক বর্ষাবে। সি-আই-এ বর্ষাবে ভারত তার কাক ঢালাও তা বর্ষাবে
 বর্ষাবে ভারতের অর্থনীতি কেএ বর্জ্যম্ন অকুপ্রবল বর্ষাবে জানা প্রত্যেকম্ন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ভারতে মার্কিন শুল্কের রপ্তানি ১১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ৯২ কোটি টাকার দাঁড়িয়েছে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ব্যবসায়ী কল, শাল, খরগোষ্ঠি ও অজগত সাহায্যে মিলিয়ে সরকারী মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ২৯৯০ কোটি টাকা। এর প্রাথমিকিক তাৎপৰ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এই সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে উত্তর ভিয়েতনাম ও কিউবার সঙ্গে বানিজ্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সোভিয়তের শুল্কের জিম্মা দায়ী নিষ্পত্তিও এ-কথা খীকার করেছে। প্রকৃষ্ট এই নয় যে আমরা উত্তর ভিয়েতনাম বা কিউবার-সঙ্গে বানিজ্য করতাম, না করতাম না। কবচটা এই, কোন দেশের সঙ্গে আমরা বানিজ্য করতাম কিনা সেটা ঠিক করতাম নাহয়ই; অন্য কোন দেশ তার ক্ষমতা সম্মত পাবে না।

সি. এল. ৬০-এর কথাই বলা যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারিষ্কৃত ল'এর ৬০-নং ধারায় "মার্কিন ঐক্যবদ্ধ নীতি" বৈধতায় প্রচুর ও অজগত উল্লেখ" যে সাহায্য তথা বাস্তব তথা আছে তা যেনে তখন ভারত সরকার সেই শুল্ক স্বাক্ষর করেছেন। মার্কিন চাবীর দ্বারা থেকে উল্লেখিত ৭৭, ৭৮ কলামের যে ঘন কোড হয়, সেই ঘন মার্কিন সরকার ভারতকে বিক্রী করে উল্লেখিত ১০৪ কলামের অর্থায়ন পত্রিকা ১০৪ কলাম বৈধী শুল্ক, তার সঙ্গে হয়েছে মার্কিন সাহায্য তালিকা। অর্থাৎ ৬০-৭৭-৭৮-এর ঘন মার্কিন নিয়মাবলি কাগজ। এছাড়া বিধি ব্যাংক, আমদানি রপ্তানি ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতে মার্কিন মুদ্রার ২০০০ কোটি টাকার, ভারতের পরীক্ষিত ত্রিভুজ মুদ্রার বা আরও হ'ল।

লক্ষ্য স্পষ্ট। ব্রিটিশ প্রকৃষ্টা বিচার নিয়ন্ত্রণ। আমলে চাইছেন মার্কিন প্রকৃষ্টা। পূর্বোক্ত উপনিবেশবাদী কারবার দিন শেষ হ'য়ে গেছে। এখন ব্রিটিশান যেক্ষণে কারবার মার্কিনী নজা-উপনিবেশবাদ আসবে। কাজ টাকার দ্বিতীয় কিনে নিচ্ছে পূর্বোক্ত দেশটাকে।

কোড কাউন্সিলন বহুদায়ী শিকোৎসারী: ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তাই সে মোট ২৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। ইকসল্যার কাউন্সিলন ভারতে রয়েছে ১৯২০ সাল থেকে, সে ব্যয় করে কম কিন্তু তার জাল অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে, অনেক ক্রমবর্ধিত প্রযুক্তিগত দ্বারা বা অধ্যাপকও তার টাকার ব্যবস্থা করেছে। কোড কাউন্সিলন এখন আর ব্যাংক-তাকে টাকা বের না। ব্যবস্থার বিচার দেখে, ব্যবস্থার প্রাথমিকিক সভায়ও যেনে তবে সে অবস্থার করে। লক্ষ্য এক প্রকার হ'লো এ কথা খীকার যে বাংলা দেশের অনেক ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মব্যক্তিরা তা মানিয়ে খীকার করে নিচ্ছেন। যে হার্মিয়ান ইতিহাসকে স্মরণ করেন, সোভিয়েক বিদ্রোহিতাই দার শেখা, তার "আগ্রহাঃ এক সম্পদ" পাঠ্য বই হয়, অর্থাৎ অধ্যাপক যেখি বা হাইই সিল্প কোনো খীকার পান না। কোড কাউন্সিলনের প্রতিনির্বি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুর বেড়ান অস্ত্র কর্মক্ষেত্রে কল্যাণ্যত করে।

এই ভাবেই দেশটা বিধিবে থাকে। এর সঙ্গে রয়েছে ভারত-মার্কিন শিল্প কাউন্সিলের প্রস্তাব। দেশের মোট লক্ষ্য কেরীকৃত হ'লে এরূপে ৭৫০ এককসীতা পরিবারের ভাণ্ড। আর ভারত দেশে যোগদানের জন্যে থাকিবে ব্যক্তিগতভাবে। প্রকৃতির খোঁজা থেকে লবণ উল্লেখ্য। মাঝে সি-আই-এর অল্পকয়েক—আধুনিক যুগের মজা-ইউলিসিসের সল। ভারতবর্ষকে ভারতের প্রাক্তন বা নতুন ভিত্তিমায়ে পরিণত করতে দ্বারা কৃতসংকল্প।

কিন্তু কৃতসংকল্প অসম্ভব। বাণীমতা আর দুর্জিত কোন দৃষ্টান্ত আর কিছু নেই—১০-৬-মিলের এই উক্তি আদ্যাকের নিম্ন অল্পপ্রাপ্তি করে। অমরা চক্ৰ করবে আমাঙ্গের বাণীমতা-এ, জির করবে ভলারের কলন। বিশ্ববিদ্যালয় ভারত-সংস্কৃত ভবক থেকে যে উল্লেখ্য নেওয়া হয়েছে তা নিম্নেরই আরও ব্যাপ্ত হবে। কিতম্বর যেমন, তেমনি ভারতের মাঝি গোয়েন্দা দপ্তরের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।



সাম্প্রতিক বাংলাকবিতা ও কাব্যগঠক

ছন্দা যোষ

দয়াদাসীন পাঠক কাব্যের স্বার্থ বিচারক নন। কারণ কর্তব্য সঙ্গী কালের শব্দকে স্বীকার করে বসন্তস্বপ্নের আত্মপের অতিক্রমণ এক; পাঠকসাম্রাজ্যের অতিপ্রায় প্রচলিতকে অকলসন করেই আশ্রয় দান। এককটি স্থিতির জুয়ার কাব্যসংসারে আশ্রয়ক যনের রসচিহ্ননা পড়ে ওঠে, যা দুঃস্বপ্নের অভিন্ন স্বপ্নকে স্বাভাবিক জানাতে অবিকালে কেহই পরাধীন। তাইই কলে পাঠক ও কবিতার বিবোধ অনিবার্য। সাম্প্রতিক বাংলাকবিতাকে কেন্দ্র করে পাঠক মহলে যে অসন্তোষ ও আন্দোলন দেখেছে তারও স্পষ্টত কারণ এই একই। তন্মাত্র থেকে যায়, এত সহজেই কি দলসাম্রাজ্যের সরলীকরণ সম্ভব।

পাঠকমনেই আত্মবিশ্বাস সত্যসম্মততা স্বীকার করে নিতেও একটা মানদণ্ডই হবে, সত্যের সাধা-ভিত্তিক জিজ্ঞাসার সমর্থন করির পক্ষে অপরিস্রাব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“একবারে বীজিত্যে নিম্নের মানবের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।” আধুনিক কবিতাও কাব্যসংসারে প্রত্যাহা সত্য অগ্রাহ্য করেননি। তন্মাত্রকের সিনে কবি ও পাঠকের মধ্যে বিদ্রোহ বাধান পূর্ব প্রকটভাবেই দেখা দিয়েছে। আবারও বারিধা, এর জন্য উত্তরপক্ষকেই দায়ী করা চলে।

আধুনিক কবি-অভিপ্রায়কে বহুগুণে ইঙ্গিত দাতা করে জীমানন্দ বলেছেন—“ভিক্টর ভ্যার পরিবর্তিত হওয়া বরকার।” সাম্প্রতিক কবিতা এই বোঝে আরও অঙ্গসার। তারা কাব্যকে পাঠকের চিত্তচুপ না করে চিত্তকেই কাব্যচুপ করার লক্ষ্যপাতি। বুকের মনভঙ্গির সমর্থন তিকা না করে একটি নিবন্ধ বসিকমণ্ডলী পড়ে তোলায় দিকেই তাবের আশ্রয়, যারা তাবের জটিল স্বীকন-মানসিকতার সন্ধান অসীলার করেন। এই প্রেরণার কলেই লক্ষণ ও হাটের বসকে কবিতা অধিনিত পাঠকের প্রত্যাপনা অসূর্য বোধে এককটি অতি জটিল মনোভূমিতে আগ্রহ প্রেরণ করেছেন। তাবের কাব্যসাম্রাজ্যের একমাত্র লক্ষ্য আত্মসম্মান এক; নিম্নের স্বীকন হারা আর কোথাও তারা লক্ষ্যে পৌঁছে পাননি। এই অস্বাভাবী প্রত্যাপের কলেই তাবের প্রকৃতিতে কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য-চরিত্র হতে উত্তরে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে যা গ্রাহ্য অসম্ভব। সাম্প্রতিক কবিতার বিরুদ্ধে তাই জুর্বেদাতার অভিযোগ নিয়ে বহু কষ্ট প্রতিবাদে সোজায়। অথবা অথবা সম্পর্ক এই অভিযোগ নতুন নয়। মনুস্কন-রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ

এতি ঘণ্টাবাদেই ।

কিন্তু তুমি কিংবা বামন, তুমি এর থেকে বার তুম্বাক পাঠকের গাঠিত বদ্যাব পানন হলেই কি সাম্প্রতিক কবিতার সমস্ত সমাধান সম্ভব ? কবিতার অসীমতা যেখানে কুম্ভাকসেরই অনিবার্য অস্তিত্ব। সেখানে পাঠকের আপত্তি নির্বাক, বিশেষতঃ সেই অসীমতা যখন তুমি ব্যক্তকায়োই নয়, বিশ্বাসিতার সামন্তলভঃ বহল সেবা বিচ্ছেদ । কিন্তু কবিতার তুর্বাংগতা যেখানে আয়োজিত, যেখানে তা আনন্দের দমাক ও কালের সামন্তরাল নয়, সেখানেও কি তা সমর্থনযোগ্য ? আমাদের আত্মকের অবিকার্যে কবিই কাব্যপ্রকাশে একটি কৃত্রিম ভঙ্গিতে আত্মক করার প্রয়াসী । তারই ফলে জায়ে ও কালকে দব'ইট একটি অস্বাভিক আত্মশব্দ। প্রকট করে উঠেছে—কখনও পারস্পর্যমীম বিবয়ে নগো উংকট পদ্য আবিষ্কারে, কখনও টপ্পিতপদ্যের আত্মকিত্যে, কখনও অস্তিত্বকায়ক রীতিতে কবিতার মধ্যে পরিবেশিত করার লভ্যকন স্মরণ । সাম্প্রতিক কাব্যপাঠকের যা দলকে বেশী পীড়া দিয়েছে তা হল কবিতার আত্মকৃত্যে বস্তুকরণে প্রকৃত্য । একটি বসনের বস্তুতা, শব্দ এবং ভিত্তিকত স্তরীণ শৌনঃপুনিকতা পাঠকবস্তুকে প্রাপ্ত করেছে এবং তাইই লভ্য কাব্যরচয়িতার দম্যাবিকারও পাঠকের বিরাগ । কাব্যকায়ের লুপ্তপ্রতির পদ্যের সূর্যই কবি কবি কাব্যরচয়িতার প্রকট করে পদ্য-পত্রিকার পূর্ণা পূর্ণ করেছে । এ বসনের দম্যক কখনই গমে নয় । প্রতিবাদীরা বলতে পারেন, দম্য কবি ভিত্তিকসেই লম্বায়ই লম্বা এবং যে লম্বা কবির লম্বা কবি ভিত্তিক করে এসেছেন তাঁরা কালের নিয়মেই হাট্টিরে যাবেন । কিন্তু এই কৃত্রিম বোঝাই দিয়ে কবি কেমনে প্রাপ্ত সেও কি উচিত ?

বাট্টির থেকে এর কোন সমাধান সম্ভব নয় । কবির যদি তুমি পাঠকের গাঠিত লভ্য না জেবে নিঃকণের লভ্য সম্পর্কে সচেতন হন এক সমস্ত লভ্য ও বদ্যাবের মধ্যেও কিছুটা আত্মক হওয়াই সেরা কভেন, তবেই বোধের কাব্যের লম্বা । ভাষাক্তা জীবের এইকুণ্ড জেবে সেবা উচিত পাঠকের। যদি তুম্বাক বিব্রতনের মাঝেই কাব্যের প্রাপ্ত হলে জেবে জীবের সমস্ত আত্মাবনের দমটী বহত ক্রমেই হাট্টিরে যাবে । কাব্য সম্পর্কে আত্মকের পাঠকের দমলভ্য বসেই কবি পেরেছে । কিন্তু আগ্রহী পাঠক কৃত্রিম লভ্য লভ্য অস্বাভিক লভ্যইও প্রাপ্তকন, নেই কি ?

କାମେଶ୍ୱର ମଠିକାମ ଓ ଚଳାନ୍ତିର ବଢ଼ିବା

— 250 —

সব শিষ্টেই শিরীষ তরিত একান্ত্রতা বজ্জা উপস্থাপনের অভিমত। যিনি চিত্রকর, এক একটি ফুটের কাছাকাছি তিনি তার মনের ভাবকে স্থানান্তর করেন ক্যানভাসে। যিনি দৃষ্টিক, যিনি সাক্ষর আলোও লক্ষ্য। এক—হস্ত মাথার ছিন্ন ছিন্ন। চলচ্চিত্রে বিষয়বস্তুকে প্রতিফলিত করবার, তার বিশেষ ক্ষমতা থেকে মুক্ততার করবার একমাত্র অঙ্গনই ক্যানভাস। ফুটি, রঙ, পেন্সিল ইত্যাদি হাত্তা যেমন হবি আঁকা যায় না, উপযুক্ত পরিস্থিতি বা থাকলে যেমন সৃষ্টি হয় তা—চলচ্চিত্রেও কেমন ক্যানভাসকে বাধ দিয়ে তখনোই নির্দিষ্ট ধারা পায়ে না। চলচ্চিত্রের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আছে। চলচ্চিত্রকার সেই সীমাবদ্ধ বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় সুদূর হাতে কোয়েন্স, যা একটি পরিপূর্ণ বক্তব্যবাহী শিরাজের মত হবে। কেননা একখণ্ড চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে চিত্রকাল মনে রাখতে হবে যে "The film is after all, a collection of camera-angles consciously selected and purposely limited within the frame." (১) এক এককের একটি ধর্ম নাম্বনিক অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে একমাত্র পরিচালকের সৃষ্টিশীল ওপর। এক উন্নত বক্তব্য প্রকাশের উদ্দেশ্য সাধনা করেন ক্যানভাসমালা, লাইউআন, শিরামিনেমেক ইত্যাদি ফলাফলসমূহ। কিন্তু একটি স্পষ্ট উপস্থাপনার ক্যানভাসে বস্তু বা ঘটনা থেকে সরাসরি মুক্ত হয়ে আসতে হবে তার সবচেয়ে নির্ভর করে পরিচালকের ওপর। এক এখানে প্রতিটি স্পষ্ট প্রায়ের সময় প্রতিটি স্পষ্টকর্মে 'টেক্সচার' নটে, 'লং শট', 'বিশ শট', 'ক্লো আপ', রাইঃ ক্রাসকোপিক শট', 'উপার্গি: শট', 'ফ্রম শট' ইত্যাদি মানান চলচ্চিত্রিক অভিব্যক্তি বিতরণ করে রাখা হয়। তাই একটি হবি সিনেমার মোড়ারেই চিত্রনাট্য প্রয়োজন হয় এক ঐ চিত্রনাট্যের বেগাই নবপ্রকার স্পষ্ট-বিজ্ঞান করা থাকে। কোনো স্পষ্ট প্রায়ের প্রাকালে ক্যানভাসকে হয় 'Title' অর্থ উপরে এক বীজে সহজে হয়, অথবা 'Pan' অর্থ বা 'লং থেকে সাম পায়ে বা সাম বিক থেকে বা পাশে চলতে হবে, কিংবা কেনের সাহায্যে স্ক্রল হ'তে পারে চলতে হবে বা 'Track' অর্থ ডায়াডালিত বস্তুর উপরে থেকে এগিয়ে বা পিছনে হবে।

এছাড়াও বিবি কল্যাণ নির্মাণ করে ক্যামেরার প্রতিফলনের প্রশংসা : চলচ্চিত্র নিয়ে বর্ষিক আও

নিবন্ধ ৬৮ : এর পাঠ্য কাহিনী : এর মাধ্যমে শ্রীক পরবর্তী মুদ্রণের জন্য যার মধ্যকার কাহিনী ইদা প্রসাদ ঐ
মৌজার ভাণ্ডে বহুতে দেখার মত আসবে ।

এক পরিচালকগণ সমীক্ষার (১) বিষয়ক যুগে ক্যামেরার দাঁড়ক ঘটত। সাধারণত এটিই চলতেন : কেননা, কবির মাথের ঠান্ডা স্পর্শের ক্যামেরার উপস্থিতি লক্ষ্যে লড়তেন কবির লভন্যাতী ছিলেন : কেননা সেইযুগে ক্যামেরার অথবা বিভিন্ন লোকসমূহ নিয়মিত খালার ছিল না : যাফকর যুগে চলান্নত্রে ক্যামেরার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রচলিত লক্ষ্য এবং স্পর্শকণ্ড ক্যামেরার অধুত ললন্যাত্রে ললন্যাত্রেপে যেনে নিতেন এবং যেখানে এর বর্তমান খণ্ডে সেইখানেই স্পর্শের মনে একটি কৃত্রিম খালার জন্ম হয়, যেমন খালারী পরিচালক 'ওজু'র (Ozu) 'Early Autumn' অথবা 'Tokyo Story' ছবি দুটির উল্লেখ করা যায়, যেখানে ক্যামেরার বন্ধক দাঁড়ক প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হয়েছে :

পূর্বসং:ত দুস্তেব পরিবর্তনে কামেরোর মাল ভূটি কোথ (Continuous movement) অনেক-
করে হযিক আবেশবদী পরিবর্তন ভূটি কহত পায়ে, বা মাধ্যমত: কাহি: এত হযে। হিহে সকলম
অনুভূত হয় না। মালেনি কাম পরিচালিত পুত্ৰায়াগ্রাণ কলাপী চিত্র 'Black Orpheus'এর একমাত্র
যেহ পর্ব: কামেরো বখন প্রেমিকবুলের বিদ্যার মৌতিকতা, পর্ব:তপা:হে কামের দুস্তাব দুস্তাবে হেহে
উপায়ের বিকোবীর বীর Pan করে তখন 'হিও' অকলের মাধ্যম-পর্ব:তপুত্ৰ হযির সমগ্র ক্রমে সেই
কামের বিভা মৌলিকক হলে কহয়ে:। আত্মবিবর্তির বিবর্তিগত হযি "L'avventura"র প্রথম
পর্ব: কামেরো একটি বীণ: হযাং হাতিয়ে হাওতা একটি মেয়ের লগানে কতকগুলি স্ত্রী চলমান মস্তেবের
ক্ হিহে করে যায়—আবার হযির যেহ বিক: আমতা অবিবত প্রেমিক ও প্রেমিকের বিদ্যাপণ
বিদ্য কহেহিহে ওপর থেকে অস্ত্র ভূটি হাযি—মাস্তেবের পর্ব:তপীমার, তার চুব:মতায় অনুভূতনে
পদার হুলে বখন পুত্ৰায়া ভূটি হাযি, কোথ হাযি, কহকাবু: পাহায, একটি নিজম ডিলার ওপরে ছুটে
এলে কৌমিকভাবে মারক ও মারিকা উপবেশন করে। এই ঘন অস্ত্রেই অবিবর্তিত Paning এর
প্রতিটি পর্ব:তপেই এই উপলক্ষিই পর্ব:তপের দিহেয়ে যে Here is this there is that—so

২। মটীজ—এটি সোভিয়েত বহুব্রহ্ম একটি বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ সম্প্রদায়। কম
সোভিয়েতক তথা সোভিয়েত শিল্পক বিশ্বাস পরিচালক আইজেনবার্গই যে ভণ যেন তা এই মটীজের
ভিত্তিতেই। তাঁর গ্রন্থে বহি Strike (1924) থেকেই এই মটীজের বহি বহুর লক্ষ করা যায়।
অবশ্য তাঁরও পূর্বে কম পরিচালক লিও কুলসভএর অর্থ ব্যাখ্যা করেন। মটীজের অর্থ হ্রাস
মটীজের অর্থই হ'ল বহুসম্পূর্ণ। এখানেই বহু উপস্থাপন। এক সময় বহুয়ের প্রকাশ

different, yet they belong to the same world. এখানে Paning যে বাক্যনা এবেদ্য ক্যামেরার 'কাউন্ট-এ ডা ফ্ল্যাঞ্জ' :

ক্যামেরার কোণাসের তারতম্যে যেমন চলচ্চিত্রে বিভিন্ন 'দৃষ্ট'র সৃষ্টি করা হয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টকোণে স্বীকৃত বক্তব্যের প্রাকলভ্য জানা হয় । পর্যালিখিত বাস্তবের 'অন্যন্যতর' একটি সিংকোমেল মাঝে যেখানে দেখা গেছে এক কৃষ্ণ জৈনিক ব্যক্তির দাপত্যে পাশে বেরিয়েছেন, তাঁকে এক টুই সিঁড়ি দিয়ে হাতের লাঠির সাহায্যে অতঃপর পরিগ্রহে উপরের তলার উঠতে দেখা গেছে, যখন তিনি উপরের সিঁড়ির একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছেছেন, কাউন্ট এর মাঝে একটী দৃষ্টে দেখা গেছে ঐ কৃষ্ণকে অস্ত্র ধরা করার পর কেউ আসছেন, এটা আশঙ্কা ঐ আগন্তকের দৃষ্টের অভিব্যক্তিতে আকস্মিক ভীতির চিহ্ন লক্ষ্য করি । এরপরের দলার দৃষ্টে দেখা গেছে কৃষ্ণের হাতের ছড়িটি উপরের সিঁড়ি থেকে বাশে বাশে পড় ভরতে করতে নীচের তলার সাহায্যে পড়ছে । সমগ্র দৃষ্টিতে কৃষ্ণের অবসর হওয়ার কোনো চিহ্নই আমরা এর মাঝে দেখিনি, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর এই দৃষ্টিনা আমাদের অস্তিত্ব পরীক্ষারূপে প্রভাবিত করে । এখানে জের আল রাই এগলেন নই, কাউন্ট ইত্যাদি করেকটি বিভিন্ন দৃষ্টে যে ক্যামের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় Technique of suggestion.

ডি সিং পরিচালিত "Umberto D" দৃষ্টিতে একটি উল্লেখ Subjective Tracking-shot আছে, যেখানে দেখা গেছে এক কৃষ্ণলোক জীবনের শেষে নানারকম অবিচার, দুর্ভাবনার শেষে অস্তিত্ব হয়ে উঠেছেন । একবার তিনি একটি জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিষ্কাশন করেছেন, এর পরই হঠাৎ ক্যামেরার একটি 'লুন্স বস্টে' নীচের তলার কুটপাতের বাঁধানো পাখর আমাদের দিকে ছুটে এসেছে । আমরা কৃষ্ণের সেই মুহূর্তের চিন্তা—যে চিন্তা এতদ্যায় আতঙ্কিত্য করা—সেই চিন্তার এক বিস্তৃত অনুভূতি পাই । এখানে ক্যামেরার Zoom shot আমাদের দলার দৃষ্টিকোণে কৃষ্ণের মানসিক অবস্থার সঙ্গে পরিচয় দিচ্ছে দিয়েছে ।

বর্তমানে চলচ্চিত্র শির যে আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাকে একটি দৃষ্টিতে যে কোন দৃষ্টি আকর্ষণের কোঠাতে ক্যামেরাকে অকল্পনীয় পরিগ্রহ করতে হয় না । যে পরিচালকেই ক্যামেরার পতি নজর সুশাস্তি প্রাপ্ত আছে, তাঁর কাছে সূক্ত-বিসূক্ত কোনো জীব সৃষ্টিতে তোলাই কটপাত্য নয় । দৃষ্টিতে কোনো দৃষ্টে যখন একটি চরিত্রের দৃষ্টকোণে দৃষ্ট প্রতিপাত্য, তখন সেটিকে সমগ্র কোণাসের দৃষ্টকোণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এককভাবে প্রতিফলিত করা হয়, আবার যখন কই চরিত্রের দৃষ্টকোণে প্রতিফলিত করার প্রয়োজন দেখানো কাইটী, কল্যাণিকদের ইত্যাদি বর্ণনাত্মক এক বিশেষ চরিত্রের প্রতিই আকর্ষণ করে । সেই কারণে চলচ্চিত্রে ক্যামেরা সব সময় চরিত্রের কাঁধকাঁধ, জায় পতিত লক্ষ্য, তাঁর অভিব্যক্তিকে বজায় রেখে লক্ষ্যের হয় । কিন্তু এছাড়া একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে দৃষ্ট

যেহেতু পূর্বাভাসের কায়েদেই বিধিবিধান আকর্ষণীয় হয় তাই এক সময় কর্মক্ষেত্রে প্রায়শঃই পূর্বাভাস প্রদান করা হইল। পরেই সমস্ত বক্তব্যকে মাপি ক'রে দিতে পারে। বর্তমান অল্পসংখ্য কায়েদেই পক্ষি নির্বাচিত হয় বলে এর প্রচলনের কথাটা বিবরণেই তেমন তাৎপর্য পাবে। সে সময়ে পরিচালককে অল্পসংখ্য পক্ষিই দিতে হয়। বিদ্যমান পক্ষিগুলিকে জানে তাই পক্ষিগুলিকে "A Generation" এ একটি অল্পসংখ্য Panning আছে যা চলচ্চিত্রের কায়েদেই মাপি কোনো অভিনয় কোম্পানি পক্ষি ছিল না। ইতিমধ্যে একটি Sequence আছে যেখানে পরিচালক তাঁর মূখ্য চরিত্রকে দুইটি অবস্থানেই একই সৈনিকের মত খেতে আনায় এবং পরিচালক করিয়ে দিচ্ছে। একটি গল্প দিয়ারেই পক্ষিগুলির সৈনিকের মত খেতে হলে স্থানান্তরিত হচ্ছে, কায়েদেই Panning একই গল্প অনুসরণ করে, এবংই পক্ষিগুলি যেখানে দিয়ারেই একটি চরিত্রের মত খেতে দিচ্ছে, কায়েদেই সেখানে এক অল্পসংখ্য নামের এবং প্রতিটি চরিত্রই নামের এক একটি নতুন সৈনিকের চরিত্রিক অভিনয়িত অনুসরণ দিচ্ছে। এখানে পক্ষি অল্পসংখ্য Panning কোনো অল্পসংখ্য কায়েদে, যেমন দিয়ারেই হওয়াই পক্ষিগুলি Sequence তাঁর মূখ্য বিষয় বস্তু, যা উক্ত গল্পের মাপি পরিচালক ও কায়েদেই পক্ষিগুলি একতাকে চমকায়ভাবে কুঁড়িয়ে ফেলে। অল্পসংখ্য পক্ষিগুলি পরিচালক ও বিদ্যমান চরিত্রের কায়েদেই অবস্থানে নির্মিত হয় "কোম্পানি"তে একটি পক্ষিগুলি আছে যেখানে পক্ষিগুলি কোম্পানি এক অবস্থানে ফুটবে তার মতের জানলা দিয়ে পাঁচের পক্ষিগুলি জীভনের এক মা ও পক্ষিগুলি মিকে অনিমেষ পক্ষিগুলি জীবিত আছে। কায়েদেই একটি উপস্থিতির প্রাথমিক থেকে একই প্রেম ও সমান কোম্পানির মত কোম্পানি ও এই মা ও ছেলেকে বিবাহ করেছে। কোম্পানির অল্পসংখ্য মাপি উপস্থিতির যে আকাঙ্ক্ষা তা স্থলস্থানেই এই একটি পক্ষি কোম্পানির মতের প্রতিফলিত হয়েছে।

বক্তব্য, চলচ্চিত্রের মধ্যেই অল্পসংখ্য পক্ষিগুলি পক্ষিগুলি পক্ষিগুলি, তাই চিত্রগ্রহণ, তার পক্ষিগুলি, তার উপস্থিতিতে যে নির্দিষ্ট প্রেম থাকতে হয়, তার মাথা দিয়েই প্রত্যেক পক্ষিগুলি অভিনয়িত, পক্ষিগুলি কোম্পানির আকাঙ্ক্ষা দিতে হয়। তাই পরিচালককে কোম্পানির চলচ্চিত্রের মত করিয়ে দিচ্ছে। চলচ্চিত্র না, তাঁকে হতে হবে পক্ষিগুলি ও পক্ষিগুলি পক্ষিগুলি।

ছোটগল্প সমীক্ষা : ২০ শতকের সিদ্ধান্তমালা

শীশন চট্টোপাধ্যায়

বাহ্যিক বস্তুটির বর্ণনামূলক 'সত্তা' জগৎ কোনটি হতে পারে — ইতিপূর্বে শ্যামল, একমুখি প্রেম, সামাজিকতা, বিউটিফুল বা অনন্যিতা এক ইকোলেক্টোরাল ফ্যাকালিটিস্ ইত্যাদি শব্দভাণ্ডার কাল্পনিকভাবে নানা প্রকারে ব্যুৎপন্ন হওয়া শুরু করেন অতি আধুনিক ছোট গল্পকাহারা তাঁদের সাম্প্রতিক চিন্তাব্যবহার ও বস্তুবিশ্বের।

মানব জীবনব্যবহারে যোগদান করার থেকে 'সঠি' সংগ্রহ করে একটি ঘটনাকে এককভাবে মানসিকতার উৎকলিত করে One Climax এর দিকে ছোটগল্পের প্রবণতা বিদ্যমান। অল্পকালের নির্দিষ্ট সময়কালের বর্তমান আধুনিক লেখকরা স্থির-স্থির বোম্বার্ডমেন্টে কখনো কখনো সমাপ্তিতে, বা কখনো কখনো বস্তুতত্ত্বের নক্সাগ্রাণিত কলীম হয়ে থাকেন। কিছু জ্ঞানভরন প্রদর্শনে অনেক চিত্রবিশ্বায়ন ও সমাজতত্ত্বের শিক্ষাদান আধুনিক ছোটগল্পের তারতম্যের কারণে। জীবনের 'যে' তথা ও হলের মিশ্রণে মননবলী কখনো জটিল ও চমকে। ছোটগল্পের বস্তুতত্ত্বের নিম্নে বাবার Elevation-কে আধুনিক লেখকরা শাস্ত্রমত জটিল করছেন এবং এমনও অবশিষ্ট দৃষ্টান্তে সার্বকালের দৃষ্টান্তে এমন করে বোধ হয় দমন হকনি। তাই, এক রাত্রির অল্প সেবা ছোটগল্প দৃষ্টান্তেই ব্যবহারের চিত্রকালের প্রতিক্রিয়া চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে। বহিরা সেপের অল্প বিভিন্ন পট-পটিকার অতি-আধুনিক বস্তুতত্ত্বের বা বস্তুতত্ত্বের পট-পটিকার প্রবী হন, তার প্রতীকবিভাগ করলে ছোটগল্পী পাঠকী হবে পাঠ্য বাহ্য :

- ১। কলেজের রোমান্স ও 'আস্ট্রোফর্ম' সামাজিকতাবাদ,
- ২। মানবীয় আর্থিক দৃষ্টি ও সামাজিক নীতি শিক্ষা,
- ৩। নাইটের স্বপ্ন ও দর্শনাত্মক মিশ্রণ,
- ৪। বর্ণনাত্মক কাব্য বাণী Plot-এ চিত্রিত চিত্র,
- ৫। 'অন্যদিক' রচনার বিউটিফুলিটি ও জীবন জ্ঞান।

কিন শব্দকের জীবন বোধ এক অতি আধুনিক শব্দভাণ্ডার ও সমাজের 'ইকোলেক্টোরাল' কল্পনায় প্রবণ এটিয়ে থাকে। এই বস্তুতত্ত্ব সামাজিকতার অর্জন উদ্ভূত করেছে সাম্প্রতিক জীবনবোধ। তার উপ ও

হবি আধুনিক যৌটবস্ত্রে স্নিগ্ধ ভাবে পরেছে। অতি আধুনিক বস্ত্রকাররা এই নতুন সমাজ আদর্শে নতুন স্নিগ্ধ করেছলি বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই অধ্যায়ের হালুকা-প্রদানস্ ও এশর স্নেহকর চিত্রাভরণ ইচ্ছাসিক এবং ভাব বহন উপযুক্ত কলেজীয় মহিলা ও পাপনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইন্দ্রাঙ্ক সুনী, মীরা বালমুদ্রাশ্রমিয়, ও হিমাত্রী জ্ঞানবর্তী যৌট বস্ত্রে এর পরিচয় দেবে।

হালুকা যৌগাটিক চিত্রাবার ইন্দ্রাঙ্ক সুনী 'সেপ' (২৫ পে আবার্ ৭৪)-এ 'একটি সন্যাস প্রদায়' রচনা করেন। কলেজীয় প্রতিযোগিতায় Pict এর চূড়ান্ত পর্যায়ে অগ্রসর। খট্টা প্রদায় লাবণ্যবস্ত্রের। 'অবৃত্ত (২২ পে আবার্ ৭৪)-এ হিমাত্রী জ্ঞানবর্তী 'সন্যাস'-তে এই একই স্নেহকর প্রতিষ্ঠিত করেন। 'অবৃত্ত' চিত্রিত রচনা স্নেহকর 'আবৃত্ত' অস্বীকৃত বস্ত্রকার ছিল। হালিক কল্লবর্তী (আবার্, ১০৭৪)-এ মীরা বালমুদ্রাশ্রমিয় 'একটি অস্বীকৃত স্নেহকর কাহিনী'-তে সেই কলেজীয় প্যাসন ও নতুন শাসনিকভাবে অগ্রসর করেন। একই আবার্য়ের কয়েকটি পর-পরিচয় এই চিত্রাবাস পরিচুত হয়েছে। এই যৌটবস্ত্রিক Cut picture করার ত্রুটি করা হয় কলে এও বস পরিচয় লবণে সার্থক হয়নি।

হালবীর আদিব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র করে এক প্রোট যৌটবস্ত্র সাহিত্যের বাজারে আসার অভিযাত্র। প্রতীচা পশুপতি বা বিলি বীতিতে ও প্রাচীনতমী টোপ্টিক চিত্রাবাসে এই বস্ত্রবস্ত্র রূপ স্নেহ হয়েছে এক-একই স্নেহ লাবণিক নীতিবিকা গিয়ে বস্ত্রাবার কিছুটা সমতা রচনা করেছেন। কল্যাণী সাহিত্যের প্রত্যেক প্রত্যেক এঁরা অস্বীকার করতে পারেননি। কয়েকটি দিনেবা পত্রিকা ও বিশেষ করে 'অন-কল্যাণ' এরপর বারক ও বারক। ০- পে আবার্ ৭৪ 'সেপ'-এ 'স্নেহকর অধ্যা-পাধ্যায়' একটি বস লিখেছেন। নাম 'স্নেহকর'। নামটি অনেক আকর্ষণ করে। অস্বীকৃত কবির (বৈতন্যের কল্যাণ কল্যাণ স্নেহ দিয়েছে) বা প্রাচীনতম লবণকর (০-০-০-০...০...০...০...০...০) বস্ত্রবস্ত্র পতি স্নেহ করেছে। পাকল নামক নারিকার প্রতি নারিকার লুপ স্নেহ ও হালিকট: কলেজের কল ট্রা অভিনয়—হাল পাঠকর পূর্ণাঙ্গের লবণ করলেও, হুঁচকীরা পাঠক হলে লাব কাটনা। এরা বস্ত্রবস্ত্র পারেন না যে: Nudity is not crime but what is nude is crime—'স্নেহ লবণা লাব ভাববর্তী-তে 'অন-কল্যাণ' নামে একটি গল্প 'আবৃত্ত'— (১) 'অদি স্নেহকর স্নেহ (২) 'স্নেহ কল্যাণ' এক বিবর্তিতার মত ইত্যাদি কাব্য-প্রকাশ স্নেহে লুপের স্নেহে এক কল্যাণবর্তী-বর্তী আদিব (বসিও এর কাব্য লবণ হয়নি)। স্নেহের স্নেহ প্রতিষ্ঠিত এক ট্রেনিট, প্যাসনের লব ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত বস্ত্রবস্ত্র 'অন-কল্যাণ' করা হয়। কিছু লবণবাসনের নীতি গিত ও স্নেহকর চলতে থাকে। স্নেহ এক Anti-climax-এ বস্ত্রের স্নেহ। এই বস্ত্রের স্নেহ 'অন-অপ্রতিষ্ঠিত' লবণ করলেও এই যৌটবস্ত্র স্নেহের কি সার্থকতা যোকা সেননা।

হাল বস্ত্রাবার (সেপ এই প্রকাশ) 'প্রাচীন' স্নেহ লবণ (অবৃত্ত স্নেহ প্রকাশ) বিলি বসি

ନୂତନ ପୁଷ୍ଟିକୋଷେ ଅତି ଆଧୁନିକ ଡୋଇ ବସ୍ତୁକାରଣର ଅନ୍ୟ ସୀତା ସାମାଜିକ ଓ ଶୈଳ୍ୟଗର୍ବର ଉତ୍ତମ
 ଗୋଷା ବିଶ୍ରେଷଣ କରାହେଉ ଡାକେର ଯଥା। ଅନ୍ତରାଳ-ନୈରାୟ ଗୁରୁତ୍ବରା ସିନ୍ଧୁକ, ଅସ୍ତ୍ରୀନ, କୁନ୍ଦଳାମାଳାର, ବନ୍ଦୋଳା ଶୈଳ
 ଡ଼ାକାୟ, ମାର୍ବ ଡ଼ାକାମାଳାର, ବୈଳବର ମାଳତୀ । ବାଳା ଏକ ବାଳା ହୋଇବର ବଳ-ବହୁଳର ଯତ୍ନି ହିରଣ୍ୟର
 ମେଘ ହେବା କଳ୍ପନ : ଅତି ଆଧୁନିକ ଲେଖକଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଇହିତ ମାତ୍ରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ଅତିକ୍ରମିତ ସେ, ହୋଇବର
 ମାହିତ୍ୟାବରଣର ଅନ୍ୟ ବାଞ୍ଛା ହେବ : ତା ନା ବଂଶେ ମାହିତ୍ୟର ବଳବହୁଳ ବା ନା ହୋଇ - ଅନ୍ତରାଳ ଆଧୁନିକ
 ଗ୍ରନ୍ଥଗ୍ରାମ ଯେବେ କୋରସିନିହି ହୁଏ ବାଞ୍ଛା ପାରିବେ ନା ।

এশিয়া ঘাফিকার বৃক্ :

সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতিক শোষণ :-

১। অর্থনৈতিক বিচলন :-

বিশ্ব পরজাতীয় যুদ্ধে বন্দকের নিষেহ রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধে পরাজিত জাতি-এশিয়ার বেশগুলি কর্তৃক শাসিত-বাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা এবং আন্তর্জাতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি চরম বিতর্কিত প্রদর্শন। এশিয়া-আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করা হল পুঁজি ইউরোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সাহায্যে। আরও এশিয়া আফ্রিকার জাতীয় জনসংখ্যাকে জর দেওয়া হইল। করে রাজস্বের তাল-প্রকাশ পাচ্ছে। আর এশিয়া আফ্রিকা দেশ সমূহের প্রকার সমতা। যে অর্থনৈতিক সমতা। প্রকৃত স্বাধীনতা মর্মেইর জন্ত একান্তভাবে প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ত প্রয়োজন স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির প্রসার। আর এই স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির জন্ত বিশেষ করে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদী ইক-ঘাফিক বিশেষজ্ঞরা এশিয়া আফ্রিকার অর্থনৈতিক অসুস্থতার কারণগুলি বর্ণনা করিয়াছেন :-

(১) এশিয়া আফ্রিকার সমস্ত দেশেই মূলধনপু পরিমাণে অবলম্ব্য হুতি পাচ্ছে :

(২) অর্থনৈতিক দেশের মোকটে অধিকারিত ।

(৩) অর্থনৈতিক দেশের জনসংখ্যই অর্থনীতি সম্পর্কে অধিকারিত। কিন্তু জাতি-এশিয়ার বেশগুলির অর্থনৈতিক অসুস্থতার কারণগুলি আলোচনা করলে স্পষ্টই যোগ্য হয় যে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বানান কারণগুলি প্রকৃত্যে মিথ্যা নয় হাফকরও করে ।

জাতি-এশিয়ার বেশগুলির অর্থনৈতিক অসুস্থতার অন্ত্য প্রকার কারণ প্রাচীন উপনিবেশিত পদ্ধতিগুলি (যেমন কুটন, লাল, কোলোডার প্রভৃতি) এই সমস্ত দেশের ওপর পড়ায় কর্তৃক বলায়

ভেবে চলবে। এই পরিস্থিতি হারা "নব্য উপনিবেশবাদী" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকা-এর দেশগুলির
 উপর নিজ প্রকৃত স্বাধনের কড়ি আনাজ্যে এই সমগ্র দেশের আত্মকৃত্রিম ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ চালিয়ে
 থাকে। যেমন সাইপ্রাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সাইপ্রাসের ওপর থেকে ইক মার্কিন
 যোগে গোপন পুঁজি পরিচালিত করে থাকে নব্য সাইপ্রাসের রাজধানী একচেটি অধিকার দ্বারা
 মার্কিনী দ্বারা সাইপ্রাস মার্কিন কলোনিয়ালিজমের। কঠিন, এমন, কঠোর কলোনিয়ালিজম সেখানেকার তেল
 ব্যবসা নিজেদের সুবিধায় করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন তামা ও তেল খনির ওপর একাধিপত্য
 করার বেলা চলছে। ওপর কুটিলের পূর্ণ কড়ি রয়েছে। এখানেইসের ওপর। খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে
 তেল ও অস্ত্রের খনির ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের একচেটিয়া কড়ি এখনও অক্ষর
 রয়েছে। এখনি মার্কিন ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির প্রথম প্রধান মন্ত্রক সম্পদের গ্রিন
 চুক্তিগুলির মালিক হ'ল সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষ করে মা কেম-সাম্রাজ্যবাদীরা। বিশ্বের প্রধান তেল
 সরবরাহকারী দেশগুলি হল এশিয়া-মার্কিন ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি। ১৯৬৯ সালে
 বিশ্বের সমগ্র তেল সরবরাহের মধ্যে এই অঞ্চল থেকে সরবরাহ হওয়া শতকরা ৬০ ভাগ। বর্তমানে এই
 সমগ্র অঞ্চল মোট তেল সরবরাহের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ তেল সরবরাহ করে থাকে। এই অঞ্চলের
 তেল সম্পদকে নিজ মাঝে এনে সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যাপকভাবে সুরক্ষা পূরণ করে চলছে। তেল
 খনির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের লোভ এবং কড়ি করার দ্বারা বিশেষ প্রচেষ্টা সম্পর্কে উপনিবেশবাদী
 রাষ্ট্রের কয়েকজন জনস্বাক্ষর এবং সাংবাদিকদের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রমাণিত যোগ্য। বিশেষ মার্কিন
 সংবাদ "ওকোনার" আর "টেল সাম্রাজ্য" প্রমাণ করেছে যে দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে
 দরকারী পদ। তেল নিরক্ষরকারী দেশগুলির সেখানেই মার্কিন সরবরাহীভিত্তি নিরক্ষরিত। দুইটি
 পত্রিকা "অকোনার" লিখেছে যে পশ্চিম এশিয়ার কুটিলের কর্মসূচি একটি প্রধান লক্ষ্যে দ্বারা
 নির্ধারিত হয়—তার'ল পারস্ত-উপত্যকার অঞ্চলে তার তেল আধিক্য করা। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৬০
 সাল এই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা এই অঞ্চল থেকে ১১ হাজার ৬ শত ১৪ কোটি টাণ্ডা তেলের
 ১'৪৯ টন তেল বিশেষ চালান দিয়েছে। আর সেই টাকার শতকরা ৭০ ভাগ সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ্যণ
 বরাদ্দ পেয়েছে। আর আমেরিকার এই বহুত্ববৃত্তি মহাচক্রের বহুত্ববৃত্তিক ও অভিক্রম করে দিচ্ছে।

কুটিলের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকা-এর মার্কিন আমেরিকান দেশগুলির উপর নিজ আধিক্য
 করার দ্বারা কড়ি প্রতিষ্ঠাশীল এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ভাবনা দ্বারা দোষের ব্যাপকভাবে
 সাংবাদিক দ্বারা নিয়ে এই সমগ্র দেশের একদিকে যেমন সার্বভৌমত্বক বিশদ করে অন্যদিকে যেমন
 খারীন অর্থনীতি বিকাশের প্রতিবন্ধক করে যাচ্ছে। তাহা হ'ল ইক-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সেন্ট্রা
 সিন্দ্রাটো এক বিশেষ দ্বি-পাক্ষিক সামরিক চুক্তিতে আফ্রিকা-এর দেশগুলিকে আবদ্ধ করে আফ্রিকা-
 এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কড়ি সম্পদের ওপর চালিয়ে থাকে।

চতুর্থঃ সাম্রাজ্যবাদীরা অস্বাভাবিকতার দ্বারা এশিয়া-মার্কিন ও লাতিন আমেরিকা

শেষগুলিকে নির্বাকভাবে শোষণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা যিনের পর যিন বিজয়ের বেগে
 প্রকৃত দ্বিগুণ ও ত্রয়ীভাবিত হুগা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে এবং এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা কল্লিক
 উপনিবেশিত ঐচ্ছামালের দ্বারা ক্রমাগত হ্রাস করে চলেছে। এইভাবে ১৯৪৩ সাল থেকে '৬০ সাল
 এই লম্বা বছরের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকাঃ শেষগুলিকে তার হাজার
 একশত চল্লিশ কোটি জনের জর্জি বীকার করতে বাধ্য করেছে।

এই অর্থমৈত্রিক শোষণ থেকে মুক্তিও একটি দাবীই নয় নাহে : সেটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের
 দলে দলসম্প্রদায় করে বাবীন অর্থনীতির পথে অগ্রসর হওয়া ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে
 বানিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। সাম্রাজ্যবাদীদের করণ থেকে মুক্ত হতে পারলে একটী দেশ যে
 কতখানি অর্থমৈত্রিক উন্নতি পাবে এদিয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ ফিউরা : আজ ভূমিনিকান
 বিশাখসিঃঃ উপনিবেশিত ইচ্ছুর ৮৬৩৫ ৭০ জাতি আমেরিকার দ্বাৰে নিয়োজিত হয়। নহা—
 উপনিবেশবাদী আমেরিকা দুকুয়াইঃ বিল্ডে জোমিনিকানরা অহাঃ বোষণা করেছে।

ভারত, পাকিস্তান, সিহেল, উগান্ডা প্রকৃতি আকৌনির দেশগুলির বীচনার একমাত্র নয়
 নহা উপনিবেশালের ঝাঙ্গে নাহন।

—

ENGLISH DEPARTMENT

EKATA

EDITOR

Shiba Sankar Datta

ASSISTANT EDITOR

Shibaji Gupta

SECTION EDITOR

Amit Roy Chowdhury

Editorial Board

UNIVERSITY STUDENTS' UNION MAGAZINE

Shiba Sankar Dutt—Chief-Editor

Shibaji Gupta—Assistant Editor

Chhanda Ghosh—(Bengali)

Aub Ansari—(Urdu, Persian, Arabic)

Amit Roy Chowdhury—English

Sumita Mitra—(Science College, Upper Circular
road)

Triana Roy Chowdhury—(Science College Bully-
unge)

Amar Maity—(Science College Bullygunge)

Indra Kant Jha—(Hindi Department)

/

Dead Morning

Gostha Behari Sen

From morning till morning
The bitter wind is blowing :
Black clouds are sailing fierce,
Swollen with all human tears.
Dead morning.

Why dead ?
A lunatic from asylum ?

Yes. His honey-moon
Was spent in the asylum,
Coronation in the prison.
What is the reason ?

A treachery in the wedding night
Meaning holy bond. Neither holy
Nor bond ; a mockery, a treachery,
A reddish veil :
Beneath it the hell.
A screen on the door.
On the Door

A screen, a screen,
How deadly, how mean ?
Is it election or selection ?
The Corpse to the cremation.

A golden field for toil,
Now a desert where we coil.

My lord, our appeal,
No response.
The echo haunts
No high court, no Justice
The mansion's silence reveals.
The dead morning cripples lives
With sharp-edged, dazzling knives.
Inside and outside the screen
What does this modernity mean ?

He is as He is.
We are as we are.

And are we ?
Black smoke from the mouth
Of the cheat chimneys proud,
Coal dust from the loaf,
Is there any hope ?

The Poetry of New Epoch

✱

Jyotirmay Ghosh

(Department of English)

Too much of everything is said to be bad. This is exactly the case with modern poetry. Arnold's dictum that poetry is the criticism of life has been stretched too far to include philosophy to film-show! And "what we have in our times is not a flourishing poetry but a curious brand of poetry compounded of verse and criticism.

It is accurate to call this hybrid 'criticism-poetry.' Verse is flesh and criticism or interpretation of life is, so to say, blood to poetry. But when the flow of blood-circulation exceeds normalcy, blood pressure appears. Modern poetry has been suffering from the disease of 'criticism-pressure'. What type of criticism the poets of the Western world present to us? Their creative impulse has been eclipsed by the ominous shadow of the ghosts of existentialism and pragmatism. They together with other artists of the different branches of literature have gone almost mad over the 'the philosophy of the absurd.' Despite differences in form and approach are consistent in the affirmation of the meaninglessness of life. They all "sit and hear each other groan." Existentialist finds no meaning of existence ultimately. The pragmatist artists finds the sole meaning of life in blood-horror and sex

1
corruption. In our humble opinion, however, great a pundit or intellectual a poet of either group, may be his interpretation of life is to be fittingly compared not to blood-pressure, but to blood-cancer.

No, we are not at all minimising the acuteness of the problem of evil in modern Western civilization. We are trying neither, to simplify the tremendous complexity of the individual existence in the decaying bourgeois society. We understand perfectly well the sheer pathos of uncommunicability between man and man as emphasised by one of the reputed absurd dramatists, Ionesco. The sense of isolation is really a sordid affair to both the poet and the reader. Our point is that the readers or spectators are already in a life-in-death condition. If poets along with other creative artists add to their despair, frustration and the sense of nothingness, who will be there left to console and inspire them, who will give them the intimations of light in the dungeon of darkness? To up hold the banner of life in the midst of decay and death is the truly sacred duty of the committed poet. The most ancient poet Valmiki has to undergo a hard ordeal of expiation both for himself and for all the oppressed humanity, even at the cost of being covered up by the the cluster of white ants all over his body. This again signifies the physical suffering and spiritual agony which the father poets had to undergo before giving birth to the vision of 'Rama Rajya' (The Regime of truth). Every representative great artist has to undergo such an ordeal before giving birth to his great, enduring art voicing forth the spirit of the age. Actually what the poet knows in suffering writes in poetry.

The problem of evil is no new phenomenon. In the golden age of the slave-exploiting Greece the Greek masters of drama have to face it. But they though stressed the predominance of fate, never lost any chance to glorify the human spirit. And moreover, man has advanced far from them—the doctrine, of pre-destination is no longer tenable. Both Dante and Shakespeare were moved in their own way by the problem even of evil in the acme of the

Renaissance. But still the total impression emanating from their vision is not nothingness of life, at all. Shakespeare never lost sight of the 'brave new world,' nor Dante failed to reach Purgatorio from Inferno. The sense of nothingness was never final with them. Our Tagore, summing up the 'Sadhana' of 'prajna' by the great Indian sages has declared, "To lose faith in man is sin. So long there is exploitation of man by man, contradiction among classes, the threat of a global destruction by a thermo-nuclear war—the problem of evil, the uncertainty of the human existence is bound to find expression in poetry.

And to tell the truth is this an age of decay and destruction only? A great portion of the exploited working people has built up and is still continuing to build up a new system of society free from bourgeois handicaps and capitalistic vices; the emancipation of women, the other half of mankind has taken place in a large part of the world, the Negro-brethren of black Africa have earned the long awaited salvation from the clutches of the imperialist Yoke to blossom forth the redroses of their soul. After Asia, Europe and America it is now the turn for black Africa to contribute newer gifts to the domain of world history and world culture. We expect eagerly a good harvest from the untilled, fertile tract of human consciousness. Man has set his foot-points on the highest peak of the world. He is now out to conquer the outer space with more and more successes to his credit. So this age is the age of the rise of the oppressed, exploited majority of man kind. New vistas have been opened to the unbound creativity of man. It is philosophically as well as politically a new epoch—the epoch of the decisive triumph of socialism over the collapsing capitalism, of real, not formal truth and justice over falsehood and tyranny. From this particular point of view if absurdity lies anywhere, it is in this intellectual idiocy of magnifying the forces of evil against the forces of good—a sincere, penetrating insight will reveal that the reverse should be the case. The forces of good and truth have

never gathered such a tremendous momentum as in this epoch. And the greatest possibility of good and truth has to justify its worth by triumphing over the vilest sort of evil so far perceived in the history of man. Unmixed good or evil in an impossibility. But we must possess the capacity of alienating the chaff from the corn. Our objection is to the partial representation of life—not only its conflicts and crisis, but its conviction also. Let us remind ourselves that life is a mingled drama.

Every great historical epoch manifests its inner conflicts, crisis, doubts—all resolving in some grandiose solid conviction in poetry of some kind or other. The mythological India or Greece in the great Primary Epics of Valmiki, Vyasa and Homer respectively, the Periclean Greece in the great classic dramas of the Hellenic masters, the golden era of India in the poetry of Kalidasa, the European Renaissance found their authentic spokesmen in Dante and Shakespeare. It is to be declared without any hesitation on the eve of the diamond jubilee celebration of the great October Revolution that after the great Renaissance epoch this is the greatest era in the history of man kind. This new epoch too requires a single or rather a group of great creative prophet poets to embody its struggle, crises and conviction in an appropriate form of poetry. Our journey will not be from a milder despair to stronger frustration, rather from an apparent nothingness to an ultimate, inevitable fullness of life. Hence if anybody is there to break through the vicious circle of mediocrity, obscurity and cheap, shallow half-hearted negativity of outlook he must be ready to bear the brunt of the most acute sort of suffering for himself and for the suffering humanity of the collapsing bourgeois world. He is to be fully aware of the setting of the old sun in the Western horizon, but at the same time he must not lose sight of the new sun rising in the east. He is to draw deep from the ever-fountainishing well of the socialist humanity. A great creative poet is necessarily and internationalist, today. The immediate reality around him

appears to be corrupt top to bottom, a dull, desolate, mechanical repetition of the hellish existence day by day. But the ultimate future is beyond doubt and clearer than Shelley a glorious visionary one. Bourgeois mode of human existence is going to collapse, still before departure it is bequeathing the new-born world with its inheritance of the vast range of human achievements, out of which a far more beautiful place than Heaven itself and for man than the scriptural God Himself will be created. In the midst of the deaf the poet must not fail to listen to the sound of the foot steps 'yonder, the great man comes! This imaginative vision a great poet should feel 'in the blood and feel along the heart'—it will act as a remedy to his individual frustration and help immeasurably present a great enduring poetic vision to the suffering mankind.

Mind that this is the age of democracy. Kings or feudal lords are no longer to patronize the poets. General masses are to be the patron of poetry to day. It must be approved of and appreciated by a larger and larger masses of people with the spread of education. Poetry should once again seek "that audience which has for so long been outlawed by the aristocrats of the word," and by seeking regain spontaneity and the use of the human voice in place of the artificial culture myth and the bleak foot note." Together with spontaneity and intelligibility dignity of great, sublime poetic art is to retained. Mere propaganda can not be poetry, nor the shallow Browningsque optimism. How this can be done is to be determined by the poet concerned through a trial and error method of experimentation. The novel, or fiction is paradoxically on the wave in this very period of its climax in the sphere of Western literature. The vacuum that is going to be created by the retreat of the novel can not be adequately filled up by short story or one-act play. This is the hightime of poetry to regain its due place of honour as the most ancient the most subtle and the most sacred form of literary art.

The Sino-Indian Border Dispute

●
Dipankar Basu,
Political Science

The relationship between two neighbouring countries may be of friendly alliance or of hostility; though it changes as internal or international conditions change. However, there are certain factors, like that of geography, history, economic interests, cultural affinities and political ideology, which are constant to a great extent. It is not true also

that two countries should be friendly because their ideologies are similar or enemy to each other because of ideological differences. There are various other factors which play an important part in their relationship, especially their self-interest and security.

India and China had lived for a long time in a peaceful atmosphere without any political conflict and territorial dispute as between themselves. The legacy of friendly relationship was further developed after India became independent in 1947 and China proclaimed the People's Republic in 1949.

It was on January 23, 1959 that Mr. Chou-En-Lai, the premier of China, in a letter to Mr. Jawaharlal Nehru, the prime-minister of India, questioned for the first time the established boundary between India and China. But still then no specific territorial claims were made by China. The Chinese Government, however, put forward the claim to 50,000 Sq. miles of Indian territory only on September 8, 1959. It can be said in this respect that serious border disputes occurred during 1954-1959, but both the countries did not take a serious note about the disputes and went on maintaining friendly relationship. India thought she would be able to solve the

border disputes by means of negotiations and conciliations. China also kept quiet during this time—she was involved in minor border activities only. However, she occasionally published maps which showed Indian territories within China: but when she was asked about these maps, her reply was that the maps were only copies of older maps which the People's Government did not have the time to revise.

The border disputes between India and China came to the open field only after 1959. The areas which were shown on the Chinese maps—the maps which were to be revised by the Chinese Government—were suddenly claimed by Red China. After 1959, border incidents occurred from time to time. The border dispute, however, a new seriousness, culminating on October 20, 1962, in a massive military invasion of the northern frontier of India by Red China from Nefu in the east to Ladakh in the west. China, however, declared a unilateral cease fire on November 21, 1962 and accordingly the Chinese forces withdrew 20 K. M. behind the Mc Mahon line, which China called the "1959 line of actual control" in the Eastern frontier and also 20 K. M. behind the line of their latest aggression in Ladakh which was further identified with the so called "1959 line of actual control", in the Western frontier. This left the Chinese in illegal possession of 14,500 Sq. miles of Indian territory in Ladakh, including the fruits of their latest aggression. India, though refused to accept the unilateral terms of the aggressor, however, decided to accept the cease fire. Indian Government wanted the restoration of status-quo as it was before 8th September, in all the sectors of the boundary as a condition for peaceful Co-existence. China refused the Indian proposal. A stalemate still continues.

A sufficient number of arguments have been used by both India and China with regard to the disputed territories. As Professor Baines observes, "In this controversy arguments based on treaties, usage, custom, watershed, geography, race and effective jurisdiction have been advanced by the parties in order to vindicate their claims to large chunks of territory all along the 3000 miles of frontier in the north of India." We have to judge the sino-Indian border dispute from the point of 'International law' and 'International practices.'

From the point of view of international law, national boundaries are considered to be of great importance for a national power. A state has got the right also to protect its boundaries for the maintenance of territorial integrity. The U. N. charter prohibits the method of use of force in the reshaping of frontier line. Unilateral declaration to this extent by means

of force is always to be avoided. Peaceful means should be always welcomed and boundary treaties, historical facts and geographical features etc. are to be taken into consideration in the settlement of border disputes we are to judge the border disputes, remembering these points in our minds.

The frontier line between India and China extends over a large area. Professor S. P. Sharma points out that China and India have some 2,500 miles of common frontier extending from North West Kashmir to the tripartite junction of India, Burma, and China near Tain Pass. He also points out that both the Governments have advanced conflicting claims to approximately 50,000 sq. miles of territory.

The first area of dispute is the region of N E F A, which is usually known as the Eastern sector (South-east border of Tibet); the second area of dispute, which is known as the central sector, is near the Indian and Tibetan frontier affecting the two Indian protectorates: sikkim and Bhutan; lastly, there is the western sector, which is the Jammu & Kashmir section of India involving India's northern province of Ladakh in the Himalaya.

Both India and China have made claims and counter claims regarding the areas in different sectors. We can first discuss about the claims relating to agreements, the honouring of which had been emphasised by the International court of Justice in the "case concerning the Temple of Preah Vihear Merits"—(Cambodia vs. Thailand, 1962).

We can first discuss about the eastern sector. In the Nefu, the border line was formalised at a conference, held in Simla from October 1913 to July 1914, which was attended by the plenipotentiaries of the Government of India, Tibet and China. The border line, usually known as Mc Mahon line, was also decided in this conference. The boundary between India and Tibet in the sector east of Bhutan was confirmed by an exchange of notes between the Tibetan and Indian representatives on the 24th. & 25th. March, 1914. The boundary line was drawn on two sheets of a large scale map of the Nefu. The two copies of the map were signed and sealed by the Indian and Tibetan representatives. The India—Tibetan border line was incorporated on the map attached to the draft convention. This was never challenged by the Chinese representative at that time or afterwards. Tibetan authorities were also not dissatisfied with the frontier line, as was explicitly stated by Lonchen Shatra, the Tibetan plenipotentiary. The Mc Mahon line runs mostly along the crest of the high Himalayan Range which forms the natural frontier between the Tibetan in the north and the sub-mountain region in the south —"from the northeast corner of Bhutan across the Brahmaputra near the 'big

loop' to a pass called lawrazil in the northern corner of Burma" (Art. 9 of the convention).

Both the Simla convention and the map attached to it were signed by Ivan Chen, the Chinese representative in Simla conference; but even then the Chinese Government later on declared the Agreement as void and invalid. The Chinese Government raised the question of whether the Tibetan Government as it was in 1914 had the legal capacity to sign the Agreement and whether Tibet was actually an independent state at that time. It can be said Tibet had all the qualities of a state and after the collapse of Manchu dynasty in 1911, Dalai Lama proclaimed independence for Tibet in 1912. That Tibet was a sovereign state and had legal capacities to sign a treaty, had been correctly interpreted by the International commission of Jurists: "Tibet's position on the expulsion of the Chinese in 1912 can fairly be described as one of *de facto* independence and there are...strong legal grounds for thinking that any form of legal subservience to China had vanished. It is therefore submitted that the events of 1911-1912 mark the re-emergence of Tibet as a fully sovereign state, independent in fact and in law of Chinese control"

Moreover, Art. 3, para 1, of the Draft Articles on the law of Treaty prepared by the International Law Commission, which states that "Capacity to conclude treaties under international law is possessed by states and by other subjects of international law", proves that even a community, without being having all the characteristics of a state, can make international agreements. The fact that Britain acknowledged the Chinese suzerainty over Tibet, does not mean that Tibet had the legal capacity to sign the Simla Agreement on 1914.

The Chinese Government also argues that she did not sign the Simla Convention and moreover she did not rectify it also. But China was never against the Agreement, before the border dispute arose in 1959. The exchange of letters between the Indian, Tibetan and Chinese Governments also show that China actually recognised the Simla convention although The Chinese Government made objections to the Simla Agreement,—memorandum of 25th. April, 1st May and 13th. June, 1914 and 30th. May, 1919—the objections were mainly in regard to the boundary between Inner Tibet and China, and Inner Tibet and outer Tibet, and not against the boundary between India and Tibet. It is also significant to remember that in discussions with the Government of Burma the Chinese Government agreed in 1956-57 to consider the eastern

sector of the McMahon line which forms the boundary between China and Burma for about 120 miles.

It is not true also that the British Government applied duress over the other signatories of the Simla convention. The Tibetans reaffirmed the McMahon line even in 1936 and in 1938, and respected it during all these years before the Chinese captured Tibet in 1950.

Finally, when premier Chou-En-lai came to visit India in 1956, he also gave a verbal declaration in regard to the recognition of Mc Mahon line. International law recognises verbal declaration also—in the Eastern Greenland Case, (1933) in a verbal declaration made by the Foreign Minister of Norway was considered by the permanent court of International Justice as being binding upon Norway. We can so say that Chou-En-lai's declaration was in fact a recognition of the Mc Mahon line. Indian case is so justified in the eyes of international law.

The central section of the boundary between India and Tibet is the frontier of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and the Punjab. The conflict in this sector centers around the status of a number of mountain passes and other small areas. The Government of India bases its claims on an agreement concluded with China in 1954—in Article IV of the agreement we find a controversy regarding the six mountain passes: Shipki, Mana, Lipu Lekh, Niti, Dama, Kungri-Bingri. China claim that the agreement of 1954 was only a trade treaty. But the documents published by Lok Sabha secretariat, regarding foreign policy of India in 1958 proved that it was not so. Moreover, on April 24, 1954, a joint communique was issued by two signatories of Sino-Indian treaty of 1954 which states, "both parties discussed fully question of existing in the relations between China and Tibet on Tibet region of China..." Mr. Kaul, the Indian representative claimed the six passes as being within the Indian territory. The question was so who owned the passes. It was, however, decided that the passes were to be border passes and would be thrown open to the citizens of both the countries. It can be so proved that Chinese recognition of the passes of border passes means that the areas south of the passes are outside Chinese jurisdiction.

The India-China border dispute is also closely linked up with the question of boundaries between Sikkim and Bhutan with China. As far back as in 1890, China recognized the Indian Government's control over the internal administration and external relations of Sikkim. Article I of the treaty, which was concluded between China and Britain in 1890, points out that, "the boundary of Sikkim and Tibet shall be the crest of the mountain range

separating the water flowing into the Sikkim Tista and its affluents from the waters flowing into the Tibetan Mochu and north wards into other rivers of Tibet..... This boundary line was again demarcated on the ground in 1895. The treaty of 1901, which was signed between Britain and Tibet, the Simla convention of 1914, and the reports of International Commission of Jurists, which confirm the Anglo-Chinese convention of 1906, also point out the abovementioned points to a great extent. Moreover, in 1950 a treaty was concluded as between India and Sikkim which gave India a control over Sikkim's external relations. So there can be no dispute regarding the boundary between Tibet and Sikkim.

With regard to Bhutan, it was decided in 1910, by a treaty between Bhutan and Britain, that Britain was to control the foreign affairs of Bhutan. In 1949, a similar treaty was concluded between the Government of India and Bhutan. China never protested against this finally, even in April, 1960. Chou En-Lai recognised the Indian Government's authority to regulate the foreign affairs of Sikkim and Bhutan, though later on this was denied by the Chinese Government. China realised that, in matters of central sector, it would be better to bargain with the Government of Sikkim and Bhutan respectively rather than with the Indian Government who had the authority to rectify the errors in the Chinese maps with regard to Bhutan's frontier with China, which actually India tried later on.

In the Western Sector, the boundary of Jammu and Kashmir with Tibet and Sinkiang is near about 1,100 miles in length. Ladakh, which part of Jammu and Kashmir is only two-thirds of this frontier. In 1684, a treaty was signed between Ladakh and Tibet which confirmed their traditional boundary. China never protested against this treaty also, and it was only in 1960 that she refused to accept the treaty as valid one.

Ladakh was at first an independent state; but in 1664, she came under the suzerainty of the Moghul Empire. During 1681-1683, however, Ladakh with the help of Moghul king of Kashmir completely ousted the joint army of the Mougols and the Tibetans. In 1684, Ladakh and Tibet signed a peace treaty regarding the border line. This agreement operated continuously from then on. So China's claim of invalidity of the treaty of 1684, is not justified. Moreover, in 1842, a treaty was concluded as between Tibet and China on the one hand and Kashmir on the other hand, which again reaffirmed the border line of Tibet and Ladakh.

China, however, claims that she was never a party to the treaty of 1842. But the old documents sufficiently show that China actually signed

the treaty—the names of the signatories, who represented China and Tibet were respectively, Kalon Sakon and Depon Shabehn 'Bakshi'. It is not true also that China did not ratify the treaty of 1842⁴ her subsequent acts, especially regarding the provisions of the treaty dealing with the exchange of goods and presents, proved that she actually complied with other provisions of treaty. However, the treaty did not define the border line, but only referred to the old established frontiers. It was because the border line was well known and did not require any formal declaration. In 1847, the Chinese Government also informed the British Government that as the border line was sufficiently fixed : the treaty of 1684 between Tibet and Ladakh pointed out that, "the boundaries fixed in the beginning...shall still be maintained, there was no need of re-measurement of the areas. However, Indian officials surveyed the areas and later on Indian maps began to show the boundary with precision. In official Chinese map of 1893 also showed the border line as it was drawn in the Indian maps. Even the British traveller Chuningham said in 1854 that the eastern boundary of Ladakh was well defined. The demarcation pillars which were constructed in this border line also justified Indian claim to a great extent.

Indian Government also tries to justify its points in regards to the claims relating to historical possession and boundaries. It tribunal of the Permanent Court of Arbitration, in the case of Island of Palmas (1928), pointed out that possession should be manifested by peaceful and continuous display of sovereignty which might take of different forms and that it was not necessary that sovereignty was to be exercised in fact at every moment on every point of a territory. Prof. Briggs also observes that the Clipperton Island Arbitration (1932) points to the fact that possession is accomplished in previously uninhabited territory at the moment of exercise of possession and a later claiming state must prove that the prior state had the willingness to abandon the area. The P. C. I. J. in the Eastern Greenland Case (1933) and the I. C. J. in the Minquiers and Ecrehos Case (1954) also emphasized the above mentioned points. A sector by sector analysis of the Sino-Indian border dispute to this extent will clearly clarify the arguments of both the parties.

In the eastern sector, the old documents and even the Sanskrit texts, the Vishnu Purana, refer to the Himalayas as being forming the frontier of India. It had been same throughout the ages. In 1838, Assam, which included Naga (at present under the direct administration of the Government of India) was annexed by the British Government. The Monba, Aka, Dafa, Mini, Abor and Mishuri Tribes, who inhabit the area South of the Mc Mahon

line, are also of the same ethnic stock as that of the hill tribes of Assam and have no kinship with the Tibetans. India has also exercised jurisdiction in this area continuously for a long time, which was recognised by the Simla convention also. Mr. Christopher von Furer-Haimendorf so observes:—"I know from personal observation that the Dafu and Miri country...had then within human memory never been entered by Chinese or Tibetans...it is difficult to imagine what historical arguments China could put forward in support of a claim to a country which has never been part of China and is today administered by India."

In the central sector, though in 1959 the Chinese Government did not agree to the border line as was drawn in the Indian maps, agreed, however, later on to some extent. The areas of the central sector have also been inhabited by the people of Sikkim and Bhutan. The instances of March 1886 and June 1902, when the Tibetan trespassers were ousted by the then Government go to a far extent to prove Sikkim's authority over the areas. Bhutan Government also sends its officials regularly to collect revenues from those areas. All these show that India, being a spokesman of Sikkim and Bhutan, could claim the areas on grounds of historical possession.

In the Western sector, India tries to justify her points by means of old documents and maps, including those of China. From 1846 onwards Kashmir came under the suzerainty of Britain who again recognised Gulab Singh as the Maharaja of Ladakh. The subsequent Kashmir Governments and the Government of India have all the time sovereign authority over Ladakh. It is true that Indian authority over the Ladakh area was not so extensive in comparison with the eastern sector, this is due to the different character of Terrain in Ladakh; the area along the frontier is a formidable one with altitudes in excess of 14,000 feet above sea level, and reaching 20,000 feet at the border and even higher at some crests. This area is so relatively uninhabited. Before the construction of Aksai Chin road in the disputed areas in 1956-57, Indian patrol parties in the frontier never call across any Chinese also there. Professor Werner Levi points out that the control over the Aksai Chin area to protect the Tibet Sinkiang Highway was the major motivating force behind the Chinese action in the Indian borders. It is actually true also that on the basis of this road China claims authority over territory which cannot be justified in the legal sense. It is not true also that India has lost possession of the areas, because she had acquiesced in the Chinese activities.

International law does not say so and in the 'Case Concerning Sovereignty over Certain Frontier land' (1959), the I. C. J., rejected the claims of the Netherlands and pointed out that the acts of sovereignty which were exercised, including those activities such as, surveys, sale of land, rent laws etc., were not sufficient enough to displace Belgium sovereignty and so did not prove acquiescence on the part of Belgium. We can also see that China never protested against the historical possession of the boundary areas of India, until before the Sino-Indian dispute actually arose.

The India-China border dispute can be discussed from the point of view of the principles of acquiescence and estoppel. Professor S. P. Sharma observes that acquiescence refers to features of the context indicating explicit or implicit consent to a claim; it manifests a silence or absence of protest in particular contexts of conduct of a state which, according to a Community expectations demand a positive responding action to preserve a right; the resulting outcome is to prevent an acquiescent state from denying or challenging the validity of a claim which it has not protested. Prof. MacGibbon observes that the principle of estoppel demands that a state ought to be consistent in its attitude toward a particular situation of authority or control. Prof. Schwarzenbegen also points out that acquiescence in a particular situation establishes an estoppel.

It should be, however, remembered that acquiescence in boundaries, which have been sufficiently delimited by published maps or by surveys, estops a state to make subsequent claims. Moreover, the border line should be proved also by explicit or implicit agreements, which would point out the fact that the boundaries were same as they were demarcated in the agreements. Finally, any positive acceptance of the border line, whether by words or by writings, estops a state to make different claims afterwards. These observations would point out the fact that China had acquiesced in several ways in the border areas now claimed by India; as a result China should be regarded as estopped from disputing the boundaries at this later date.

In the eastern sector, China has acquiesced Mc Mahon line for a long time, and this prevents China to protest against the border line. The series of maps—the Postal Map of India published by the Chinese Government, in 1917, the maps of Tibet in New Atlas and Commercial Gazetteer of China published by the New China Daily News in Shanghai after 1917, the Atlas of the Chinese Empire, published by the Chinese Inland Mission in 1908—which were published in different times go to a far extent to prove that China recognised the Mc Mahon line as the frontier of the Nefu,

In the Central sector, Indian Government points out that the Chinese note of December 26, 1959, which expressly stated that the Indian maps conform to reality, proves to a great extent that China has acquiesced in this area.

In the Western sector also the different maps and recent utterances of the Chinese Government prove the Indian claim of Chinese acquiescence.

It should be remembered also that China had been all the time aware of Indian publication of maps, but she never protested against this. The Sixth Schedule of the Indian Constitution also laid down the Indian boundary line to this extent. Moreover in conversations with Mr. Nehru, in 1944 and in 1956, Mr. Chou-En-Lai remained silent about the frontier line and even recognised the Mc Mahon line. International lawyers finally agree that silence could create an estoppel and this point has been further reiterated by the I. C. J. in the case of Cambodia vs. Thailand (June 15, 1962).

In order to establish one's claim regarding the border line, it must be proved that the physical features and the geographical conditions conformed to the boundary areas. Mountain crests and watersheds are important in this respect. Thomas Holdich observes : "A definite line of watershed carried by a conspicuous mountain ridge, or range, is undoubtedly the most leading, the most unmistakable, and the most efficient as a barrier." The physical features and geographical conditions of the terrain between India and China, also prove the Indian point of view in the Sino-Indian border disputes.

The Chinese contention was : "Could there possibly be any more untenable argument in the world for scissoring 90,000 Sq. K. M. of territory from China than by describing a watershed as the boundary between China and India, just because there happens to be a watershed there ?" (Peking Review—September 15, 1959.) But that the mountain crests and watersheds are historically regarded important have been proved even by Tylor or Oppenheim. The watershed principle has been exercised also by many countries, like that of France and Spain, Brazil and Venezuela, Argentina and Chile, in the adjustment of their frontier boundaries. China concluded also certain treaties—the Agreement of 1890 between China and Great Britain relating to the boundaries of Sikkim and Tibet or the treaties signed by China with Nepal and Burma (1960)—in which she followed the principle of watershed. It is a known fact that China recognised the watershed as

the basis of China-Burma border line which runs along the Mc Mahon line for some 120 miles, but did not do so in the case of Sino-Indian frontier line.

China may put forward her claims in the principle of "*rebus sic stantibus*" in future. In the eyes of international law, the principle of *rebus sic stantibus* means that a signatory state may allege changed conditions as a defence for the non-performance of an agreement. International lawyers, however, agree that the Parties to a treaty cannot terminate the treaty unilaterally. Certain limitations are imposed in this matter. To exercise the principle of *rebus sic stantibus*, as Mc Dengal and Associates observe, there must be an important change, "in the context of conditions attending performance, frustrating the major purpose of the parties, and making impossible their maintenance of a consensus towards equivalent substitute objectives." Another limitation has been put forwarded also by a Swiss Federal Court which stated that a party invoking *rebus sic stantibus* must make it either a certain established time from the change being perceived. The above-mentioned arguments prove that it is quite impossible for China now to terminate the boundary agreements on the principle of *rebus sic stantibus*. There cannot be any international agreement if the parties to an agreement seek to terminate a treaty on the ground that there has been a change in the political or ideological arena of the country. Starke so observes that boundary agreements "run with the land" and are in no way dependent upon the relative permanence or impermanence of a particular Government or internal political institutions.

China also asserts that as she had been freed from the lands of the "Imperialist Power" by means of a 'People's Revolution', she is now bound by the prior obligations which were entered upon by a weak Government that preceded before 1949. But we cannot accept this argument. As Art. 24 of the Harvard Research on the Law of Treaties states that, "unless otherwise provided in the treaty itself, the obligations of a state under a treaty are not affected by any change in its Governmental organisation or its constitutional system. This is proved also by some cases, as we find that the existing Spanish-United States boundary line survived even when Mexico became independent of Spanish rule in 1821, and even British-American boundaries survived when Canada became a Dominion. After independence also India became a successor to the British rule—under the Indian Independence (International Arrangements) order of 1947, the precise incidents of the change of Government were specified to a great extent; it was also laid down that Government of India was to remain faithful to all the

international agreements and international obligations and duties which were negotiated by the British Government in the pre-partition days.

In conclusion, it can be said that the international law and international practices sufficiently prove the Indian claim for sovereignty over the areas now demanded by the Chinese. It however, remains a fact that peaceful coexistence between the two countries are utmostly needed in a world where Afro-Asian nations need to be united so to remain outside the power politics of the bi-polar nations : the U. S. A. and the U. S. S. R. Both India and China, have got an agricultural economy ; in order to bring about a development in the economy and likewise to develop the standard of living, both the countries need stability and peace in their country. As Mr. Nehru once declared : the choice lies between co-existence and co-destruction. We are sure not to spurn the former and accept the latter. This is more important for India and China whose greatest need today is the maintenance of an atmosphere of peaceful coexistence under which only both the countries will be able to develop in all the spheres of life. Let us hope that India and China will be able to settle their border disputes in near future. This can only bring about prosperity, peace and progress.

On Borrowing Books

It was Charles Lamb who very rightly classified the entire human race into two broad, exclusive categories—the men who borrow and the men who lend. To this classification, he reduced all other secondary division. He professed a weakness for the former to whom he attributed an infinite superiority and a

AMIT RAYCHAUDHURI
Second year English (out-going)

certain instinctive sovereignty. Borrowing, however, is not simply confined to money alone, despite the fact that people who borrow money, spend it lavishly and then go on repudiating their debts form an overwhelming majority. There are people who borrow books, those "mutilators of collections, spoilers of the symmetry of shelves," as Lamb would put it.

Lamb conceded that borrowers of books constitute a special category, and, by and large, they are not disagreeable people. It is difficult to protect book shelves from their unexpected predations: nevertheless, one can't help liking a book—borrower. He (or she) is generally impervious to the cold shoulder and unwilling to take a hint. You can't make him amenable to well-calculated arguments designed to refuse him a particular volume. He will drop at your place in season and out of season, waste your time,—and, sometimes, take your tea and snacks—but he will not leave you until you have parted with your favourite paperback!

Book-borrowers constitute a really classless society, and here is true democracy, if ever there was one. They represent all income group, and the impression that book-borrowers are people with necessarily emaciated purse is totally erroneous. Some book-borrowers pose a genuine threat to

readers and book-lovers. Visit the public libraries which are invariably the unfortunate victims of their predatory preoccupations. The valuable and popular volumes have a number of pages irrecoverably lost. The practice of clipping pages by the low I. Q. reader totally incapable of summarising leaves authoritative volumes form and tattered. This admittedly in no way different from pure vandalism, but it is to be admitted that these vandals are generous persons, and none can accuse them of being mean-minded.

The other kind of book-borrower who mercilessly victimises the innocent book-lover is a slick, pleasing and generally agreeable person. Not that he regards books as unmistakable status-symbols. In a materialistic society, books unfortunately no longer exercise the fascination they once did. Naturally, books are not regarded as purchasable commodities at all. They have been knocked out of the list of spending priorities, which is dominated by cars, refrigerators and such other status-elevating articles. And the man who affects a lordly disregard for money in cinemas and air-conditioned bar-cum-restaurants, unhesitatingly snatches away a recently published paperback from a chance acquaintance with or without a grimace. He may spend money with an ecstatic abandon on trivials, but will often cadge a book, priced at Rs. 2. only, from his friend and not return it even if the process culminates, as it often does, in a premature loss of friendship.

My friend P is to all intents and purposes, a lovable, plausible and well-intentioned man. He has successfully proved that book-keeping is indeed an art, and here, as elsewhere, perfection is to be achieved only by constant practice. To quote a very recent instance: week ago, he borrowed (on promise of return within three days) B's volume of Shakespeare (for he professes a taste for literature!) and several other books. Days went by, repeated reminders, oral and written (often in very chaste language) failed to his senses, and one fine morning he plainly refused having ever taken them. The other day I happened to share with him the same table at the Coffee House, and, believe me, I was struck with the fabulous number of faces who claimed some sort of 'respectful acquaintance' with him. Strangely enough, it seemed that he was in an unrevivable predicament, though I was visibly jealous of my friend's popularity. The reason for it the guess of my reader! (Yes, P has borrowed, on promise of return within a stipulated period of time, a prodigious number of books, on subjects ranging from sociology to sexual science. When asked for return, he often affects a deliberate forgetfulness: not that he never returns books,—sometimes he does, indeed!)

Lamb used to lend out books from his moderate collection to his friend, Coleridge, for if occasionally they were returned, they were enriched with valuable annotations, which considerably enhanced their value. But such book-borrowers are a rarity these days. I, for one, wouldn't mind lending my books to such a scholarly reader; no matter if the prospect of getting them back is not bright.

Perhaps the habitual borrower of books has realised that books, once borrowed, are never to be returned and have not to be paid for. He is equipped with a stoical indifference and unconcern for other people. He is a perpetual nuisance to the book-lover: he is no less a threat to him than cockroaches. His depredations are no less disconcerting than the white ant's.

UNIVERSITY OF CALCUTTA

EKATA

Editor

Ghoshkar Datta

Asst. Editor

Shrinji Gupta

Section Editors

Ayub Ansari (Arts-Parsi)

Indra Kanti Saha (Hindi)

دیت گنگ

دیت نام کے جاننا غصہ کے نام!

حریت پسند مجاہدین امن دیت کا مکت
 شمالی دیت نام ہو یا جنوبی دیت نام
 تہلہ ایک ہے وطن تہلاری ایک ہے دین
 تہلے علوم و رسم کے کو کہ ہے ہیں سب سلام
 تہلاری چلت پر ہیں آج حریت پسند عوام
 انحراد و رزم کے چہین لوہے ہیں کہہ سے تلخ
 وطن دیت نام میں کردہ ہر شوا و نظام
 تہلاری فتح ہے قریب اہ زوال سامراج

تہلے ہے ہاتھ ہی میں ہے آج ایشیا کی لٹ
 تم امن کے جو رہبر تہ امن کے ہیں رہبرین
 ظلم اہد تم کے حکمراں ہیں حق کو جان لو
 یہ یا لکھی یہ یا لکھی کے دوست دشمن وطن

تہلے غرق ہے سماج زمین دیت نام برہن
 حرم اس دینی خدا کی حکمرانی تباہ کئے
 تہلے عدم و محصلے اگر سے ہو جی بلند
 تو سامراجی طاقتوں کی تہلانی تباہ کئے

اس ایشیا کا زرد زرد جلد مسکانے گا
 زوال سامراج کا ہے انتظار دوستو

راز عظیم

کہ فیض وہ کسی مومن کا کاغذی قول نہیں کہنے اس نے۔
 سے ہر چند ہر مشاہد حق کی نشانی
 بنی نہیں ہے باد و سار کے بغیر

”پروردگار“

حضرت علیؓ مردِ جبری کے والدِ بزرگوار ایک بار اپنے پوتے
 کہنے کے ساتھ کھڑے تھے، ہر پانچ کے لئے ”سورگور“ کہتے تھے۔
 فرشتہ کاس کے کپاؤں میں اس خانہ کی مدد و ایک
 شخص اور بھی موجود تھا۔ کچھ دیر تو یہی خاموشی سے سفر
 گذار رہا۔ آخر اس شخص نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔

”حضور اگر ہم سب متعارف ہو جائیں تو اس سفر
 میں میں جو ایک لایا محسوس کر رہا ہوں وہ ختم ہو جائے گا۔“

انہی سنتے ہی سردار صاحب کے والدِ خرم نے کہا۔

”کیوں نہیں بھی کیوں نہیں۔ مجھے احمق متا کہتے ہیں۔“

یہ بھی میرے بھائی حیدر کو کہہ رہے تھے۔ اور آپ ہیں جعفر تیار۔ اور یہ

میں میرے خاندانی سردار۔ انہی کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔

لیکن اس شخص نے اپنا خوف نہیں کرایا۔ آخر اکی کر اٹھیں
 لے گئے۔

”مجھے آپ نے اپنا خوف نہیں کرایا“

اس پر اس نے کہا۔

”سورگور“ ہوں آپ کے خاندان نے تو سب کچھ لے لیا اب

میرے لئے تو ایک ہی بچا ہے۔ اور میں ہوں ”پروردگار“۔

(یہ طیف حضرت علیؓ کی انسانی رائے ایک نشست
 میں سنایا تھا۔) وحید حشری۔

ہے وہ قدح و جہ پریت کی صبا

بیکار لگا دو خم سے میرے ہوں سے

قالب چھٹی سستہ راب پر اب بھی بھی

پیتا ہوں روزِ ابرو شیبِ ماستاب میں

دلِ گزراگاہ خیال سے دوساؤں کی

گرفتار جاؤں سرشارِ نقوی نہ ہوا

اس شعر کی بحث سے ہم اس پیچ پر پہنچے ہیں کہ قالب کی شراب نہ

تصرف وہی شراب ہے اور نہ کی شراب بلکہ وہ خاص شراب ہے

جو ان کا زندگی کا ”میزبان“ ہے۔ اگر ان کی شراب کی بوتلی تو

اشعار ہے مزہ اور پھلکے ہونے اور اگر شرابِ شربتِ حرفت ہوتی تو

قالب نہیں کہنے کو

سے سالی نقوی یہ نمایان قالب

پیچے ہم دل بکھتے جڑ بادہ خوار ہوتا

شرابِ ساقی، جامِ سوسو، سستہ شرابی فریاد کے منام ہیں

خیریت میں غماز، شیخِ مدِ اعظم کی کچھ پیتا کی جاتی ہیں اور قالب

کہ نہایت شاعری میں یہ خاص جہِ جامِ موجود ہیں۔ وہ اپنے

اس شعر میں۔

سے تو دیکھ چکے ہیں ہم جامِ دیو پیریم کو کیا

آستان سے بادہ لگھام کر برسا کرے

ماہِ نظر پر گزری ہے پھٹی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شریعت

کی بہترین مثال ہے۔ اور اس شعر میں۔

سے کہاں بخاندانِ کادور وازہ قالب اور کہاں واعظ

ہر اتنا جانتے ہیں گل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

وہ کسی خوبصورت سے اپنا پلو بیکار وادِ گلِ گزری اچھلنے ہوئے

نظر سے ہلکے بادل پر چل رہی دیکھ پیریم میں بھر کر گئے ہیں۔

ہمیں جس حالت کو کچھ قالب اپنی شاعری کا حضور بناتے
 ہیں اس میں ہندو اور غلامی کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ بارہا

خمریات غالب

(جہاندار الہی) (ضلع اربن رسی)

ایک گزہ بیچوں مجھے دن رات چاہئے
ان کو درنگی بادہ خوار کی پھر پور تصویر ان کی شرمی ہے۔
گو تاتہ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے
رہنے دو ابھی ساغر و حیات پر نہ آئے
منفع کو وجہ سے تاتہ جانیسے کے لیکن لیکن کا خاطر شراب اپنے
ساتے لیکن چاہتے ہیں وہ مرتے دم تک شراب کو بھرتے نہیں۔
میںے خوشی کی وجہ سے ادا کو دعا کا بادگاہ میں بول نہ ہو
افسوس کی جہاں پر وہ نہیں شراب مل جلتے تو میں بہت ہے۔
جنت کو بھی عزیز رکھتے ہیں تو شراب کی وجہ سے۔

دھڑے کر کے کہنے کے جو ہیں بہت عزیز
سوئے بادہ نکل تمام مشکبویا ہے
اور یہی شراب محبوب کی رعنائی میں چار چاند لگا دیتے اور ان کی نگاہ
اس نوبہ ناز کو ناکھ لگتی ہے۔ جب وہ اپنا "چہرہ فردغ" سے
سے گھٹنا کے ہوئے۔ رہتا ہے۔ اور جب وہ شراب کی گرمی
اور سرشاری کے عالم میں پہنچے جاتے ہیں تو وہی مسی اور سرشاری نفا
میں بھی خلیل بر مال ہے۔

ہے جو بھی شراب کی تاشیر : بادہ نوشی ہے بادبانی !
عرفت میں نہیں بلکہ یہی کیف و سرور ان کے مشا میں بھی ہو جاتا ہے
ان کے شوق کیسکی کی بستر میں مثال ادا کے اندر جو ذیل شاد میں
پائی جاتی ہے۔

سے بلوچہ مت وجہ سبب مسی اور باب حبیب
مائیہ تاک میں بولی ہے ہمارے شراب

جدا غش اور سعادت غش غزل کی جان میں وہاں غرت
بھی اس کا ایک اہم جز ہے۔ بہت سے شرا اور سماجی شراب
کے مضامین کو اپنی غزلوں میں باندھتے ہیں کہو نکاس کے مینر
غزل کی ہی نہیں سمجھی جاتی۔ ہر دور کے شرا کے یہاں شراب
کا ذکر کم از کم ہے لیکن غالب کی خمریات اردو کی شاعری
میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اردو شاعری میں غالب کی
خمریات کو ہی مقام حاصل ہے جو ان تو اس کو غزل میں اور خمریات
کو غزل میں۔

ان کی خمریات میں ہم بلند کی نخل اور لطافت زبان کا اتنا
سزین اثر راج پاتے ہیں کہ کسی دوسرے شرا کے کلام میں بہتر بھی
کیفیت پر نہیں۔ اگرچہ ان کے مضامین کو بہت حسن و
غزل سے باندھ لیا ہے لیکن غالب کی خمریات میں جو بات پائی جاتی
ہے وہ دوسرے فنون کے کلام میں مفقود ہے۔

غالب کا شوق میکشی اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ شراب کو ساقی
پرتزیج دیتے ہیں۔ غالب کی روحانہ شاعری میں ان کا شوق میکشی
بہت زیادہ نمایاں ہے۔

سے بیوں شراب اگر خرم بھی دیکھ لوں دو چہار
یہ شیشہ دست دہ و گزہ و سبکی ہے
اور وہ ایسا شراب کی خواہش نہیں کرتے جتنی صرف چو گھنٹے
کیسے بے خوشی بخشے جو اس شراب کے خواہش بند ہیں جو
افسوس و دلت بجز اور مستد لگے۔

سے مئے سے غرض نشا طے ہے کہ دوسرا کو



وقت بسا کرے جاتا ہے
 دل کے جذبے
 آنکھ کے آنسو
 وقت اڑا کرے جاتا ہے
 رنگ لبوں کا
 جسم کی خوشبو
 وقت کو پھر بھی چوٹا بنو
 وقت کو پھر بھی کستر مانو
 اسی لئے
 کہ

اس چوٹے سے پل کے لیے سائے میں
 بیٹھ کے میسرے دل سے
 تم نے
 ایک بڑا افسار کیا ہے
 مجھ کو تھوڑا پیار کیا ہے

تَابُنُ الْقَوْشِ

وہ جات میں جو آذر کے قنطریں
ان پتھروں کو بیش گردوں سے بچائے
بمذہب شاد

اب تو سوچا ہے کہ پتھر کے صنم کو جس نے
بیکو گھبراہٹیں ڈنکرا بھی سیکیں مری سیکیں
آخر ۱۱۱۱

ایسا تو نہیں وہ جو تیرا حال ہے ستوا
کیا جائے تو نے اسے کسی آن میں دیکھا
سودا

گرم کر رحم کی تو غلط دار ہیں کہ ہم
کہیں مجھ مدح خوبی خنجر ادا نہ تھے
فیض احمد فیض

اک اور حشر ہے اسے اس دوسراہ کو
فانی زمین حشر میں غیرت سے گودا
فانی جلالی

(دحید عرشے)

بچے سے خون برکتا سرے کی تاش میں ٹھک ہے لیکن لازمی ہے
لاٹوں اور کے پتے بھڑکان کر ایسے لوگوں کی تلاش
میں ایک بچہ ہوتا ہے وہ حاکم کی راہ میں ٹھہر جاتا ہے
نہیں بے ہتھوڑا، دنیائے کرچور جانتے ہیں اور یہ یہ کہہ کر گنتی
شخص، دشمن سے خوف ہوتا ہے۔

۱۱۱۱:

سوں میں زمین کی تلاش نہ اُس کے گناہوں پریش
نہ ہوتے ہوتے ہر گز آئی۔ اُس کے ہونے پر سکراہٹ ہو
جی سکراہٹ کی تاش کی گھر جو دھکی اور ان تمام ہونوں
کے ساتھ ہو جو دھکی جو دھکی تھے جو نے اُن کے چہرہ پر ہونے کی
اسے بچا ہے۔ دامن کا دل ٹوٹ گیا ہو۔

دور، چڑا، اور اس کے بندہ حشر سے استغنیٰ دیوہ
آج تو دنیا و شیر ہوئے بندہ ہواں روز تھا در ہوا پرش
قلم سے اپنے پر جو کہہ دے ایک کلمہ مضمون ہو رہا تھا اسے تاج
سب کی یاد رہی تھی۔

اب وہ دامن بھی نہیں بچائے کی کرکٹر دامن کا دل بچد
ڈوٹ چکے۔

سے دامن کو زمین پر بیچ دینے کا ادا ہو گیا
بچن جانی سے دامن کو باخون سے پرانا۔ دامن بون
کی کوئی صورت میں تیرا ہی ہو گیا۔

میں کی سکراہٹ کے بچے اس نے ایک پنہام دیکھا
استغنیٰ و پس لے بچا :-

ذریعہ کا ہضم بہت سارے دھوکے کے دلوں میں کاپ
کا شتر ہے :-



اسی کا ریب اسی کے لیے تو رہا ایک ادا اچھنڈے
 "مشرقی آفتاب نہ رہے۔" اگلے کو لڑکی تو نہ گئے
 سچی سے بہت ادا لاکھڑی۔ اسی کے لولہ پہ پھر پڑی جلی تیسر
 کو دیکھا اگلے سے نظر پر دلیلی چمکیا کہ کوا دے اسے جہاز سا
 تھا اس کے ایں کر گئے ہیں اسی کے پیرے کی ہر جی میں خیرہ
 جس جیسے نہ واقف تھا کہ منہ کی زبان کے ہاتھ پر لکڑیوں
 دکھ جائیں کر ہی اگلے کے لیے دیکھی کی دیکھ رہی ہے۔
 "مشرقی آفتاب آتے آتے خاکسار کھینچیں گی۔" آج پھر
 آپ کو قہر کی داس لکھی ڈاکری ہے۔" اسی کے ڈورے دیکھ
 تصور مجھ کے ذہن کے درپیش ہیں ذوال ریا۔
 غنیمت واسس۔ !

اسے لگ جیسے نابریں، بارہ سالہ معصوم ذہنی سائنس
جو صحت مند، ذہنی دلاؤ نہیں، اسے سب کا طالب علم ہے
پیارا لکھ دلاؤ، اس کے سامنے اپنی کائنات کی ساری بات
جتنے کو کہنا ہو، اس نے وہ اپنی پرکھنا، ایک انوکھی تصویر
کروں، جوں، زندگی کے ہر لمحے میں ہر لمحہ ہے
لوگ، حق پریشان ہیں
انہی سے لیکر کچھ ملتا ہی ملتا ہے
نابریں، ان کی زندگی، ان کی فطرت، ان کی
بارہ سالہ تکیہ جو سرکارت کے صحتی، دماغی
اور جس نے غریبی، انہی کے میں، ڈیڑھ کو کہنا پیا
نابریں، شہر، انہی کے، ان کے
نابریں، شہر، انہی کے، ان کے
نابریں، شہر، انہی کے، ان کے

اس کی پہچان پر اگلی آواز کو ٹھہرے تھے اور وہاں پر وہ دیکھ بھال کرتا تھا جو اسے غریب کی شہادت کے بعد دکھاتا تھا، اب وہ اپنی کمر باندھ گیا تھا جس کی بکلیش میرے سامنے کی اور میرے

[illegible][illegible]

نہیں بہت اس قدر بڑھائی، تو کہہ دو، دعا کی
سہاگہ۔

خداوند
بنا کرد و حق تعالی کی دلت حق
یک دوستی که این چنین

وہ ایک بڑی نابینا عورت تھی اور وہ بے اختیار روتے کرتے تھے
کیونکہ دنیا میں ہمارے لیے بڑے آسان تھے اور ہم ان کو دیکھ سکتے تھے
اور ان کی سرت کرتے تھے۔
ان کی سرت کرتے کوئی تھی اور وہ سرت کرتے کوئی نہیں تھے
ان کو سرت کرتے کوئی تھی، اور ہر ایک کو سرت کرتے تھے
اور ان کو سرت کرتے تھے۔

234

20

پڑوس کو غریب زمین پر لگا کر، جس سے غریبوں کو ملے، حکم

تھنے ڈھنگ میں بدبو اور نوا کا۔
اس نے دیکھا تو نہ گی ایک کن کن شدہ کوشش ہے۔
کن کن کو تھڑا سا سر ہلکا کر دیکھا ایک جانا پہکانہ بہ ہوا صبح کا

اس کے رگ و پتے میں نر جو تاروں کا۔

ساٹنے کی زبان کی تصویر تھی جس کی ماسٹا جونہی دوش دلا دے
تک بھرتی نہ کیا کہ وہ اس کے گھٹنے کے پلے پلے وہ ہاتھ پھینکا پھرا
تھا۔ اور پھر اس نے اپنی خود مری ایک سا پہاڑ کو دیر کی تھی جس نے
اپنی بائیں مسکراہٹ سے اسے چھلنی کروا دیا اور اس کے گلن اسے
چاندی لگائی گئے اور کاتھ کے چند فٹ ٹ — چندی
کے پے گئے اور کاتھ کے پے جہاں گر جانے کو ٹ کھیں، پس
اور د جانے کیا کیا کچھ بن گئے اور اس کی ملا سون ٹی کے اندر وہاں
دکھی جہاں اس کی ماسٹا سر کھڑکیوں کا ڈھانچہ بھٹی ہو گی۔

اسی وہ ہیں تک سوچ پایا تھا۔ سیدہ سے رانگھا
جلے وانی رانگھا آدرا ہی اندر کی کرسیاں اس کے جس پہنچا گیا۔

کاک

چمک

چمک

چمک

قرعہ گھسی ڈنڈی میں ایک ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل کا
قصص ایسا تھا اس کی دیکھ سیدہ تھی اس کا سب کچھ سمجھ
سکھ دھوئی اس کے سر کے گرد کی ہوئی تھی، اس کے سر کے
اکا کھڑی تھی اس کی آنکھیں پٹنے تو ہیں کہ خود کرتے کرتے
تھک کر وہیں ہوئی تھیں اور ان آنکھوں میں اب آنی سکھ نہیں
تھی کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر زندہ رہ سکتی تھی۔ اس کی رانگھا میں
اور کچھ آئی تو گئے تھیں جسکے سب ان دیکھا بدھتے جسوں سے
بے نیاز تھے کھائی زندگی کے آخری صدمہ میں داخل ہو کر بھی ایک
دوسرے کے لیے زخمہ پہنے کی کوشش میں تھے۔

اس نے اس ادب و عزت کی دیکھ آنکھوں میں جھانکا گزلی
ہوئی آنکھوں میں ایک معصوم سا جذبہ تھا جیسے گدے تھ ہیں
کن کن۔

”ہاں۔۔۔“

عورت کی آنکھیں اوپر تھیں اور نیچے کیے اس کے خیر
کی سیاہ پٹیاں پر چمک پڑے جیسے آسودہ ہوں عورت کی پانکٹا میں
ہوں۔

”کیا ماری ہو۔۔۔“ اس نے پوچھا۔

”دیوڑیا۔۔۔“

”کیوں۔۔۔“

”ٹاپیر یا اچھے چو جائیں۔۔۔“

”اور تو دیوڑیا کی بی اسپتال جاری ہو۔۔۔“

”ہاں۔۔۔“

”کمال رہی ہو۔۔۔“

”کھلے کے ٹاپا تھ۔۔۔“

”اس سے آگے۔۔۔“

”ان کی جاتی ٹٹ پاتھ میں کی کچا دریا اور میں فٹ پاتھ

میں کی خردیا ہوا، یہ فٹ پاتھ میں نہ آئے اور نہ پاتھ

پر رکشا کیجئے کیجئے انہیں پتہ نہ ہو گیا، اور آج ان کی صحت نہ

ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جسے وہ بارہ صحت تھری کی علامت دیکھنے

دیوڑیا اسپتال لے جا رہی ہیں۔۔۔“

”آں۔۔۔ ہڈیوں کے جان دار ڈھانچے سے آواز آئی۔

”کیا ہے۔۔۔“ ادب و عزت ہم تن کو سس پوچھا۔

”آخہ پانی۔۔۔“ اندر سے کھلنے لگا اور ادب و عزت

اس کا سبز سہلے گی۔

”آخہ، آخہ، آخہ۔۔۔“ وہ مسلسل کھا کھا گیا اور

ایسا لگا جیسے یہ حق نہ ہو کہ زنگ بوج اس کی کھلا

وَالْمِنْ كَادِل

فیروز عابد

کچھ عرصہ پہلے مجھے قلمی نوکد اب اس چہرہ کا عرب تصویر تویا رہا تھا
نیا تھا کہ نہ چہرہ چاہیں جن کر را کہ چو کیا تھا اور را کوئیں بند کیے
نور نہ عابد مست ہے ۔ اس نے سوچا ۔

اس نے اپنے گروہ میں دھم پونہ ہر چیز کی قرب دیکھا تھا کیا
وہیں ۔

فوز کا مصوم جذبہ سے بھر چہرہ ۔
کلیں ۔

فوز کے بس سارے کتابد پر ٹپکے چہرے ۔
استول ۔

کچھ کی چٹائی پر لیٹا ہوا قریر ۔
راغن کر دے ۔

کئی وقتوں تک ٹٹتے کرنے والا قریر ۔
اور پھر کئی تصویریں کی تصویر پر ایک ٹی ۔

نہ ۔
قریر ،

ماں نہوت ۔
قریر کی موت ۔

اس نے ایک چھوٹی سی کئی اد سے اسحاق زہد کی عجیب سے
عجیب کئی کو کہ اس نے اپنی چائیں سارے زہد میں نہ لی جوت
جی دیکھنے کا اس اد کی کو کپ کر کھول لی کہ نہ زہد کی ہر داسے

اسے پناہ پر ۔ احمد د کا ایک نرہ صومہ ہوا تھا کئی
آکھن پر کئی جہت ۔ بار بار پچھنے پچھنے دھند ہوا کئی کئی کو کہ
بارہا نرہ سے ایک کو کہ کئی کئی ۔ آج کا دن اس نا کین
فوز کو نہ تو نہ ہند کا ہند ہوا دن تھا جو نہ نہیں کیے
ایک سر کی ساعدہ لگا رہت نہ را جا رہا تھا ۔
پھر وہ دامن کیوں نکالے جبکہ اس کے استغنی ویر پانہ
اس نے سوچا ۔

اس نے اپنی چائیں سارے زہد میں کئی کئی کو کہ اپنی فوت
کے پنے نہیں کیا ، وہ دامن کیا تھا کہ نہ سے وہ پنے ہارے
تھے وہ نہ کو نہ کہ وہ نہ ان دین داسی ہار تھا جو کہ
پچھ کے ساتھ ٹر ٹر ٹر پناہ پر دامن بکھنے کو کہتا تھا ۔

وہ داس سار سے اسکول میں پڑھتا تھا وہ دن وہ
ساوہ کے دور ۔ اس کے بہت سارے اچھے اور برے شاگرد
تھے جن میں قریر ، داسیس ، مصوم ، کس اور دین شاگرد
انہی میں سارے زہد کی کئی کئی کئی کئی ۔ سکول میں پڑھنے
کے پچھ میں نہ ۔ زہد کی تر نہ کہتے تھے اور وہ نہ کو کہ اس
ماتا تھا ۔ دامن نہتے سے وہ قریر داس کے ہی چہرے
سے نہتے ، مصوم چہرہ کی طرف نہتہ دیکھتا تھا جہاں نہتے
نہت ۔ انوں میں ظاہر ہوتے تھے ۔

بائے کمان نور نہتے وہ ان جذبوں کو جو اس نے قریر

خزل

درجد عشقے

کیسے سناؤں غم کی کہانی سانسوں پر ہے بہ بہت
مانی کہنا ہے کہ جاؤ حلال کو ہے انکار بہت

آپ پشیاں آخر کیوں ہیں ؟ مجھ کو کچھ بھی یاد نہیں
کس کی کہانی ، کیسی محبت ، کس سے کیا تھا پیار بہت

یوں تو چلائے شب کے سدا میں ہم نے پتوار بہت
یوں تو پھولے پر کشتی دل تھی در طرہ نعلت ہی میں ابھی

بھاگ چلوں یادوں کے زنداں سے اکثر سوچا لیکن
جب بھی قصد کیا تو دیکھا اونچی ہے دیوار بہت

ٹوٹا مانی کا آئینہ یادوں کی بکھسریں کر چکیں
ذہن کے زخمی تلوے اب ہیں چلنے سے بیزار بہت

- کیا ہے ۔ ۹۰ -

- تجزیت امیر ہے ۔

- محبت سب سے بڑی دولت ہے کہ جس سے وہ

کھٹکھٹ کر نہیں پڑا۔

- اگے باپ کے چاروں ہیں ۔

- محبت سب سے بڑی دولت ہے الوداع پر ہنسنا۔

- تم خلس جو ۔ میں پھر چلا ۔

- محبت سب سے بڑی دولت ہے بے وقوف نہ

اس نے پور کھٹکھٹ کر جواب دیا اور ہونک زلفوں میں اپنا

چرو چھپا دیا ۔ تجھ کے بالوں کی تار کی بجائے جیسے بڑھکر

پھین گئی ۔ پھین گئی اور پھر چاروں طرف اندر چر چلا

اور میں نے دیکھا کہ ایک گلی ہے ۔ کالی اور اندھی ۔

میں نے پہچانا ۔ یہ گلی نیچے تھی ۔ وقت کی ایک کالی گھبرائی

جو میرے اور میرے تماموں کے درمیان کھینچی ہوئی تھی ۔

- سندھو ۔ یہ پھر چلا ۔

- سندھو تم کلن ہو ۔ ۹۱ -

- سندھو ۔ سندھو ۔

پھر مجھے کچھ چو نہ رہا ۔ اٹھایا وہ کہ بری بری

جنگ میں کہ نیند سے جاگ چکا تھی ۔

دوسری جنگ میں نے دیکھا کہ میں اپنے آواز میں ہنسنے پر

پڑا ہوں ۔ میرے بستر کے چاروں طرف چار ڈاکٹر کھڑے

ہیں ۔ مجھے یاد آتا کہ جنت پڑا آگئی ہوں ۔ جنت پڑا

آگئی ہوں ۔ وہ نفس سندھو کہ کمر چکا ۔ اب تو شہر

میں میرے ہی چاروں ہیں ۔ میں نے بڑی عقارت سے ان

چاروں ڈاکٹروں کو دیکھا اور میری نظریں یاد دہاکر اتر کر

گئیں ۔

بجائے بری بری میں نے دو آواز سے ایک

بڑے مرغوش پوئی آدمی کے ساتھ تیزی سے داخل ہوئی ۔

وہ ڈاکٹر کی تھی اور اس کا پھر پہنچے غراہو تھا ۔ میرے

بستر کے قریب آکر اس نے اس بڑے آدمی کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے کہا ۔

- سندھو ڈاکٹر ، انہیں پکارتے ہو ۔ ۹۲ -

- نہیں ۔ میں نے اسے جبر دیکھے جواب دیا ۔

- یہ مشرک کے ۔ اگر والی ہیں ۔ اس مشرک کے سب سے

بڑے وکیل ۔

- پھر ۔ ۹۳ میں نے جنت سے اس کی طرف دیکھا ۔

داد دیکھ بڑے دربار اندر میں اٹھ کر بیٹھی ۔

- اب جلدی سے اپنا وصیت کھو دو ڈاکٹر ۔

ان کو ٹائم بت کہ ہے ۔ ۹۴

غزل — مختصر اشرفی

دل ہے بے چین مسکرانے کو

اور وہ آئے ہیں سستانے کو

وہ تو آتے ہیں روزی لیکن

دل کی بے تابیاں بڑھانے کو

تلخی زلیست ہو گئی دوئی !!

کس نے دہرا دیا فسانے کو

رہنچ سہنا جا رہی نفرت ہے

آپ پیدا ہوئے سستانے کو

تیری زلفوں کا پیچ وختہ قوم

جس نے ابھارا دیا زمانے کو

میکر سے میں ہوں تشنہ لب مختصر

پھونک ڈالو بھرا بھانے کو

پہلے ہی ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ میری بڑی
گنتی ہے اور جتنی ہے وہ میں پر ہے۔ اسکو ک
کنا ہی بھری پڑی ہے۔
"یارب! دل دے۔ دل دے۔
دل دے۔"

"سندھ میں نے تجھے ترپار۔ اس نے، چنی
مستوم نکلیں اٹا کر میری جوت دیکھا۔
"کہ ہے۔"

"تم ابھی تک نہیں رہے ہو۔" میں نے بچی کو کہا۔
"ہاں۔" وہ کھٹکھٹا کر بس پڑا۔
"کیوں؟"

"آج میری دل تھکی۔ وہ مجھ سے ہنسنا
"اسکو بھی نہیں لگے گی۔"

"نہیں۔ اس نے مجھے ہونے کہا۔ اسکو میں
بہت اندھیرا ہے۔"

پھر بچہ، اس کے حقوں کے بارے میں کہتا چلتے
گئے پیسے گزیر چلا رہی ہوں۔ اور میں نے دیکھا وہ گلی
پھس دی ہے۔ بہت آہستہ آہستہ: شہر کی طرف۔ اور
پھر دیکھتی ہی دیکھتے وہ: پہاڑ پہن گئی۔

اب بچہ ہے اور ہر شہر کا ایک چڑھتا اور میں نے
ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ اور میرے آگے اندھیرا ہے اور
اندھیرے سے گئے پارک ہے اور پارک سے گئے پھر اندھیرا
میں باقی کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں پھنسنے۔ تب
اٹار ہے میں اور میری باتوں کے پیچھے کوئی دیکھتے ٹھوڑی سی بات
کہا گیا ہے۔ "خوبست خوبصورت ہے۔ اور اس کا سلی
ساتھ ہو گیا ہے۔ اور اس کے پاس میں نے ہزار دوسرے ہیں۔
"سندھ میں نے بچا کر بچا۔"

منجھو۔
ایک نہیں تھکتا۔ ایک سفید گردن۔ ایک کھلا
ہوا دھوا اور دور۔ دورانی ہوتی۔ چمکی عذوبوں سے ہر
ہوا میں۔

منجھو۔
بھلا ہوتی آواز ہے۔ آنکھوں کے کوڑوں میں سنا ہوا
ایک مجھ پر سنا۔

منجھو۔
ایک کھلا جھیل۔ ایک خوبصورت کنپ۔

منجھو۔
ایک بھول۔

منجھو۔
ایک باد۔

منجھو۔
سترو سنا۔

میں نے چٹ کر اپنی بوی کی دیکھا۔ روتے روتے وہ
وہی ہو گئی تھی۔ اور خواب میں شاید اب بھی مجھے کانیاں دے
دے تھی۔ اب میں میں ہر ایک تصور تھا۔ میں بھول دیکھ کر
اندھیرا نہ ہو سکا۔ اندھیرا میں بھر کر اسے روک نہ سکا۔ اس
میں ہر ایک تصور تھا۔

بہت دیر بعد میں نے دیکھ رات کا اندھیرا بھر رہا ہے
اور جادو کا بیلا رنگ لگا لگا رہا ہے۔ میں نے گردن بڑھا کر
نیچے جھکا۔ ایک گلی تھی۔ کالی اور اندھی، میں نے پہچانا۔
یہ گلی نہیں تھی، وہ تھی کہ ایک کھلی بھر نکلی جو میرے اندھیرے
تساؤ لہ کے دھیل گئی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں
بہت چھٹا ہوں اور اس گلی میں کھیل رہا ہوں۔ میرے ساتھ
بہت سے بچے ہیں اور سب کے آگے اندھیرا ہے۔ میری انگ

- دادھیکے ۔ میں نے اسی دن سڑک ختم سے دیکھا۔

- ذرا ہستہ ہو۔ اگر تم کھانا زور سے دوں تو

بھانے کا پتہ کو سونے چاہیے۔ ۹۔

- جیہڑو۔ دھوکے باز کہیں گے۔ وہ جو چور چور
اور پینچی جوں بڑے پرور اور دھوکے جوں بڑے جیہڑو
دوہنے لگی۔

گو چور بگاڑی تھا لیکن میرے لئے جیسے وہ آسمان کے
اس پار میں خدا تھا ہے چاہا تھا۔ سر سے لئے آسمان کا اندھا
وہ گیا تھا۔ اُسے سند سے روکے تھے جنسی چنگنی نہیں سکا تھا۔
خو۔ ہی ساروں سے چاہا، آسمان پر جو کھدوں تو کتبچا
تھے جو وہ پہلی بھی چوگی اسے پڑے گی اور اچھے یاد کرے گی۔
پائے! کتبچا چوگی۔

میری چوگی دنگ دوری تھی اور پانچ منٹ کی بجے پانچ
بجز بارہ وقتانہ اندھے دنا کر کچھ مٹی۔ لیکن میں تو بے وفائیاں
تھا۔ یہ کہ ہے کہ میری وفائیاں کوئی گواہ نہیں لیکن میں بے وفائیاں
نہیں تھا۔ اب میں کہے گا تو اس دھوکے آٹائی، آٹسہ ہوائیات
کو جب بڑے کر دھوکے پہنچے میری آنکھوں کو دھوکے کی طرح لگی جیسے
مر گئی ہو۔ وہ جو اندھوں سے ڈوٹا تھا بکے کتبچا، اندھ صبرا
دے گئی۔ اب میں کہے چوں۔ ۹۔

میری چوگی دوری تھی، بچے کو سونے کا اور اتنا ہستہ
ہستہ بڑے حکمران کی پوچھ بولی اور سناٹے کو اب حال بنے تھے
کہ زندگی کے سارے گیت گئے ہوئے تھے، ایسا لگنے لگا جیسے وہ
بہت بڑا پاپ ہو۔ کچھ کا بہت بڑا پاپ ہو۔ اور کو کو یاد کرنا
بہت بڑا پاپ ہو۔

تھی۔

دو کہیں کوئی آنچل سا لڑا۔ بڑے بڑے سبز پل
چوٹے چوٹے تھے جو نے چہرا اور وہ گشتی ہوا ایک تھپ

- جیہڑو میری محبت میں گڑبہ نہیں ہونے تھے۔

- جوں۔

- کوئی کہہ نہ کسی سے عجیب تھی۔ ۹۔

- محبت۔ ۹۔ جیہڑو چنگنی کراس کا اندھ بگاڑ
بہت دھوکے پڑی تھی۔
باب کی تھی۔ ۹۔

- کہا۔ ۹۔ وہ بحث سے الگ بحث کر چکی۔

- پس۔ یہ کہ ہے۔ ۹۔

- دھوکے؟ وہ اندھ دور سے تھی۔

- جوں۔ ۹۔

- کون تھی وہ چوگی۔ ۹۔

- چوگی۔ ۹۔ میں نے چوگی کراس کی حوت دیکھا۔

- جوں۔ ۹۔ کون تھی وہ چوگی۔ ۹۔ وہ وفائی بن کر

بڑا۔ ۹۔ جیسے وہ بڑے سترہ سال کی کسی گہری
پہل کی کہ کوئی بڑے چوگی تھا۔

- ات چوگی سترہ۔ ۹۔ میں نے چوگی حوت دیکھا۔
میں بڑے سترہ کہہ۔ وہ بڑے چوگی لڑکی تھی کہ وہ بڑے
تہ چوگی تھی۔ ۹۔ چوگی۔ ۹۔ چوگی۔ ۹۔
- اندھ۔ ۹۔ میری چوگی کو اندھ بھڑکی۔

- جوں۔ ۹۔

- "تھپ دھپ" نے آٹسہ کے کان پر لڑھکے تھے۔

- جوں۔ ۹۔

- "تم وفائی ہو۔ ۹۔

- جوں۔ ۹۔

- "تم نے چوگی سے خلای کی کہی۔ ۹۔ وہ زور خود

دے دوئے گی۔

آخری خودکشی

سجاد نظر

اس کے سر سے ٹی کے تیرک کی بڑی لنگی۔ اس نے دو ٹھکریاں پہنی
اوا کے ساتھ اپنا سہ پہر لیا۔

”سندھ“

”ہوں“

”ایک بات پر جھجھتا ہے۔“

”نہیں“

”کیوں“

”بس پونہی پڑی میں سکڑاؤ۔“

”یہ کون ہے؟ اس نے پونہی کی کیا ادا دکھائی۔“

”جس پر کچھ ماحول ہے۔ دیکھ جائزگی زبان ضائع کا شکار ہے۔“

”کیا زرد وند و لمبہ ہے۔ ہا ہے۔“

”دھت۔ اس نے ہرے سر کو اپنی انگلیوں سے دھکا دیا۔“

”یاد رہے ہرے گے میں اپنی نہیں ڈال کر، اور آنکھوں میں نمٹی“

”خدا پیدا کرتے ہوئے بڑی کجی سے بولی۔“

”سندھ“

”ہوں“

”جب تم کوڑے سے ٹکے۔۔۔۔۔“

”ہوں“

”یعنی جب شہزادی شادی نہیں ہوئی تھی۔۔۔۔۔“

”ہوں“

”تم مت نکھو جانتا، سراجا تا اب میری ٹھکریاں گئے تو پونہی
اگر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جوت پر زور بدلتی ہوئی تھی۔“

”اور باکٹی پر رکے گئے کے بھول بڑی اور کسی سے نہیں رہے تھے۔“

”سندھ“

”میرا جو کھنڈے میرے خانے پر اپنا لٹا ہے۔“

”پھر سے ہوتے کہا۔“

”ہوں“

”نہیں معلوم ہے، آج ہی خدی کو کھنڈے ہو گئے۔“

”گئے۔“

”سترہ سال۔“

”میری بیوی نے اپنا منگیا ہوا سر پہ
خلع پہن کر دیا۔“

”سترہ سال؟“

”میرے چوک کر اس حد تک دل نہ کیا
میرے ستو سال سے جانتا تھا۔“

”یہ کبھی ہوا، گپا اسی ستو سال کی تکمیل کو اپنے سینے
کے گچھن کر اہر ہو چکا۔“

”میری کاب گپا اسی ستو سال کے
گچھن کر اہر ہو چکا۔“

”میری کاب گپا اسی ستو سال کے
گچھن کر اہر ہو چکا۔“

”میری کاب گپا اسی ستو سال کے
گچھن کر اہر ہو چکا۔“

”میری کاب گپا اسی ستو سال کے
گچھن کر اہر ہو چکا۔“

”میری کاب گپا اسی ستو سال کے
گچھن کر اہر ہو چکا۔“

”میری کاب گپا اسی ستو سال کے
گچھن کر اہر ہو چکا۔“

پیش لفظ

میں قلمی آپ کا زیادہ وقت بردار کرتا نہیں چاہتا اور نہ ہی ان صفحات کے سلسلے میں کسی طرح کا نو تاہم ناچاہتا ہوں۔ ہاں! لیکن کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں جنہیں میں آشکار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پیشہ آب کو اس بات کا علم ہو گا کہ گزشتہ تین سال سے اردو سیکشن پرنسپل میٹرین سے غائب و بلب اس کے لئے اگر ہم خبروں کے شاکل ہیں تو ہمیں میسجی امدود دستوں کی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ اور کچھ بات تو یہ ہے کہ کچھ قصاری نگاہ کا منہ نہ لگے کچھ جگہ بھی خسران ہوتا تھا

دفتر پرنسپل میٹرین ہی کیوں اردو والی میٹرین کی بھی ایسی حالت رہی اور جب پہلی بار میں وہی میٹرین تبدیل کرنے پر آمادہ ہوا تو میٹرین جس کا نالہ رنگ لگ رہا تھا بھر جال والی میٹرین کے سلسلے میں محترمہ کے حیرانگاہ سر فراز بیگم لالہ اختر اور عارفہ صاحبہ نے میری ہر طرح مدد کی۔ خیر

اس سال میں نے یونین کے رئیس کی توجہ اردو سیکشن کی طرف مبذول کرانی اور میری خوشگلی انسانانہ ہی کہلا سکتی ہے یہ غیر خود اپور تھا وہاں کا وعدہ کیا اور جسے انہوں نے غلط فہم لفظ پورا کرنا کھایا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اردو اور نادر کے لئے خاطر خواہ صفحات نہیں مل سکے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ ان قلیل صفحات کو پُر کرنے کے لئے بھی مضامین موصول نہیں ہو سکے۔ بار بار کے تقاضوں کے باوجود بھی امدود دستوں نے بیگانگی برتی جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ اس کے برعکس نادر و بیادشت نے جو اس سلسلے میں میری مدد کی ہے اس کے لئے میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔

اب آخر میں جب بھلا نظر و حیدر علی اور فیروز عابد کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس میٹرین کی ترمیم و ترتیب میں میری پوری پوری مدد کی ہے۔

وگرنہ میں ہر خاکم کہ ہستم

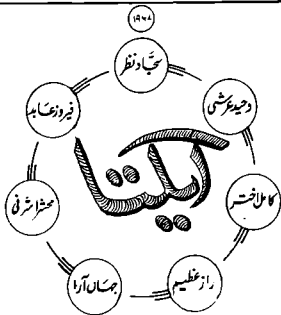
اب یہ میٹرین آپ کے ہاتھوں میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا بلند شعور اسے اپنا پسند سے نوازے گا۔

مخلصہ۔

ایوب انصاری

کلکتہ یونیورسٹی میگزین

۱۹۷۱



ایڈیٹر: ایوب انصاری

(ادارہ کلکتہ)

एकता

★
सम्पादक :

इन्द्रकान्त झा



दो शब्द

जसा देश, जसे समाज और जसे शासनमें घूट-घूट का जीवनता बाज का आदि इस तरह बिलाम हो बैठा है कि हर चीज दूना-बढ़ीचिदा की तरह उसकी आँखों को धोना दे जाती है। अनेक अनुभूति उसके हृदय में जूत चुमी देती है। वह अपने को निराला अलगाव और भ्रमस्थान पाता है। उसे अपनी आँखों में भी एक लछर की छल्ला दृष्टिगोचर होती है। इसलिए उसे गिन-गिन का बड़े का से रहता है।

आज का रचनाकार समाज के सारे वैषम्य को अपनी अनुभूतियों में पोतता है और वे हताहत की तरह उसके सम्मान में समाकर उसे टीकते हैं, जो अकार पाकर उसकी रचनाओं में उतर जाते हैं। लघुपि रामकृष्ण बीरारी के शब्दों में—“रचनाकार अपने बीमारी को एक चिन्ता छोड़कर समाज को स्वयं बनाने का प्रयास करता है, और इसीलिए आज के साहित्य का ‘नया’ शब्द अपने में विशेष महत्व रहता है।”

एकता की रचनाओं में रचनाकार ने उनी जसे रूप को खोजने का प्रयास किया है, जो मर्कित में निस्वय ही हिन्दी साहित्य की नयी पीढ़ी को स्त दे सकेंगे।

.. अम्पाराह

जागते रहना जवानों

राजमनेहो दिवंगी
एक-एक डिग्री में (हिन्दी-विभाग)

आमने रहना बचावो,
हम मुझारे साथ !
कोटि बाकिर हूँ भुजारे,
आम बन बन बाध,
कमे 'वीर' का बना है आम कला नाक !
हम नहीं जानोस, बिबिधा जानोस हूँ न—
कलकाले केन मर हूँ,
आम मेरे साथ !
आम भी हर चीज में है बदन,
एक रहा भूलन मुझमे कल !
कवि ! उठो हुए आम पर सो लेखनी में आम,
केन हो कलन आमे केन हो नच राध,
आम कविता बहानी मंचर का बिपाद,
वीर मूँने इस तरह उठो छेदनी इतिहास !
वीरता हो आम बाने आत्मक इतिहास,
आम में, मन में, पद हो कवि का आत्म !
आम वह है वीर मेरे हब नहीं पुरबाध,
आमो रहना बचावो हम मुझारे साथ !
आम पर वेदो बिबर की राधिनी का वीर,
आम बावो वीरता का आचरन मवीर !
आम 'नृप' की न अर्थी लव रही मंडार,
आम राध है न है पयसाय की मनुष्य !
आम मक्खो में न मोक्ष एक रहा है राम,
आमका कुम्हरे में सोरा हुआ माया !
कल्पना मंदविही की लव हो हर बार,
मायवाओं में मर हो किल्की का पार !
आम हो हुए मक्खि को कली की आन,
कल लव हो हम में हुए हो नई अिपय !
लेखनी को हर बिबिधी कीम के हो आम,
आमो रहना बचावो हम मुझारे साथ !

राधिकों रो पड़ी !

ए० महीन, एम० ए० (हिन्दी-विभाग)

बन रही रीसुरी आम की !
राधिक बावो कलनी हो कली !
कल की अमता सोचने लगी,
नवन के मायिमा बिबर रही !
कल मुझमे बिबो दून की,
पादनी बाने अंगिमा निबर रही !
कल ही लव की मूँक के बाधे,
कल पर संभ की कलनी हो रही !

कल के बावो बिबन में,
कोकली की कलनी मुझ में !
पादनी पल-पल पर सुधी,
सुधी-सुधी सोच नच वी लगी !
कल की लव में अंग की लव,
कलसुरी मुझकी वीर कल ना रही !
आम की लव में लव राधिक,
लव के कलन में कली को लगी !

कल में कलनी, लव में मंचलता,
नवन में कलनी कल बावो लगी !
कोकली लगी, उठ मुन कली लगी,
अन की कलन के लव में नच रही !
नवन की कलनी वीर ही वीर में,
कल की कलनी के लव हो कली !
रीसुरी की लव में, आम की लव में,
राधिक कलन की बिबर कली !

हम ! कल कली नहीं, रीसुरी बनी कली,
कलना, मुझमे नच कलना हो लगी !
कोकली ही कोकली लव के लव में,
अंग की पद बन कलनी का लगी !
कलना लव की अंगि राधिक के लगी,
कलना में लव का लव बला लगी !
लव में कलना, कोकली बावो,
अंग के कली राधिक हो लगी !

विजयी विषा

अमरनाथ कीर्तन
ए-५- (हिन्दी विभाग)
(१)

उद्देश हो रहा है कि विश्व में
कम-कम के मातृत्व बनें।
विश्व पक्षों के समर्थन में,
कम-कम के मातृत्व बनें।
विश्व के मातृत्व बनें।
विश्व के मातृत्व बनें।

कला रंग का बोझी नम है
रंग रंग की नींद कला
कला रंग कला कला कला
कला रंग का कला रंग कला

४६ विद्यमान विप्लव गता है,
हर हरे जिन् जिन् कुपने हैं,
सोच भोग जीवन का क्या है
जीने दो,
जीव का बरदान न छीनो ॥१॥

झन्नी हन ठंवा खनी है,
 मीर ठंवी अजिय ह्य वक,
 हर निरास ह्य बी मण्डला-
 में तुव हिय आसा मानी है,
 यजे बी,
 उपले जीवन यजे अ ठंवी ॥५॥

होय ज्ञानना इव पिडणी की
जळ्या में धिपटा मळता है !
होय ज्ञानना सुख मळता
वे की जिया की जीवने हे प्रभु

मन मृत्वा मे मटल या मन,
दुन बनि मे मन नव विराम,
विश्राम नहीं, प्रत्येक है,
यह बिजोपिछा का ज्ञान है,
और प्रेम मे लीडिंग है,
मन नव बीजा है बीजे को
बीजे का अन्तर उ बीजे का

करुणा

बन्तुप्रसार अभिषेक
प्र. २०. अथर्व वेद (हिन्दी विधान)

पुत्र राखी श्री,
 पुनराही बरी श्री,
 कान्हा रोज कुमन
 सिद्ध, निजल धनि
 प्राप्ति श्री प्राप्ति प्राप्ति :
 पुत्र पुनराही श्री,
 निजल श्री,
 कान्हा वरु स्नेह-कामध,
 मेद, निजल कान्हा
 प्राप्ति श्री प्राप्ति प्राप्ति :
 पुनराही श्री,
 कान्हा श्री,
 प्राप्ति श्री, प्राप्ति प्राप्ति :
 निजल श्री श्री पुनराही :
 कान्हा प्राप्ति श्री प्राप्ति प्राप्ति :
 प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति :

(२)

का जेयो,
 जेयो का,
 बीबा के कुल गार,
 बीबा के बीनसत,
 हेर-गार :
 क्य है—
 हृदय-का गार,
 का का नय-नयान
 जेता है,
 जेते हो :

दूरी के बीच

अप्रत्याय प्रमाण
एव. ए. मिनीय कं. हिन्दी

[illegible]

“हुंकार”

बन्धुसौहार्द निधारी 'मन्त्र'।
एच. ए. द्वितीय कं. (द्वितीय)

मोक्ष है सर्वत्र भूमि,
 पर मैं जी भो पृथ्वी ! :
 सदन निवास के समस्तान्त में,
 स्वयं ध्याय मा पृथ्वी ! :

बहिन बिना के कपड़ों पर,
 नहीं बनी भी है दास :
 इसकी लुछमों लालन पर,
 लक्ष्मी नहीं रच लीबसा ।

भो जिह ठै हार नमन्य,
 बापू मय्यो, बापू हँ :
 'बिना मुठे मंगल नूर जे'
 ह्ये जिहें चरो मय्ये हँ ।

प्रीति विनाश या प्रत्यक्ष,
 यदि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है :
 प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष ही है,
 प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष ही है

१. लक्ष्मी अपनी माता पर,
 माता का चिन्ता में :
 गीत-गोप सब दीख में—
 हर गीतिका गोप लक्ष्मी में ।
 (लक्ष्मी के)

कहानी : तरंग ..

જુલા અડીલા

स्य० ए० प्रिन्सिपल (वि०)

• •

जब पहले वेर एक डेकन में था। पीछे भागते थे। पेरार देखा करती थी : जब भी देखती है, पर कहने की क्षमता होती है। हर बार उसे लगता है—उम्मे पेड़ों के ऊपर की एक और पाप उतर गई है। उसे अपना पेरार पहने से बचाना और यथा सम्भव है।

उन्ने उल हन्ने बिना बीर मौलिक से राख-राख पर हाथ पोछे : फिर पाँचों उपस्थितों को कान्य-कान्य पर बीच से पोछा। मौलिक दरवाजे पर ठँका बीर एक पैर आगे बढ़ता ही था कि हाँ से अन्दरे से आगे बाहर उसे इलता : वह दरवाजे के पीछे खिपा खड़ा था। वह पहले केवल मग्न वह बीर उन्नी बाँकों से कान्ये का कच-कुच एकदम चुलका हो गया, फिर एकदम बीच पड़ी - अन्नी लुई आवाज में। उन्नी अन्नी बीच मुद्रण वह दूसरे कनो से घायी आई : वह कान्य पर बैठे, बाँझीय से फिर टिपल्ले बीच रही थी। कान्ये पर कालप पवीन, बेहता भेजत : गाँ कपता रही, एक गिल्लय उन्ना घसी लन्दे को धा बीर कान्ये परा कसी से पूछा करते कनी। हाँ कान्ये का। उन्नेने लुहा छि हुवा क्या का। हाँ से इले-उले कलावा। कच कच का कुर उन्ना कपवी मेर पर आ गई थी। वा से उन्ने लेंच से का बिना बि उसे कान्ये छोड़ दें, उसे कुछ नहीं हुवा है। मेर पर फिर टिपल्ले उन्ने पाँच के रोने को कालत मुनी थी। वा उसे पीट रही थी—कल नहीं कल्ला कलकल, दीदी की कवीन ठीक कनी उन्नर से मल्लक कला है। उन्ने उन्ना की को रोचना बाबा, वह उल नहीं पाँच : फिर बिना अन्नाइ जिने कलक कलक पर रोने लगी।

सोनी के बच्चे वह संतान दुर्गा की सोचने लगी—क्यों अपना अधिक करने और देने की क्या बात थी ?
 माँ ने उसे उस मोर से सावधान कर दिया था की वह कदापि स्वयं वह बच्ची को, फिर कुछ लेनेका नाम ही कर ले
 लेना ही नहीं उठी थी ।

एव उद्भव कारणों में का बाँ और रेलिंग पर बगिरिच लुह का नीचे देखो लगी : पन्ना वक की दुरी को नीचे घटायी हुई बाँकी के जिकरी एक कूँ वक का थिरी की और उल्लेख का ही उल्लेखी पीठ पर वक होयता-हम का : उल्लेख वल्लभ देखा, बाँ वपनी व मिलान थिरे वल्लु का और थिरीथिरी वर दूरा का : उल्लेख वपनी वीरव मिलान नीचे एक दूरा और बाँ के वल्लु की वल्लभता : बाँ में उल्लेख वल्लु केनी के वल्लु दूरा : उल्लेख वल्लु वल्लु, वर उले लगी - उल्लेखी वल्लु वल्लु की वल्लु है : वल्लु थिरे बगिरिच लुह का नीचे देखो लगी :

तुम्ही माझे जे कथन कर इच्छा-वा कथा दिला तीर मोला—“कथन मातो ! कथन मातो !”

जब पाउने समय था, फिर होन लगी ।

“ये सब क्यों है ? तुम सब क्यों ?”

“इस मुद्रा क्या की तरह ?” यहाँ की भाँसों में मनुष्यता की ओर वह पलकें बाले कलम की ओर झुका कर रहा था।

“શ્રી” અને “શા” ।

“हीन है, नर कागजो।” उसने देखा, माँ की आँखों में आँसू ली।

‘शुन हर्षे वार नदीं खोले ।’

“यही शक्ति।”

“प्रीतिमार्गो यही है”

“बड़ी।” माँ की आवाज़ में दृढ़ता थी।

“हेतुः हि एव कृति वाचक इति ।”

“फल माया बाधितः”

“मम ज्ञाना राधिपः। टीका है, मर जाओ। क्यों? क्यों का क्यों इन।” उसके चारों ओर कन्नी से पचपच पूछा। वह इसकी पचप से पचपच पूछाच वह चलेते हुए भाग गया—“तुम अच्छी नहीं हो।” वह विचित्र होकर उसे काबोले देखती रही। उसने एक बहुत बड़ी चीज ली, वह वह चीज ‘तुम अच्छी नहीं हो’ और ही कभी होकर उसके चारों ओर घूम गई।

उसके चेहरे पर फिर वहीही समझ का भाव था : अगर माथे इन्के दरवाजा बन्द किया : वह मोथे लगी कि मैं ने मार्ग को मारा, इसलिए ही वह उसे इन तरह बहकाना था है, यों तो वही मार्ग उसे कम से उदाहर मार्गों कोर चुना देना था और वही मे अपने लम्बा ना—क्यों, केको अपने नेरीम फिरो लगी हीरी को उदाहर बना दिया : हीरी तो अपने नी हल्की है ?” अब वही मार्ग उसे ‘सुन लको मरी हो’ का फिरो देकर मारा है। उसके पीछे उस लान वहीर अपने की छोई दुर्लभता नही हो सकती, वह मोथक उसके इन वान से अपने की मुक्त कर किना और मोथके लगी कि अब उसे फिर बाँध से अपने को प्रमाण का प्रमाण देना चाहिये।

[illegible]

एक टकराने करने में देखते लगी। इस दिनां अपने ही प्यार करने का उसके नाम दृष्टांत रही वहीं-बया
वा। और वह उन सब रोना चाहती, करने में टकराने उन मुझों को टालनी रहती वा किछु पर मूढने परों के अपने
पारों भोर लखैर बन गरी कलत्र में पुनः अपने लगी—“उठो वा—” लगी दोनों साथ-साथ ..’ जगदाद अ. अभिन
का बली. तो उन्हें वे ही नहीं बल्कि जोड़ लोग का हीनी बचने दी होशिय चली।

उन्हे पता न्य नर किछी कोसी । तुरे हो मरिजे ते किछीको हुनी गदर न्य हूँ—बखर बानी बिचरी सुनी राखी है, पर बन्ध के छोड़े बाने पले हुंसा न्य नर दिजे बाने हूँ । बखर न्य कोर हुनी अन्ध बही का बाना । दोषों में बखर दिखिजे बानी दुखिया उन्हे जिसे न्य बेसागर हो मुझे है । किसी में उन्हे डेरीबिचन देखा । एकादर डेरीबिचन करन न्य बीर उन्हे दिखिजे-मुझे पानी की गलपन बही नर रही हो । छोड़े ते बखर देखाते जो होसा न्य बखरा है कि न्य बेसागर दिखिजे न्य देखा रही है ।

इन बातें सुनकर वह बड़ा चकित रहित ही उसके कमरे तक नहीं पहुँचे। वे ही वह उस दिनों का
विचार। एक दो बार उसके कमरे पर जाती प्रतिभा देखी और कभी-कभी कंसाही लगाने। उसे उन लड़कियों के
पैरों पर अपनी भाविक प्रवृत्ति दिखाने की कि वह उनका हो गई। उसके भोवा, वह अपना ही है कि जोड़े को

विनिमय

शुद्धीला सुसुसुताला
एन० एन० 'विनीव नन' (हिन्दी)

उप : क्या हो गया है उसे ? उनका घर । मुझे तो लगता है उनके पास बिपद नहीं बने हैं, उन्हें बिपद दिया गया है । उनकी माँने दिखी ही साधन पर रही थी । मुझे से बिपद की कल्पना घट जाती नहीं थी । अभी कल्प इकट्ठा माँने किनी कल्पकित मोच से दिखत पाई थी, अभी तक से उनी-नी-नी हैं - फिर । क्या रूप होनी उनको ? आशा-के-आशा नहीं बने । उनका घर हुआ माँने-नी-नी मुझे बार-बार उनके माँने की कल्पना से दीखता है, फिर उसे हुआ मोच नहीं ? मैंने उनको कहा भी था :—

“क्या हो गया तुम्हारे मोरे (न को ?”

“नन नन कल्प हो रहा है ।”

“कहा... ..”

“हर एक कल्पा-बर्तन ही होता है ।” एक-कल्प मोच ! मेरे हाथ में एक पिचका था, इसके मैं केवल हीन छोड़ने लगी । मुझे लगा कल्पकित ही मेरी माँने कल्प होना से लगने लगी हैं । मैं अब आशा ‘कल्पकित’ न कर पाई, ऐसी मुनी की हर कल्प कल्पी नहीं होती । मुझे लगा कल्पकित और कल्पकित हो गया :

“कलो, ठेक कलोनी”—मैंने कहा ।

“नहीं, बिपदोरिका ।”

इसके कल्पने न की मुद्राएँ नहीं ।

“मात्र क्या कम है ?” उसके मैं मैंने पूछा ।

“कहा ।”

“ऐसा बेहतर क्यों क्या कहा है ?”

“कैसे ही, कैसे कल्प नहीं ।”

“कल्पन नहीं तो क्या कल्प होता कल्पी है ?”

“नहीं, कल्प ही..... कल्प है, मात्र कलो कल्प ही नहीं है ।”

मैंने उत्तर की कल्पना को कल्प दिया ।

कल्पकित ही मेरे मुँह से निष्का कल्प—“कहा... ..” मेरी माँने दिखी पर रही थी, मैंने अपने-आपको कल्पकित ।

“तो फिर ।”

“कितना कहा । कल्प कल्प की एक कल्प में कलो-के-कित । कल्प से ही कल्प दिया था । मोच से कल्प के कलो कल्प की कल्पकित में कल्पने को कहा है ।”

“कल्पकित में । पर कलो तो कलो कलो कल्पकित में न ।”

"तो क्या, बात तो इतने लिपटोरिवा में ही ।"

"जुले कुछ अच्छा न लग रहा था, अच्छाई का रही थी । किंन्तु—"कतो कोकोकोला की में ।"

"नहीं, यों....."

"क्यों ?"

"मरने की तरफ़ा है ।"

"क्या ! ! !"

"वीर माफ़ी ना ६ बजे : आता तुम प्रवास देने हैं । कोकोकोला वीर, वीर-राले प्रवास देने नहीं कोला ना ।"

फिर वरुं के काल नहरे होने देल, किंन्तु वरुं से एक कोकोकोला की कोली विधाव का मुह में रही और कभी ही कोकोकोला काल पर बहा—

"तुम तो खोली ।"

वह वीर नहीं, मास्तरा के मोली ने मुह पर देखा और अपने हाथों ही लिट् । किंन्तु वही देखा और कल नहीं । वीर ६ बजे में : मैं कभी ने कभी पर खुलका बहानी की । किंन्तु हल दिवाकर एक टैबली को रोप, गेट कोकरा होट पर अपने की दिवा दिया और था—"जु-मी-मारे-डी- ।" टैबली मुह पर ने उन-उन की लपटी के कल वीर लिटा : माफ़ी विवाह मेरे उन हाथों और कल बहा । मुझे लग रहा था वरुं में कभी कभी के कल होकर रहने पर ना ना है । किंन्तु कभी वीर की ।

कभी में मैं लपटी हूँ : कभी नहीं ना है । वरुं में वीर लपटी है—मुह पर बहा की । उन बहा का लिटा है । पर ना ना है । कभी यों हैं वही देलने । मुझे बहा मुह लपटा है वह 'वैरुं' बहा । वीर ना बने और वह वीर वरुं दिन वही बने 'वैरुं' । मुझे तो वह वैरुं लपटा बहा लपटा है, वही वीर की विवाह के लपटा लपटा-लपटी केने दिवाने ना की कल वही होनी है । वीर फिर वह लपटा तो बहा बहा की है ना । एक लपटा बहा की वीर की लपटी बहा बहा की तो लपटा बहा उन दिन बहा है । 'कभी ने लपटा है दिवा होना । आकर इन दिन के लपटी का बहा कोला : ... बहा कोला बहा है : ... और कभी की वीर देल बहा कोला कोला के वीर के वीर एक वीर की वरुं में ही मैं ही बने देलने : मैं वह वरुं कोला रही हूँ : वीर वीर वीर बहा मुह है, उन ही वीर । मैं वीर कोला हूँ ।

"वीर....."

"वैरुं....."

"वैरुं मुह, बहा वीर"

"वैरुं कोला मुह वीर ना ।"

"वही की ।"

"कहा हो रहा ना ?"

"वैरुं ही वीर की ।" मुझे लपटा है, मैं ही वीर की । फिर किंन्तु वही बहा 'वीर' की । पर किंन्तु कल वही बहा । मुझे लपटा है, मैं वही बहा वही वीर वीर की वीर । और मुह वही तो बहा की वीर वीर कोला है कि वह वीर ही वीर की वीर ना हो ।

"वैरुं....."

"वीर वीर वीर के वीर वीर वीर ।"

"वैरुं वीर वीर वीर....." किंन्तु ।

"वही तो....."

"क्या बात है ?" "क्या" हो क्या लगता है ।

.....

"कल जमान पर रही हो ?"

"कल से ही....."

"अच्छ, वही क्यों ?"

.....

"क्या रात झरझर ?"

"कम ठीक था ।"

"क्या तो बड़ी हूँ....."

"अब क्यों होने की उम्र है क्या ?" और मैंने जानो से उसकी बात को टोका । मुझे क्या बात ठीक है ।

"कैसे हैं तुम्हारे दोस्त ?"

"कोई बात नहीं, किसी की दूधरे बीम की तरह । का माये फिटोरिया । मैंने हाथ जोड़कर मन्त्रों की भी शपथ से अपना हाथ बाले का दिया । मुझे हाथ बाला था ।

'अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत ठंढे हैं, बाहर ऊँचि मेरी इमेजिनी कब पर दी ।

"मैंने कहा था ही, माथ गफिल कुछ ठीक नहीं है, फिर दिक्कत का क्या है, उन्नी दवा की है ।"

"हूँ ऊँचि मेरी कुलाह मेरी मोर देखा ।" मुझे क्या मेरे मोठ मोठों से बोर छे है ।

हाँ छुट में छे हो होना है.... और ने बोर से हो हो बरके हूँ छे । अब मुझे क्या लगा इस समय लगा । लगा एकाद के छेई रंग से बरी कोकोकोल कोल दी हो और उनके फल ऊपर का बाहर देव को बन्दा पर छे हो ।" अब कोली का ली की मोर में हूँ-हूँ बरके मुन्नी का रही की ।

फिर मैंने बों हो क्या ।

"फिर दो बार चर्मिल बर्से हूँ ।"

"और अब हो क्या झरझर ?"

.....

"अब तो यह अब तुम्हारे हाथों का झरझर हुआ, छेओ का बोर हो ।"

उन्ने रिफल बने बारी गिराहों से मेरी मोर देखा । मेरी बर्से बने माथ जीके छुट बं ।

"और क्या हुआ है....."

"ठीक है, फिटोरी का बिना से कर दिया ।"

"अच्छ....."

"बीच से पचास हल्ले दिने से ।"

.....

"ऊँचि मेरी का झरझर में ठीक होने का मेरी मोर से ।"

"मोह... तुम्हारे बीच से दराह है ।"

"हूँ मेरे हाथ नख हैं, मंगुलियाँ फिटोरी हैं । "बीच की सफुदी मंगुलियों को एक फिटोरी बरी गिराह से कली है ना....." अब उन्ने पर दी ।

मैंने कने से कने परे गिरा का बन्नेका का बिना । मुझे क्या, का का ठीक है, का छुट । ●

“यकान के बीच”

इन्द्रधनुज की
द्वितीय संस्करण-१० (द्वितीय)

● ● ●

गरीब की सब भाँति सुननी है तो उसे समझा है कि उसके बीच कोचिल हो गए हैं। अपने अपने को छोड़कर सब अनुभव दिखा कि उसे अपने में सब सुख है। पास की नीम का बीछले से बाहरी उसे निश्चय हो गया था कि वह बाह्य सुख से सब नहीं समझा। इस समय रात के आठ बजे हैं। अपने विचार समझा—सुख होने में अभी बाह्य सुख की जरूरत है। उसे कुछ अधिक बेचैनी महसूस होने लगी। वह इन बातें सबों को महीनों से ही नहीं सोच पा रहा है। एक दोपहर का भोजन, उसकी पारसी-गैर और वह। वह अपना समझा है। वह हाथ फैलाकर कुछ छोड़ना है—बाँटें सब-सब वह किसी को छोड़ना है। फिर निराश होकर अपनी पक्षियों को बिखरे समझा है। वह सोचता है, पिछले की महीने में उसका जीवन बिना अनिच्छित हो गया है। वह अपने कम दिनों में ही बहुत सुख का अनुभव करने लगा है।

गरीब केरों के बीच अपने प्रति दिन के जीवन को पुराना है कुछ से काम नभ जाना और रात को कष्टकर वह हो जाता—कहाँ उसके जीवन का निवास हो गया है। वह दिन भर के काम को अपने अपने में बाँट कर पर लौटता है, तो उसके दिनों को बचाना मिलती है और लोगों को निराशा। समझा है कि उनकी भाँति निराशा की अनिच्छित सबों से इस पूरी तरह सब गया है कि वह सभी को अपने से बिना देख पाता है। नौ, उसकी सभी नीम का, उनके छोटे बड़े-बड़े सुखी, बिना, कोचिल, सभी में एक समझा-का अनुभव करना है।

वह कुछ समय पहले किसी गया था। वहाँ के महीनों की इस को बिछले। अपने काम कुछ उनकी-की की नीम देना गया था रात के बाह्य वह नीम का दे सुखी बार मिलेगा। नौ के ही नीम सब सुख उसकी सभी बचाना रात हो सकती। नीम के बाह्य कुछ दिन रात वह कामले के अनिच्छित को भूल जाना। निराशी के कुछ इसके-इसे अपने-अपने अपने अपने हैं। वह एक जहाँ मूल-मूल, नवी उनकी को देख फिर से समझते लौट रहेगा।

उसे कुछ दिनों की भी बाह्य हो जारी—सोच, मुँह, मुँह की सभी नभ समझ में पड़ना नीम है। एक को अपने का देखकर है। सोचन की एक बाह्य नीम की पर लगा है। अपनी नभ समझ पाता है। इनकी मुझा में वह अपने की ही पिछला हुआ पड़ना है। के बीच सब बदला जाना हो दिखल कर मुँह हैं। अपने समझ के अनुसार हो हैं। केरों का अपने समझ में किन्ना पिछला हुआ है। नभ-मुँह किन्ना समझनी-से समझ हैं को। उसका समझ किन्ना समझनी-का समझा है। रात के छोटे रात का अपने समझ की दिखल है—किन्ना किन्ना बचाना। वह सुख होता है—इस रात पर भी सब ही समझा है। केरों बाह्य अपने पर वह नभ समझा है—नीम का पीछे इत जाना है। उसके मुँह से इसकी-की नीम किन्ना पड़ती है—बाह्य है। इनका समझ-समझ; मैं तो एक सब भी सब नहीं पाँटना। उसे समझा है कि सब की सोची हुई सभी सभी समझ नी। सब मिलनी अपने समझी समझनी की नी, सब अपने सभी नीम में जाना है अपने को किन्ना समझने पाता है वह।

उम्मे कम में समझनी की भी सब उपर भाँति है—“देखो सभी समझ कर नीम की केरों में सब समझ। केरों का जाना पाँटना हो तो समझ किन्ना को।” वह समझनी की है, और समझ किन्ना है। वह अपने रात समझी समझ के बीच अपने अनुभवों को छोड़ कर किन्ना है और कुछ समझ सब नीम से पहले उसे मुँह-मुँह का केरों-नीम में देख देना है। वह हर मुँह के बाह्य सभी नीम का है कि सब अपने को कुछ समझ, नीम, नीम, सब समझ रा।

हंदीय को लगता है जैसे नवी मयने खेरे पर मुसीबत लगा कर फले हैं, जिसने उनका बकली हार फली-
पाणि कड़ा हुआ है। कोई फलक न पाव ।

हंदीय को किसी बात का विचार कदा नहीं होता । वह सोचता है—क्यों वहाँ की हर चीज मशीन-मशीन की
तकनी है ! क्यों वहाँ के सभी अपने बिजनेस करना चाहते हैं ! क्या वह किसी टून की बीमारी ने पीड़ित है !
वे सारे जगत् सर-सर अपने पाने को पीते हैं ! वह सब से बुरा है, नौ को बोली बेर की मुर्त नही किसी है कि
इसके पास बैकडर को बालें करे । मोरिवा, मुहीय, मिहीय, सभी अच्छे बालता होते ही बनता वह बाव करते हैं ।

वह नीरसा के पुरुषा है—“बाग्यार में क्या लगा वह पर मुझे ?” वह बाग्यार के नाम को बोधना चाहता
है—“तुम तुम नहीं हो . . .” नीरसा कुछ भी नहीं बोलती है । वह मुश्किल समरे से निभत जाती है । हंदीय
बीकडर की बीमारी अपने-आप में मुझे लगता है ।

वह समझने में किसी बात मुन मुन है—“कनका बाबता हो गया—पता किसी बाबता !” हंदीय बाब-बी-
बाब मुश्किल से लगता है—“कनका बा-कनका अरे टून की बीमारी ने क्यों बनेर रहे हैं ! वह कन-कन है । कनक
बीक-कनक मकता है ।”

नीरसा बल की बल में बह देती है—“कनकी हर यहीने मुझे अपने मेक दिया करते हैं, नवी मयने को
कनकने की कोशिश नहीं करते . . .” वहाँ कनकी-नवी बालें मुन-मुन कर जल चुकी हैं । क्या ऐसा नहीं हो सकता
कि मुन बालने बालो ही नहीं ।”

हंदीय कभी बेर नव नीरसा को मकने की कोशिश करना है—उपकी बालों को मुनता है और कनक मुन
रह जाता है । वह सोचता है—नीरसा को कुछ बकती है, वह उमर का एपिफोस नहीं है । वह दूसरे की
बकालों में उपकी कनक मशीन देखने है और देख-देखकर चुकी होती है ।

हंदीयको किसी बाबल निभने की बाला थी, उसने और बाबल उसे निभत मुन है । वह वहाँ उसे अपने की
कनक बालन नहीं होती । और वह बल देता है कनकने के लिए । किसी से कुछ पचना नहीं । पचने की
बाधाबना भी नहीं मकता ।

कनकने हंदीय मुहीय को लगता है जैसे अपने दोहरा अपेकलन जोड़ लिया है । वहाँ वह कनको के बीच
मकता था । मोक ! किसी मुन थी । मोक हुआ क्या-मुकता कनकने में उसे !

हंदीय को मकने-बाब से नौ निभ होने लगती है कि उसे कनकी इलाजदारी क्यों हकती पाती है । वह
उपकी कनकनी नहीं है कि वह किसी राते पर फल नहीं मकता ।

थर किसी के बाव सब हंदीय मुकल से गरी हुआ तो उसे लगा कि वह समान यहीना वह के निभ एकात्म
ही बल मुन है । वह वह एक कनकी कनक के बीच को मुन निभेगा, उसे संतोषेगा । वह वह बाबता से वह कनका
कि अपने बि बाले अपने रीव डाके हैं और सब.....

हंदीय बालुका को बीकडर मुन निभने की ठेकाही अपने लगता है । कनक, कनक वह एकात्म मेक पर
मुकता है । जैसे वह कन । उसके हल कनो कल करते हैं । लगता है जैसे हल कनक के बीच कनक की कनकी
की मुन को है । कनक के कन कन हो गए हैं । इनक ने कनक की कनक कनक रह करके.....

